নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ

২০১২ *সালে গবেষণায় প্রমাণিত*– **২০২১** *সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা*

আবুল বারকাত

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু
জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ*

২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত– ২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা

* *"নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠ সুযোগ" শিরোনামে একটি গবেষিত গ্রন্থ লেখক কর্তৃক রচিত ও পঠিত হয়েছিল ১৯ জুলাই ২০১২ (৪ শ্রাবণ ১৪১৯) তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে। ঐ প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের সারকথাসহ ১ থেকে ৫ পর্যন্ত অনুচ্ছেদে হুবহু সন্নিবেশিত হয়েছে। আর এই গ্রন্থের জন্য অনুচ্ছেদ ৬ লেখক কর্তৃক রচিত হয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির অনুরোধ-সিদ্ধান্তে।*

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা'র একটি উদ্যোগ

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ

২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত– ২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা

[Padma Bridge with own finance: A great opportunity for National Unity

***When 2012- research became visible truth in 2021*]**

প্রথম প্রকাশ: ১৯ জুলাই ২০১২
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত প্রকাশ: ২৬ মার্চ ২০২১

স্বত্ব ২০২১ © আবুল বারকাত

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পক্ষে জামালউদ্দিন আহমেদ
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.bea-bd.org
ও
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার পক্ষে অরণি বারকাত
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৫৮১৫০৩৮১ †gvevBj: ০১৯৭৭৯৯২২৬৮
ই-মেইল: info@muktobuddhi.com; barkatabul71@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.muktobuddhi.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণ: সব্যসাচী হাজরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই: আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
ফোন: ০১৯৭১-১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

ISBN: 978-984-34-9901-1

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই পুস্তকের কোনো অংশ লেখক-স্বত্বাধিকারী-প্রকাশকের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে রূপান্তর করা যাবে না। আলোকচিত্র, ফটোকপি, রেকর্ডিং এই আইনি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।

মূল্য: ৩৫০ টাকা, ইউএস ২০ ডলার, ব্রিটিশ ১৫ পাউন্ড, ১৩ ইউরো
(বিক্রয়লব্ধ সম্পূর্ণ অর্থ বাংলাদেশ অথনীতি সমিতি আয়োজিত জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে)

উদ্ধৃতি সুপারিশ: আবুল বারকাত (২০২১, দ্বিতীয় প্রকাশ), নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ, ২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত– ২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা।

ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

উৎসর্গ

আমার জ্ঞানানুসন্ধান কাজে
অনুপ্রেরণার উৎস
আমার সহধর্মিণী

— অধ্যাপক ডা. সাহিদা আখতারকে

সূচিপত্র

	দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা: কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	৯
	কৃতজ্ঞতা	১৫
	সারকথা	২১
অনুচ্ছেদ ১।	ভূমিকা	২৩
অনুচ্ছেদ ২।	বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতু ঋণ চুক্তি বাতিল: জাতির জন্য আশীর্বাদ	২৫
অনুচ্ছেদ ৩।	নিজস্ব অর্থায়নেই আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারি: কোন উৎস থেকে কত টাকা আহরণ সম্ভব?	৩৩
অনুচ্ছেদ ৪।	পদ্মা সেতু: আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৩৩
অনুচ্ছেদ ৫।	নিজস্ব অর্থায়নেই হবে আমাদের পদ্মা সেতু: কিছু জরুরি সুপারিশ	৬৭
অনুচ্ছেদ ৬।	নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে কারা, কখন, কেন, কোন যুক্তিতে বিরোধিতা করেছিলেন: দ্বিতীয় প্রকাশে কিছু স্মরণযোগ্য-সমাপ্তিকথন	৯১

সারণি

	১।	পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে নিজস্ব অর্থায়ন উৎস ও সম্ভাব্য পরিমাণ	৩৫
	২।	পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে দেশজ অর্থায়ন উৎস ও সম্ভাব্য পরিমাণ (কোটি টাকা): হিসাবের যুক্তি ও সংশ্লিষ্ট মন্তব্য	৬৭
	৩।	পদ্মা সেতুতে সম্ভাব্য যানবাহন চলাচল: সংখ্যা, টোল, মোট আদায় (প্রথম বছরে প্রতিদিন)	৬০
	৪।	পদ্মা সেতু নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদান-উপকরণ কী লাগবে: কী আমার আছে, কী নেই, কোন মুদ্রা (দেশীয়-বৈদেশিক) কতটুকু প্রয়োজন হবে	৬৪
ছক ১		পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থ সংস্থান– দেশজ ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ও আহরণ সম্ভাবনা (৪ বছরে, কোটি টাকায়)	৫৮

পরিশিষ্ট

Table A.	Traffic Forecast of Padma Bridge by the Design Consultants (AADT) and Growth Rates	৭৪
Table B.	IRR of Padma Bridge	৭৬
Table C.	Cash Flow from Padma Bridge Toll	৮০
Table D.	Cash Flow and Debt Servicing Position of Padma Bridge	৮৫
চিত্র	নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর সর্বশেষ অবস্থা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)	৮৯

তথ্যসূত্র/তথ্যপঞ্জি	১৫৪
নির্ঘণ্ট	১৬২

দ্বিতীয় প্রকাশের ভূমিকা

কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

২০১২ সালের দিকে এ দেশের সুশীল সমাজের বেশির ভাগ চিন্তকই খুব জোর দিয়েই বলতেন "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ"– এক **কল্পকাহিনী মাত্র**। সময়টাও ছিল বহু দিক দিয়ে প্রতিকূল। একদিকে ২০১২ সালের ২৯ জুন 'দুর্নীতির ষড়যন্ত্র' হচ্ছে বলে বিশ্বব্যাংক পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলকভাবে পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করল, যার ফলে বিশ্বব্যাপী দেশ-জাতি-সরকারের ভাবমূর্তির অপরিসীম ক্ষতি হলো; আর অন্যদিকে, সামনে– ২০১৪ সালের নির্ধারিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করে বিশ্বব্যাংক তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে যা কিছু লিখল, তা যে গভীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সেটা তাদের বিবৃতির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য পাঠে স্পষ্ট হয়। ঋণ চুক্তি বাতিলে বিশ্বব্যাংকের বিবৃতিটির ঐতিহাসিকতা আছে বিধায় তা নিচে আমরা পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃত করলাম:

> "The World Bank has credible evidence corroborated by a variety of sources which points to a high-level corruption conspiracy among Bangladeshi government officials, SNC Lavalin executives, and private individuals in connection with the Padma Multipurpose Bridge Project.
>
> The World Bank provided evidence from two investigations to the Prime Minister, as well as the Minister of Finance and the Chairman of the Anti-Corruption Commission of Bangladesh (ACC) in September 2011 and

April 2012. We urged the authorities of Bangladesh to investigate this matter fully and, where justified, prosecute those responsible for corruption. We did so because we hoped the Government would give the matter the serious attention it warrants.

In Canada, where SNC Lavalin‘s headquarters are located, after executing numerous search warrants and a year-long investigation based on a referral from the World Bank, the Crown Prosecution Services brought corruption charges against two former SNC executives in connection with the Padma Bridge Project. Investigation and prosecution are ongoing but the court filings to date underscore the gravity of this case.

Because we recognize the importance of the bridge for the development of Bangladesh and the Region, we nonetheless proposed to proceed with an alternative, turnkey-style implementation approach to the project provided the Government took serious actions against the high level corruption we had unearthed. It would be irresponsible of the Bank not to press for action on these threats to good governance and development.

To be willing to go forward with the alternative turnkey-style approach, we sought the following actions: (i) place all public officials suspected of involvement in the corruption scheme on leave from Government

employment until the investigation is completed; (ii) appoint a special inquiry team within the ACC to handle the investigation, and (iii) agree to provide full and adequate access to all investigative information to a panel appointed by the World Bank comprised of internationally recognized experts so that the panel can give guidance to the lenders on the progress, adequacy, and fairness of the investigation. We worked extensively with the Government and the ACC to ensure that all actions requested were fully aligned with Bangladeshi laws and procedures.

We proposed that when the first bids would be launched, the Bank and the co-financiers would decide to go ahead with project financing if they had determined, based on the Panel's assessment, that a full and fair investigation was under way and progressing appropriately.

In an effort to go the extra mile, we sent a high-level team to Dhaka to fully explain the Bank's position and receive the Government's response. The response has been unsatisfactory.

The World Bank cannot, should not, and will not turn a blind eye to evidence of corruption. We have both an ethical obligation and a fiduciary responsibility to our shareholders and IDA donor countries. It is our

responsibility to make sure IDA resources are used for their intended purposes and that we only finance a project when we have adequate assurances that we can do so in a clean and transparent way. In light of the inadequate response by the Government of Bangladesh, the World Bank has decided to cancel its $1.2 billion IDA credit in support of the Padma Multipurpose Bridge project, effective immediately."

(সূত্রঃ http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/06/29world-bank-statement-padma-bridge)।

ঠিক এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব" শীর্ষক গভীর গবেষণালব্ধ লিখিত দলিল নিয়ে জাতির সামনে হাজির হলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি, 'গণমানুষের অর্থনীতিবিদ' অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। আর সামগ্রিকভাবে প্রতিকূল এক জটিল অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কালক্ষেপণ না করে ১৯ জুলাই ২০১২ তারিখে "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করল।

উক্ত জাতীয় সেমিনারে অধ্যাপক আবুল বারকাত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ" শিরোনামে তার সৃজনশীল ও বাস্তবধর্মী গবেষণাকর্ম উত্থাপন করেন। নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ যে সম্ভব– এ দেশে এ কথা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্লাটফর্মে তিনিই প্রথম নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক যুক্তি দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক

উত্থাপন করেন। জাতীয় উন্নয়নে দায়িত্বশীল এ ভূমিকা পালনের জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গর্বিত।

অধ্যাপক আবুল বারকাত উত্থাপিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠ সুযোগ" শীর্ষক দীর্ঘ ও স্ব-ব্যাখ্যায়িত গবেষণা দলিলটি আমাদের জাতীয় সেমিনারের পরপরই দেশের সব পত্রপত্রিকাসহ গণমাধ্যমে জাতির জন্য আশাব্যঞ্জক বিষয় হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়; জাতীয় দৈনিক *প্রথম আলো* যা বিশেষ ক্রোড়পত্র হিসেবে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ করে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গবেষণা দলিলটি প্রকাশের সমসাময়িককালে এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের বেশ বড় অংশ একদিকে অধ্যাপক আবুল বারকাতের "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ" প্রস্তাবনা অবাস্তব-অলীক বলে বর্জন করে; আর অন্যদিকে একই সাথে লাগাতার বলতেই থাকে যে, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব। এদের কারো কারো ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে অধ্যাপক বারকাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে পৌঁছায়। এসবই এখন থেকে মাত্র আট বছর আগের কথা।

এখন ২০২১ সালে "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ" কাজ একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা। সেতুর সর্বশেষ স্প্যান বসানো হয়েছে। সম্ভবত আগামী এক বছরের মধ্যে (২০২২ সালে) দেশের মানুষ পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে চলাচল শুরু করবে। নিজস্ব অর্থে সেতু নির্মাণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের সত্যতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমরা ২০১২ সালের ১৯ জুলাই-এ উত্থাপিত ও প্রকাশিত অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত রচিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ" গবেষণাগ্রন্থটি হুবহু পুনঃপ্রকাশ (দ্বিতীয় প্রকাশ) করলাম।

অধ্যাপক আবুল বারকাত গবেষিত ও রচিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু : জাতীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠ সুযোগ"– এক ঐতিহাসিক দলিল। এই দলিলের ঐতিহাসিকতা, দূরদর্শিতা, নির্মোহতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার স্বার্থে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি অধ্যাপক বারকাতকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন তাঁর গবেষণাকর্মটি গ্রন্থাকারে দ্বিতীয় প্রকাশের জন্য একটি **সমাপ্তিকথন** (Postscripts) রচনা করেন, যা গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হবে। ঐতিহাসিক কারণেই সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একটি অনুরোধমূলক সিদ্ধান্তও নেয় যে সমসাময়িককালে (২০১২-১৩) নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে কারা, কখন, কেন, কী যুক্তিতে বিরুদ্ধ অবস্থান নিয়েছিলেন অধ্যাপক বারকাত যেন কাগজপত্তর ঘেঁটে সেসব বিষয় সমাপ্তিকথনে বিশেষভাবে সন্নিবেশ করেন। অধ্যাপক বারকাত আমাদের এই অনুরোধটি রক্ষা করে সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি রচনা করেন– যা নিজেই একটি স্ব-ব্যাখ্যায়িত গুরুত্ববহ ঐতিহাসিক দলিল।

"নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব"– দেশ ও জাতির গৌরবান্বিত উন্নয়ন-প্রগতিতে অধ্যাপক আবুল বারকাতের এই দিকনির্দেশক গবেষণাকর্মটির জন্য পুরো জাতি অধ্যাপক আবুল বারকাতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে– এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

নিবেদক ঢাকা: ৭ মার্চ ২০২১

কার্যনির্বাহক কমিটি

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

কৃতজ্ঞতা

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ী হলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এ বিজয়ে ভূমিকা রেখেছিল নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার– 'দিন বদলের সনদ'। 'সনদ' রচনার প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৬-০৭ সালের দিকে। এ প্রক্রিয়ায় আমি কিছুটা সম্পৃক্ত ছিলাম। তখন আমার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনাজগতে ৪টি বিষয় ছিল সর্বাধিক গুরুত্ববহ: (১) দেশে বৈষম্য-দারিদ্র্য দূর করতে হবে– যথাদ্রুত সম্ভব, (২) মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দেখভালের দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে– সংবিধানের বিধান মান্য করে, (৩) মানুষের জন্য শোভন কাজ ও মানবিক আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, এবং (৪) উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকৃতির শক্তিকে মান্য করে প্রয়োজনীয় বড় ধরনের অবকাঠামোগত প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন-বিনির্মাণ করতে হবে– ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে– নিজস্ব অর্থায়নে। আর এসব কারণেই বৈশ্বিক পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-কর্পোরেট জুলুমবাজি এবং এই জুলুমবাজির 'দক্ষ এজেন্ট'– বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF, International Monetary Fund) ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization) ধরনের প্রতিষ্ঠানের বহুপ্রতিকূল ও দীর্ঘ মেয়াদে দেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী শর্তাবিষ্ট ঋণজালের খপ্পর থেকে দেশকে মুক্ত করে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালন করতে হবে– নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার সাথে। বিশ্বব্যাংকের কোনো ঋণ ও খবরদারি ছাড়া দেশের অর্থে-দেশের সম্পদে পদ্মা সেতু– উন্নয়নের এই সমীকরণ দেশে ব্যাপক জনসম্মতি (public consent) পেয়েছিল। আর ২০১১-১২ সালের দিকে এই জনসম্মতি-জনমতের দৃশ্যমান প্রতিফলন ঘটেছিল যখন

নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু বিনির্মাণের প্রশ্ন হাজির হলো। সে কারণেই "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ" প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই নিঃসঙ্কোচ-নিঃশর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। আমি দেশের আপামর সাধারণ মানুষের প্রতি মস্তকাবনত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি– একই সাথে দু-কারণে

> প্রথমত, তারা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণে পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিল এবং একই সাথে "পদ্মা সেতু স্বেচ্ছা অনুদান সহায়তা" ফান্ডে ব্যক্তিগত অনুদান দেয়া শুরু করেছিল (যার লক্ষ লক্ষ প্রমাণের দু'টি "স্বেচ্ছা-অনুদান ব্যাংক রসিদ" নীচের বক্সে দেখানো হলো। প্রথমটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জনাব নুরুল আজম প্রেরিত ১ হাজার ৮ ডলারের অনুদান এবং দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের ঢাকার দক্ষিণ গোড়ানের জনাব মো. আবু তাহেরের ২০ হাজার টাকার অনুদান)।

Sonali Exchange Co. Inc
Manhattan
211 East 43rd Street, Suite # 1503, New York, NEW YORK - 10017
Tel: 212-808-0790, Fax: 212-808-0791

M O N E Y R E C E I P T

DATE: 8/9/2012	User ID: SA
Reference# MT00252674 | Remitter ID# MNA0009138	
Pay to the Order of (ID MNA0009138.002) PADMA SETU CHESCHA ANUDAN SAYATHA (NON RESIDENT) A/C No. A/C PAYEE (Foreign Currency) Sonali Bank LOCAL OFFICE, Dhaka	**Remitter:** MD. NURUL AZAM 28W460 JUANITA DRIVE NAPERVILLE, Illinois 60564 Tel: 732-599-8110

Amount to be Delivered	Commission	P&T Charge	Total Amount Received
$1,000.00	$8.00		$1,008.00

Authorised Signature	Customer Signature

দ্বিতীয়ত, তারা জনগণের উন্নয়নে সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজি এজেন্ট– বিশ্বব্যাংকসহ অনুরূপ সবকিছু প্রত্যাখান করেছিল।

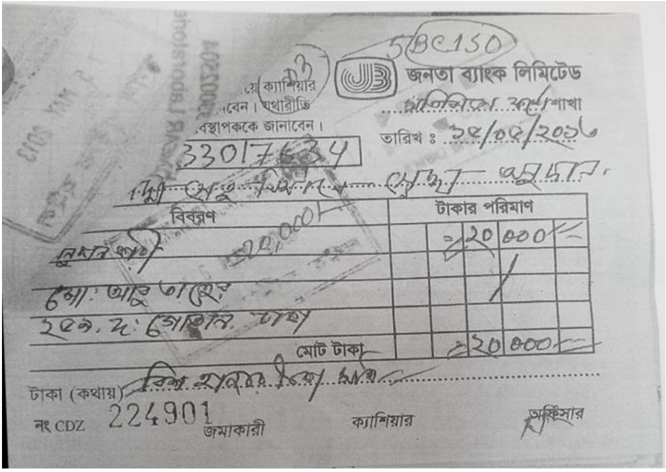

২০১১ সালের দিকে যখন নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো মেগা-অবকাঠামো বিনির্মাণ-সম্ভাবনা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছিলাম, তখন 'ভদ্রলোক ক্লাবের' উপকারভোগী ক্ষমতার অনুগত সেবক 'বুদ্ধিজীবীদের' অনেকেই বিষয়টি নিয়ে তেমন ভাবেননি। এসব ভদ্রলোকের কেউ কেউ বলা শুরু করেছিলেন যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া– নিজ শক্তি-সম্পদ দিয়ে– এ কাজ অসম্ভব; অনেকেই বলা শুরু করলেন– এসব কল্পনা বিলাস; অনেকেই এসবে ইতিমধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি-সম্ভাবনা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা শুরু করেছেন (ভাবখানা এমন যে বিশ্বব্যাংক মহৎ প্রতিষ্ঠান– দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান)। এমন ধরনের বাস্তবতায় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ যে সম্ভব– এ ভাবনা-চিন্তা ছিল রীতি তো স্রোতবিরুদ্ধ– কথিত কল্পনাপ্রবণ। এমনই স্রোতবিরুদ্ধ যা যুক্তি দিয়েও প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না।

এতক্ষণ যা বললাম এ ধরনের এক স্রোতবিরুদ্ধ পরিস্থিতি-পরিবেশে আমি নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করি। সংশ্লিষ্ট

তথ্যানুসন্ধানের কাজটিও শুরু করি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু অঙ্গনের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করে বড় ব্রিজ-এর নির্মাণসংশ্লিষ্ট বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করি। এসবই করি একান্তে-নিভৃতে। এ প্রক্রিয়ায় একপর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমরা নিজস্ব শক্তিতে– নিজ সম্পদে– নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ করতে সক্ষম। পাশাপাশি একই সাথে এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হই যে এ বিনির্মাণকাজে বিশ্বব্যাংকসহ অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের ঋণ নেয়া হবে হিতেবিপরীত।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ সম্ভব– আমার এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে একদিকে সহায়ক হয়েছিল বিশ্বে মেগা-অবকাঠামো বিনির্মাণ ইতিহাস– মিসরের পিরামিড থেকে শুরু করে চীনের দুঃখ হোয়াংহো নদীর বাঁধ নির্মাণ হয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রুত বিদ্যুতায়ন, আর অন্যদিকে দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা– আমাদের দেশের অনেক শ্রমজীবী মানুষ যারা বিদেশে মেগা প্রকল্পে কাজ করেছেন এবং দেশের মধ্যেই তুলনামূলক বড় ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করছিলেন (বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলাম স্বচক্ষে হানিফ ফ্লাইওভারের কাজ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগে)। এ প্রক্রিয়ায় অর্থায়নসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আমার নিজ রাজনৈতিক-অর্থনীতি জ্ঞান-উদ্ভূত বলা চলে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জটিল টেকনিক্যাল হিসেবপত্তর, যেমন cash flow analysis, cost-benefit, internal rate of return, debt servicing (সুদাসল পরিশোধ)– এসব বিষয়ে আমাকে নিরন্তর-নিঃশর্ত সহায়তা দিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের তৎকালীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট সেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ দাউদ আহমদ শিকদার, উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান এবং প্রিন্সিপাল অফিসার ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাকিউর রহমান। এটা ২০১২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের কথা, যখন আমি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত-বিছানাগত (যে সময়ে আমি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছি), তখন

মাসাধিককাল প্রায় প্রতিদিনই জনাব দাউদ, মাহফুজ ও জাকিউর আমার কাছে এসেছেন, আমরা পদ-পদবি ভুলে excel-sheet-এর হিসেবপত্তর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করেছি, হিসেবের অনুমান ভিত্তি যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা করেছি এবং শেষপর্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ হিসেবপত্তরে উপনীত হয়েছি। সুতরাং, “নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ” প্রস্তাবনার হিসেবপত্তর নিয়ে যদি কারো নিঃস্বার্থ অবদান স্বীকৃতি দিতে হয়, তারা হলেন– জনতা ব্যাংকের জনাব মোঃ দাউদ আহমদ শিকদার, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান এবং ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জাকিউর রহমান। তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

পদ্মা সেতুর বিনির্মাণ সম্ভাবনা নিয়ে দেশে যখন তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছিল ঠিক সে সময়েই ২০১২ সালের ১৯ জুলাই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি “নিজ অর্থে পদ্মা সেতু” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের অয়োজন করে। সেই সেমিনারে একক বক্তা হিসেবে আমি প্রথমবারের মতো সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল বিষয়াদিসহ সবধরনের হিসেবপত্তর ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠার মুদ্রিত একটি দলিল দেশের প্রায় সব গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে উত্থাপন করি, যার শিরোনাম ছিল “নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগে”। এই সুযোগ করে দেবার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিকে ধন্যবাদ। সেই সাথে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ নাম না জানা একজন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে (হতে পারে তা কোনো সংগঠন), যিনি (যারা) আমার ঊনচল্লিশ পৃষ্ঠার গবেষিত দলিলের পুরোটাই ‘প্রথম আলো’ পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

২০১২ সালে নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিরোধিতাকারী অথবা সংশয় প্রকাশকারীরা কে-কী-কেন বলেছিলেন তা আমার ২০১২ সালের মুদ্রিত গ্রন্থে/দলিলে ছিল না। বর্তমান গ্রন্থে সচেতনভাবেই তা অন্তর্ভুক্ত করেছি, যা অনুচ্ছেদ ৬-এ বিস্তারিত দেখা যাবে। এ বিষয়ে জাতীয় আর্কাইভ থেকে এখন থেকে নয়-দশ বছর আগের (২০১১ ও ২০১২

সাল) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, তা সুবিন্যস্ত করা, গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রণয়ন– এসব কাজে সহযোগিতা করেছেন মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনার সমন্বয়ক জনাব সেলিম রেজা এবং এস এম তরিকুল ইসলাম মুন্না; গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত তথ্যপঞ্জিকে সুবিন্যস্ত করেছেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সহ-সম্পাদক শেখ আলি আহমদ টুটুল; বাংলা টাইপ ও পুনঃটাইপের কাজ করেছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের মোজাম্মেল হক ও মো. আরিফ মিয়া; গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অলংকরণের কাজটি করেছেন সব্যসাচী হাজরা; ছাপার কাজটি নিখুঁত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন আগামী প্রেসের শাহীন আহমেদ, আর ছাপাখানায় মুদ্রণযন্ত্র ঘোরানোসহ গ্রন্থটির মলাটবন্ধের কাজ করেছেন আব্দুল মোতালেব, নিত্যচন্দ্র, আরিফ রাব্বানী, মনির হোসেন বাবু, আব্দুল লতিফ, মো. শাহীনুর, গিয়াসউদ্দিন– সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থে নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর সর্বশেষ অবস্থার এ্যারিয়াল ছবি সংযোজন, তা সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের আগে (অর্থাৎ অনুচ্ছেদ ৬-এর আগে) এবং গ্রন্থের সাব-টাইটেল নিয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন মো. আমিরুল ইসলাম ও অরণি বারকাত। তাদের ধন্যবাদ। একই সাথে নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর সর্বশেষ অবস্থার এ্যারিয়াল ছবি সরবরাহের জন্য পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সেতু বিভাগ/বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমার চিন্তনকর্মের প্রিয় নিভৃতস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ফুলার রোডের ৩৭/জ-এর চিলেকোঠায় আমাকে ও আমার সহকর্মীদের সময়ে-অসময়ে চা-পানি দিয়েছেন সাহেরা বেগম ও শিল্পী খাতুন– ওদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আর এইসব করতে গিয়ে আমার কন্যাত্রয়– অরণি, আনোখি ও অবন্তি– যাদের প্রতি প্রয়োজনীয় নজর দিতে পারিনি, অথচ তারা কখনো অনুযোগও করেনি– তাদের ঋণ অপরিমেয়।

ঢাকা: ১৫ মার্চ ২০২১ আবুল বারকাত

সারকথা

পদ্মা সেতু নির্মাণ বিষয়টি এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই– তা রূপান্তরিত হয়েছে গণ-আকাঙ্ক্ষায়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল অনৈতিক এবং মহা অন্যায়, তবে তা বাংলাদেশের জন্য এক মহা আশীর্বাদ (blessing in disguise)। ১৯৭২-৭৩ সালের বাংলাদেশ অর্থনীতি আর ২০১২ সালের অর্থনীতি এক কথা নয়। এখন আমাদের অর্থনীতি অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী; জনগণ অনেক গুণ বেশি আত্মশক্তি-আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। পদ্মা সেতু নির্মাণে জনগণ এখন অনেক গুণ বেশি ত্যাগ স্বীকারে সর্বাত্মক প্রস্তুত– জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ও তা সুসংহতকরণের এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। যেহেতু আগামী ৪ বছরে পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ২৪ হাজার কোটি টাকা; আর ঠিক একই সময়ে ১৪টি বিভিন্ন উৎস থেকে সম্ভাব্য অর্থ সংস্থান হতে পারে ৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা, সেহেতু পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ পরিকল্পিতভাবে এ মুহূর্তেই শুরু করা সম্ভব। অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে সুদবিহীন উৎসসমূহে– যেসব উৎস থেকে সম্ভাব্য আহরণ হতে পারে মোট ৪৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ দুটি পদ্মা সেতু নির্মাণব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ। সেই সাথে জোর দিতে হবে নিজস্ব অর্থায়নের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণসংশ্লিষ্ট খাতসমূহে; এ ক্ষেত্রে করণীয় হবে নিম্নরূপ: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা; প্রবাসীদের প্রেরিত হুন্ডিকৃত অর্থ উত্তরোত্তর অধিক হারে ব্যাংকিং চ্যানেলে আনা; পদ্মা সেতু বন্ড (৮ থেকে ৩০ বছর মেয়াদি), সার্বভৌম বন্ড ও পদ্মা সেতু আইপিওতে প্রবাসী-বিদেশিদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা; টাকার অংকের উদ্বৃত্ত অর্থ (৪ বছরে মোট ৭৪ হাজার ২২৫ কোটি টাকা) উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা; অর্থনৈতিক কূটনীতির ফলপ্রদতা বৃদ্ধির

মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীসহ বিদেশের বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করা এবং ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অনুদান সংগ্রহ করা। করণীয় বিষয়াদির মধ্যে গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে: (১) তিনটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন– সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়ন সমন্বয়কারী কমিটি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পদ্মা সেতু ইন্টিগ্রিটি কমিটি, আর সাথে থাকবে অর্থায়ন-অর্থ সংস্থান কমিটি এবং কারিগরি-প্রযুক্তি কমিটি, (২) 'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি' গঠন করে তার মাধ্যমে বাজারে আইপিও ছাড়া, (৩) পদ্মা সেতুসহ বৃহৎ অবকাঠামোর জন্য নির্মাণসামগ্রী (যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল) উৎপাদননিমিত্ত শিল্প স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া, (৪) সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের (দেশে-বিদেশে অবস্থানরত) হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণসহ জরুরি ভিত্তিতে এবং নিয়মিত তাদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য জীবন্ত-রিয়েলটাইম ওয়েবসাইট চালু রাখা, (৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'Friends of Padma Bridge, Bangladesh' চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা, (৬) গণ-অবহিতকরণ কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট প্রচারব্যবস্থা শক্তিশালী করা। পদ্মা সেতু নির্মাণের ৩০ বছরের মধ্যেই নির্মাণ ব্যয় উঠে আসবে; ১০ম বছর থেকে যেহেতু ঘাটতি থাকবে না, সেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পদ্মা সেতুর জন্য আর বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন হবে না; সেতু চালু হবার ৪০তম বছরে নিট ক্যাশ ফ্লো ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে, আর ১০০তম বর্ষে তা ছাড়িয়ে যাবে ২ লাখ কোটি টাকা; উন্নত কানেক্টিভিটি সমগ্র অর্থনীতির (শুধু দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নয়) চেহারা আমূল পাল্টে দেবে। সুতরাং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ বিষয়টি হতে পারে উন্নয়ন আন্দোলনের (development as movement) বিশ্বনন্দিত 'Made in Bangladesh' মডেল।

অনুচ্ছেদ ১

ভূমিকা

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অবকাঠামো পদ্মা সেতু (নির্মাণ) নিয়ে তর্ক-বিতর্কের সুরাহা এবং বিষয়টি নিয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আয়োজনে আজকের এই জাতীয় সেমিনার।

সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগী হয়েই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বক্তব্য-বিশ্লেষণ উত্থাপন জরুরি মনে করেছি। আমার বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু নিম্নরূপ: (১) বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর জন্য প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি ডলারের (অর্থাৎ ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা, যেখানে ১ ডলার = ৮২.৩০ টাকা, ০৯ জুলাই ২০১২-এর হিসেবে) ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে– এ বিষয়টি কীভাবে দেখব? (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবেন, তা কতটুকু যৌক্তিক, (৩) পদ্মা সেতুসহ জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে দেশজ অর্থায়ন উৎস এবং উৎসভিত্তিক সম্ভাব্য পরিমাণ কত হতে পারে, (৪) পদ্মা সেতুর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে cash flow analysis, cost benefit analysis, debt servicing, এবং (৫) দ্রুত ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে সরকারের বিবেচনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ।

অনুচ্ছেদ ২

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতু ঋণ চুক্তি বাতিলঃ জাতির জন্য আশীর্বাদ

বিশ্বব্যাংক তাদের কথিত দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতুর জন্য প্রতিশ্রুত ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে– বিষয়টি আমি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য **আশীর্বাদ** মনে করি। আমি মনে করি, এটা blessing in disguise। বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরিঃ (১) বিশ্বব্যাংক নেহাত এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্বব্যাংক গভীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, (২) বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ঋণ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, এমন দেশের তেমন কোনো নজির নেই, (৩) বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সন্দেহাতীতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর গোলার্ধের ধনী দেশসমূহের (সাম্রাজ্যবাদের) স্বার্থরক্ষাকারী একনিষ্ঠ সেবক সংস্থা, (৪) এক মেরুর বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় পৃথিবীর তিনটি সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণঃ জ্বালানি উৎস (energy sources), পানিসম্পদ (water resources), এবং মহাকাশ (space)। আর এসব সম্পদের ওপর absolute ownership and control নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসেবে যেসব সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তারই অন্যতম হলো বিশ্বব্যাংক (World Bank)। বিশ্লেষণ বহিঃআবরণ দিয়ে নয়, বিশ্বব্যাংকের প্রকৃত চরিত্র নিরূপণে উল্লিখিত ৪টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল আমাদের জন্য এক **মহা আশীর্বাদ**। কারণ তা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কঠিন বাস্তবতার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে। আমাদের সরকার পরিচালনাকারী নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা সম্ভবত এইই প্রথম এক বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেলেন। এ ঝাঁকুনিটা প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই– কারণ (১) তাদের 'মানসকাঠামোর দারিদ্র্য' (mind set poverty) অর্থাৎ নতজানু মানসিকতা, ভিক্ষুক মানসিকতা, অন্যায় মুখ বুঁজে সহ্য করার মানসিকতা– এতই প্রকট যে স্ব-উদ্যোগে বড় কিছু করা সম্ভব– এ বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল– যদিও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম পেরিয়ে এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়েছি ৪১ বছরে আগে, (২) আমরা আমলই দিতে চাইনি যে ১৯৭২-১৯৭৩ সালের ভঙ্গুর অর্থনীতি আর ২০১২ সালের অর্থনীতি এক কথা নয়; অর্থনীতির ভিত অনেকগুণ শক্ত হয়েছে– এ সত্য বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল– একদিকে যেমন আমাদের জন্য আশীর্বাদ, আর অন্যদিকে উচ্চকণ্ঠে বলা দরকার যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন moral ground-এ (নৈতিকতার মানদণ্ডে) বিশ্বব্যাংকের উচিত হবে আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশ্বব্যাংক জানে বাংলাদেশের জনগণ যথেষ্ট ক্ষমাশীল। 'পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ আছে'– এ কথা বিশ্বব্যাংকের; আর এর ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জনগণের সামনে কোনো ধরনের খোলাপত্র-শ্বেতপত্র প্রকাশ করেনি– এ কেমন স্বচ্ছতা? এ কেমন জবাবদিহিতা যেখানে বাংলাদেশও তো বিশ্বব্যাংকের চাঁদা দেয়া মালিক। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা বলেছেন, তাতে

তো বর্তমান সরকারের কেউ দুর্নীতি করেছে বলেননি (অবশ্য আবুল হোসেন সাহেবের কোম্পানির অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে বলেছে!); আর বর্তমান সরকারপ্রধান জনাব আবুল হোসেনকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং সেইসাথে দুর্নীতি দমন কমিশন পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি খুঁজে পায়নি; আবার বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে পদ্মা সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করেছে এবং ইতিমধ্যে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। পত্রিকান্তরে আমরা যতটুকু জানলাম তাতে এমন কী পাওয়া গেল, যাতে বিশ্বব্যাংককে ঋণ চুক্তি বাতিল করতে হলো। সম্ভবত, এসব প্রকৃত কারণ নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। বিষয় অন্যত্র; ভাবতে হবে ভিন্ন কোনোভাবে, সম্ভবত বড় পর্দায়।

আগেই বলেছি, বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হেন কাজ নেই, যা বিশ্বব্যাংক করে না। আমার মতে, বিশ্বব্যাংক নিজেই দুর্নীতিসংশ্লিষ্ট ষড়যন্ত্রের মাস্টার (master of corruption conspiracy)। যে মুক্তবাজার অর্থনীতি দুর্নীতির জন্ম দিতে বাধ্য, তারা সে অর্থনীতি দর্শনেরই প্রবক্তা– সে অর্থে তারাই দুর্নীতির গ্রষ্টা এবং ঐ দুর্নীতিকেই তারা তাদের আর্থরাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণে কাজে লাগায়। এ কাজটি তারা পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই করেছে এবং নিয়মিত তা প্রতিপালন (পরিপুষ্ট) করে। এসব বিচারে বিশ্বব্যাংককেই আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এ মর্মে কয়েকটি উদাহরণ দিতে চাই:

(ক) বিশ্বব্যাংক ‘চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি’ (CRCC) নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে পদ্মা সেতুর পরামর্শক নিয়োগের জন্য জোরজবরদস্তি করেছে এবং এ মর্মে আমাদের সরকার বরাবর তিনবার আনুষ্ঠানিক পত্র দিয়েছে। অবশ্য এ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের বিচার-

বাছাই কমিটি কর্তৃক (যেখানে সভাপতি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী) ভুয়া ও অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অনৈতিক এই কাজের জন্য বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। প্রশ্ন– বিশ্বব্যাংকের এ দুর্নীতির বিচার কে করবে?

(খ) বিশ্বব্যাংককে ক্ষমা চাইতে হবে এ জন্যও যে নিজে দুর্নীতি করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবার 'দ্বিমুখী নীতি' (double standard) অবলম্বন করেছে। এ এক মারাত্মক স্খলন।

(গ) বাংলাদেশে কী এমন ঘটে গেল যে পরপর তিনবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হবার সময় বিশ্বব্যাংক খুশিমনে ঋণ দিল, অথচ এখন ঋণ চুক্তি বাতিল করল। এসবের পেছনে সম্ভাব্য প্রকৃত কারণ কী হতে পারে?

– ওদের কি খুবই অপছন্দ হচ্ছে যে আমরা ১৯৭১ সালের মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছি? পছন্দ না হবার অনেক কারণের বড় কারণ হতে পারে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ওদের অবস্থান। ওরাই এখন আমাদের পরামর্শ দিচ্ছে– বিচার যেন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়; ভয় দেখাচ্ছে– তা না হলে রায় মানা হবে না। আবার মানবতাবিরোধী অপরাধীরা ঐ দেশেই লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে।

– ওরা কি ধরেই নিয়েছে যে বর্তমান সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণকাজ শুরু না করতে পারলে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে হেরে যাবে, আর জিতবে বিএনপি-

জামায়াত? ওরা কি সেটাই বাস্তবে দেখতে চায়? কেন?

– বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করার পরে যখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, "নিজের টাকায় আমরা পদ্মা সেতু করব" এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন– সময়ক্ষেপণের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে বিশ্বব্যাংককে চিঠি দিতে– ঠিক তখনই কেন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মজিনা সাহেব ভয় দেখাতে শুরু করলেন যে বাংলাদেশের উৎপাদিত তৈরি পোশাক-নিটওয়্যার এবং প্লাস্টিকজাতীয় পণ্যের মার্কিন বাজার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ কিসের ভয় দেখানো, কিসের আলামত? অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ভীতি? কি সুন্দর-স্পষ্ট যুক্তরাষ্ট্র-বিশ্বব্যাংক যোগসূত্র!
– ওদের নিঃসন্দেহে অপছন্দ যে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো বিষয়ে আমরা স্বাধীন-দেশোপযোগী সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করছি। যেমন আমরা বিদ্যুৎ-জ্বালানি-কৃষি ভর্তুকি দিতে চাই, ওরা এর বিরুদ্ধে; ওরা বলছে বিশেষ ব্যক্তি/ব্যক্তিসমষ্টিকে মাথায় তুলে রাখতে হবে, আর আমরা তা পারছি না– ওদের তাতে কী কী অসুবিধা?

(ঘ) ওদের ক্ষমা চাইতে হবে এ জন্যেও যে আমাদের জাতীয় আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতিসহ স্বাধীন চিন্তার উন্নয়ন নীতিনির্ধারণীতে ওরা সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আমাদের দেশজ উন্নয়নদর্শনের মুক্ত-স্বাধীন চিন্তাকেই বিঘ্নিত করেছে/করে– এ নৈতিক অধিকার তারা কোথায় পেল,

কে দিল তাদের এসব অধিকার। ওরা তো এলিজাবেথিয়ান-ভিক্টোরিয়ান যুগের উচ্চ নৈতিকতা (high moral) বহু আগেই বিসর্জন দিয়েছে।

(ঙ) বিশ্বব্যাংকের বেশকিছু তুলনামূলক সুবিধে আছে: এ দেশে তাদের দালাল বাহিনী সংখ্যায় কম হলেও তাদের সরব উপস্থিতি সর্বত্র– কি রাষ্ট্রযন্ত্রে, কি সরকারে, কি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে, কি TV talk show-এর পর্দায়! এ দালালদের দুই বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—প্রথম গ্রুপে আছে, তারা যাদের স্বয়ংক্রিয় দালাল (automatic agent) বলা চলে (অথবা দালাল by default)– এরা হলো তারা, যারা অন্ধের মতো নয়া উদারবাদী দর্শন (neo-liberal philosophy) আওড়াতে থাকে। আর দ্বিতীয় গ্রুপে আছে প্রস্তুতকৃত দালাল (made agent), যারা এখন প্রত্যেক দিনই আমাদের বুদ্ধি-পরামর্শ প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে (পত্রপত্রিকা; টক শো; সরকারি সভা)– বলছে তোমরা বিশ্বব্যাংকের সাথে দেনদরবার অব্যাহত রাখো; ওদের ছাড়া কিন্তু সেতু হবে না; ওরা না এলে নির্মাণ ব্যয় বাড়বে; ওদের বাদ দিলে ওরাও অনেক কিছু থেকে তোমাদের বাতিল করবে; ওদের অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই; তোমার তো তেমন কিছু নেই; আর একান্তই যদি ওদের ম্যানেজ না করতে পারো সেক্ষেত্রে কূটনীতি জোরদার করে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে জাপানের কাছে ধরনা দাও ইত্যাদি। উল্লিখিত দুই শ্রেণির দালালদের বিশ্বাসে ঐক্য আছে– আর তা হলো ‘দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন’-এ অবিশ্বাস, বাজার গোঁড়ামিতে বিশ্বাস। উল্লিখিত দুই শ্রেণির দালালদের উদ্দেশ্য একই– দেশের স্বার্থ যেখানেই যাক, দালালি অব্যাহত রাখা, দালালির

> প্রশ্নে ‘আপসহীন’ থাকা। উভয় গোষ্ঠির দালালেরাই মনে মনে খুব খুশি যে এবার বিশ্বব্যাংক শেখ হাসিনার সরকারকে বিপদে ফেলেছে– বুঝুক সরকার কত ধানে কত চাল; ক্ষমতায় আসুক তাদের প্রিয়/পছন্দের দল অথবা অন্য কেউ।

বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে ২৯ জুন, ২০১২। আমার জানামতে, পদ্মা সেতু নির্মাণের ঋণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার আমন্ত্রণ জানানোর আগেই বিশ্বব্যাংক স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে। আর ঋণ ছাড় করার আগে ঋণ চুক্তি বাতিলের নজির নেই। এ প্রক্রিয়ায় চুক্তি সম্পাদন থেকে বাতিল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ১৮ মাস সময় ক্ষেপণ করল। ফলে একদিকে সেতু থেকে আয় (মূলত যানবাহন চলাচলে টোল আদায়) ১৮ মাস পিছিয়ে গেল, আর অন্যদিকে সময় প্রলম্বিত হবার কারণে সেতু নির্মাণের ব্যয়ও বাড়ল। পদ্মা সেতু থেকে যানবাহনের টোলবাবদ **দৈনিক** আয় হবার কথা ১ কোটি ৭ লাখ ৯৯ হাজার টাকা (দেখুন সারণি ৩)। অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক যে ১৮ মাস সময় ক্ষেপণ করল ঐ ১৮ মাসে মোট টোল আদায় হতে পারত ৫৮৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। আমার মতে, বিশ্বব্যাংকের কারণে যে ৫৮৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি হলো তা বিশ্বব্যাংকের কাছে চাওয়া ন্যায়সঙ্গত। সেই সাথে ১৮ মাস বিলম্বের কারণে যে পরিমাণ নির্মাণব্যয় বাড়বে সেটিও ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাওয়া উচিত। ক্ষতি আরো হয়েছে, যে ক্ষতির হিসাব করা সহজ নয়, যেমন ‘আমাদের হাত ছিল না এমন কারণে ইমেজ (ভাবমূর্তি) সংকট সৃষ্টি’– এ ক্ষতির ক্ষতিপূরণও বিশ্বব্যাংকের কাছে চাওয়া যুক্তিসঙ্গত।

অনুচ্ছেদ ৩

নিজস্ব অর্থায়নেই আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারিঃ কোন উৎস থেকে কত টাকা আহরণ সম্ভব?

পদ্মা সেতু নির্মাণে ৪ বছরে মোট ব্যয় হবে আনুমানিক **২৪ হাজার কোটি টাকা** (যদি সামনের ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু করা যায়; বিলম্ব হলে ব্যয় বাড়বে)। এ ব্যয় হবে মূলত চারটি খাতে– মূল সেতুর নির্মাণব্যয় অ্যাপ্রোচ রোডসহ (১১ হাজার ৫২০ কোটি টাকা, মোট ব্যয়ের ৪৮%), নদী শাসন (৬ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা, মোট ব্যয়ের ২৭.৪%), তদারকির কনসালটেন্সি (৬০০ কোটি টাকা, মোট ব্যয়ের ২.৫%), প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স ও প্রশিক্ষণ (২৪০ কোটি টাকা, মোট ব্যয়ের ১%), সুদ/সেবা চার্জসহ পুনঃঅর্থায়ন (৮১৬ কোটি টাকা, মোট ব্যয়ের ৩.৪%)। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৪০ শতাংশ (৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা) ব্যয় হবে দেশজ মুদ্রায় (টাকার অংকে) আর বাদবাকি ৬০ শতাংশ (১৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা) ব্যয় হবে বৈদেশিক মুদ্রায় (ডলারের অংকে)। অবশ্য মোট ব্যয় কাঠামোর খাতভিত্তিক আনুপাতিক গঠন বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হতে পারে।

অর্থাৎ সামনের ৪ বছরে পদ্মা সেতু নির্মাণে আমাদের আনুমানিক ব্যয় হবে মোট ২৪ হাজার কোটি টাকা। প্রশ্ন হলো, এ অর্থ আমাদের আছে কি না? আমরা নিজস্ব উৎস থেকে এ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারব কি না? প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংকুলান আমরা

করতে পারি কি না? আমার উত্তর হ্যাঁ, অবশ্যই পারি যদি আমরা চাই।

বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত অনুমান-অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সারণি ১-এ প্রদত্ত হিসেবে **সামনের ৪ বছরে** আমরা মোট **৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা** সংগ্রহ করতে সক্ষম, অর্থাৎ **নিজস্ব অর্থায়নে ১টি নয় কমপক্ষে ৪টি পদ্মা সেতু আমরা নির্মাণ করতে সক্ষম**।

উল্লেখ্য, শুধু নিজস্ব অর্থায়ন মানদণ্ডেই নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য মানদণ্ডেও আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী; যা আমাদের নিজস্ব সম্পদে পদ্মা সেতু বিনির্মাণে সহায়ক হবে। যেমন (১) **মানবসম্পদ** (যার অন্তর্ভুক্ত দেশের ১৬ কোটি কর্মঠ মানুষ, প্রবাসে কর্মরত আমাদের ৮০ লাখ মানুষ); (২) জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ সৃজনশীল **মেধাসম্পদ** (দেশের মেধাসম্পন্ন সৎ-দক্ষ-নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিশারদ-পরিকল্পনাবিদ-সেতু নির্মাণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আর বিদেশে অবস্থানরত আমাদের দেশজ মেধা, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণাধীন সর্ববৃহৎ বাঁধের প্রধান প্রকৌশলী একজন বাংলাদেশি ইত্যাদি), (৩) দেশে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত **নির্মাণসামগ্রী শিল্প** (ইস্পাত, রড, সিমেন্ট, বেশকিছু সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)।

আমরা যথেষ্ট মাত্রায় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হলে, নিজস্ব উৎস থেকে অর্থায়নে উচ্চমাত্রায় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি (committed) থাকলে এবং এ প্রক্রিয়ায় গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারলে (যা অবশ্যই সম্ভব) আমার হিসাবকৃত ৪ বছরের মোট অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা ছাড়িয়ে এক লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হওয়া অস্বাভাবিক হবে না। সেক্ষেত্রে শুধু দুটি পদ্মা সেতুই নয়, তার পাশাপাশি সামনের পাঁচ বছরের মধ্যেই অনেক বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে অর্থের অভাব থাকবে না। পাশাপাশি এসবের গুণিতক প্রভাব (multiplier effect) এবং প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect) এমন হতে পারে, যখন দেশের এবং বিদেশের

বিনিয়োগকারীরা মোটামুটি সহনীয় শর্তে এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে অথবা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় বৃহৎ অবকাঠামোতে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন। অর্থাৎ শুরু করাটাই এখন জরুরি।

সারণি ১: পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে নিজস্ব অর্থায়ন উৎস ও সম্ভাব্য পরিমাণ

	উৎস	মুদ্রা: বৈদেশিক/ দেশীয়	৪ বছরে যে পরিমাণ সংগ্রহ/জোগান সম্ভব (কোটি টাকায়)
০১.	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বৈদেশিক	৪,২৭৫
০২.	প্রবাসীদের (৮০ লক্ষ) প্রেরিত অর্থ	বৈদেশিক	
০৩.	পেনশন ফান্ড	দেশজ	৩৪,৯০০
০৪.	দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা	দেশজ	
০৫.	দেশজ বীমা কোম্পানি	দেশজ	
০৬.	প্রবাসে অবস্থানরত (স্থায়ী/অস্থায়ী) বাংলাদেশিদের প্রবাসে সঞ্চিত অর্থের দেশে বিনিয়োগ	বৈদেশিক	৫,০০০
০৭.	দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়	দেশজ	৫,৫০০
০৮.	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং অব্যয়িত অংশ	দেশজ	১৬,০০০
০৯.	তামাকজাত পণ্যের (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, আলাপাতা) ওপর অতিরিক্ত কর	দেশজ	১,৮০০
১০	ব্যক্তিগত আয়কর (যাদের বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা আয়কর দেবার কথা, কিন্তু দেন না)	দেশজ	২৫,০০০
১১	কৃচ্ছ সাধন: বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ; রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় হ্রাস; বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় নিষিদ্ধ	দেশজ	১,০০০
১২	লেভি/সারচার্জ/আইপিও	দেশজ	৫,৩০০
	মোট		**৯৮,৮২৫**

উৎস: লেখক কর্তৃক হিসাবকৃত। যুক্তি, অনুসিদ্ধান্ত ও বিস্তারিত মন্তব্যের জন্য সারণি ২ দেখুন।

আগামী ৪ বছরে মোট ১২টি বৃহৎ উৎস থেকে আমরা মোট ৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম (সারণি ১)। এর মধ্যে ১১টি উৎস নিজস্ব-দেশজ আর মাত্র ১টি উৎস বহিঃস্থ, যার নাম 'প্রবাসে অবস্থানরত (স্থায়ী + অস্থায়ী) বাংলাদেশিদের বিদেশে সঞ্চিত অর্থ, যা আমানতের সুদের হার বেশি হলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হতে পারে' (অবশ্য এ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চসুদ অথবা আয়ে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি থাকতে হবে)। উল্লিখিত ১২টি উৎসের প্রতিটি থেকে প্রাপ্তির সম্ভাবনা ও পরিমাণ নির্ভর করবে বেশকিছু শর্তাবস্থার অথবা সুযোগ-সম্ভাবনার ওপর। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রতিটি উৎস নিয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে বলা প্রয়োজন, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে (বিস্তারিত দেখুন সারণি ২-এ)। উৎসভিত্তিক মূল বিষয় নিম্নরূপ:

উৎস (বৈদেশিক মুদ্রা)– 'বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ' (০১) ও **'প্রবাসীদের (৮০ লাখ) প্রেরিত অর্থ' (০২)**: ০৯ জুলাই ২০১২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১০.৩৯ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৮৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (ঐ তারিখে ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮২.৩০ টাকা)। আমি ধরে নিয়েছি যে ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি মূল্যের সমপরিমাণ রিজার্ভ সংরক্ষণ করা হবে। সেক্ষেত্রে বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের মাত্র ১.২৫ শতাংশ পদ্মা সেতু নির্মাণে 'ডলার অংক' খাতে রাখা যেতে পারে অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ৪ বছরে সংগ্রহ হবে ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা (০.৫২ বিলিয়ন ডলার)। এ অবস্থা বজায় থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এবং রিজার্ভ স্থিতিশীল থাকবে। আহরিত এ অর্থের ওপর ২.৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিলে বার্ষিক মোট সুদ দিতে হবে ১০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক মুদ্রার যে প্রাক্কলন করা হয়েছে, প্রকৃত প্রাপ্তি তার চেয়ে বেশ বেশি হতে পারে। কারণ (১) প্রতিবছর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির প্রবণতার বাস্তবতা, (২) প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হুন্ডির মাধ্যমে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের অর্থের পরিমাণ বছরে কমপক্ষে ১২ বিলিয়ন ডলার। এ বিপুল পরিমাণ হুন্ডির অর্থ অফিসিয়াল চ্যানেলে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে 'বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ' খাত (০১/০২) থেকে পদ্মা সেতুর জন্য বার্ষিক ১.২৫ শতাংশ বরাদ্দ হলে প্রকৃত সম্ভাব্য প্রাপ্তি হতে পারে কমপক্ষে ৬ হাজার কোটি টাকা (যা সারণিতে দেখানো হয়েছে ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা)। হুন্ডি অনুৎসাহিত করে অফিসিয়াল চ্যানেলে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন প্রবাসীদের সিআইপি মর্যাদা প্রদান; অর্থ প্রণোদনা দেয়া অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রচলিত হারের চেয়ে বেশি প্রদান; ভিআইপি সুবিধা প্রদান (বিমান, রেল, এয়ারপোর্ট, সরকারি অনুষ্ঠান ইত্যাদি)। উৎসভিত্তিক আহরণযোগ্য অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন সারণি ২-এ।

উৎস (বৈদেশিক মুদ্রা)– 'প্রবাসে অবস্থানরত (স্থায়ী/অস্থায়ী) বাংলাদেশিদের প্রবাসে সঞ্চিত অর্থ, যা আমানতের সুদের হার বেশি হলে বাংলাদেশ বিনিয়োগ হতে পারে' (০৬): এ খাত থেকে ৪ বছরে সম্ভাব্য আহরণ হতে পারে ৫ হাজার কোটি টাকা, আর বিনিময়ে বার্ষিক সুদ দিতে হবে ৭০০ কোটি টাকা ('টাকা বন্ডে' সুদের হার ১৪%, আর 'ডলার বন্ডে' সুদ হার ১২.৫% ধরে)। বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান হবে বিধায় এ খাতটিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সুদের হার প্রচলিত সুদ হারের চেয়ে ২% বেশি প্রস্তাব করছি; এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত ডলার/টাকা বন্ড ছাড়া যেতে পারে। বিদেশে অবস্থানরত অনেক বাংলাদেশির সাথে সরাসরি কথা বলে আমার এ ধারণা জন্মেছে যে তাদের মধ্যে পদ্মা সেতুর বিষয়টি ইতিমধ্যে যথেষ্ট জাগরণ সৃষ্টি করেছে। এ মর্মে ইতালিতে বসবাসরত

একজন বাংলাদেশির বক্তব্য, যা নিচের বক্সে লেখা হয়েছে– যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য।

> ইতালির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব লোকমান হোসেন জানিয়েছেন যে যদি সরকার সত্যিই নিজ উদ্যোগে পদ্মা সেতু নির্মাণে আগ্রহী হয় এবং মোটামুটি কাঙ্ক্ষিত সুদে "Padma Bridge NRB Financing Cooperative" নামে বাজারে বন্ড ছাড়ে, সেক্ষেত্রে তারা সমগ্র ইউরোপ থেকে ৪ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বিনিয়োগ করবেন। (প্রবন্ধকারের সাথে মুঠোফোনে আলাপ ১৪ জুলাই ২০১২; ইতালির ফোন নং + ৩৯৩২০৯০৫৮৬৩৪)

সারণি ২: পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে দেশজ অর্থায়ন উৎস ও সম্ভাব্য পরিমাণ (কোটি টাকা): হিসাবের যুক্তি ও সংশ্লিষ্ট মন্তব্য

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
০১	বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বৈদেশিক	৮৫,৫০০ (০৯-০৭-২০১২ তারিখের রিজার্ভ মার্কিন ডলার ১০.৩৯ বিলিয়ন এবং প্রতি মার্কিন ডলার ৮২.৩০ টাকা হিসাবে)	১.২৫% (৪ বছরে মোট ৫%)	১। ন্যূনতম তিন মাসের আমদানি মূল্যের সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। ২। প্রতি বছর ১.২৫% হারে বছরে ১০৬৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হলে বৈদেশিক মুদ্রার	৪,২৭৫	২.৫% (ডিভিডেন্ড)	১০০	১। সরকার ইক্যুইটি বিনিয়োগ করতে পারে। ২। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অন্যত্র বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে হারে সুদ পাওয়া যায়, সরকার কর্তৃক বিনিয়োগকৃত টাকার ওপর সেই হারে ডিভিডেন্ড ধার্য করা যেতে পারে, এতে ফান্ড কষ্ট হ্রাস পাবে। ৩। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। ৪। হুন্ডির মাধ্যমে প্রেরিত টাকা অফিসিয়াল চ্যানেলে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়বে। সেক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:
০২	প্রবাসীদের (৮০ লক্ষ) প্রেরিত অর্থ ক) সরকারি তথ্য মার্কিন ডলার ১২ বিলিয়ন খ) মোট হুন্ডিসহ মার্কিন ডলার ২৪ বিলিয়ন	বৈদেশিক							

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					ওপর চাপ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এবং রিজার্ভ স্থিতিশীল থাকবে।				(ক) প্রবাসীদের সিআইপি মর্যাদা প্রদান। (খ) ইনসেনটিভ (বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রচলিত হারের চেয়ে বেশি প্রদান।) (গ) ভিআইপি সুবিধা প্রদান (বিমান, রেল, এয়ারপোর্ট, সরকারি অনুষ্ঠান ইত্যাদি)
০৩	পেনশন ফান্ড	দেশজ	৪৩৬,২৮০ (এপ্রিল/২০১২ ভিত্তিক দেশের মোট ব্যাংক ডিপোজিট। বর্তমানে মোট ব্যাংক ডিপোজিটের ১১.৫০% অর্থাৎ ৫০,০০০ কোটি টাকা অপ্রদর্শিত আয় হিসাবে ধরা হয়েছে)	২.০০% (৪ বছরে মোট ৮ %)	ব্যাংক আমানত থেকে সংস্থান করা যেতে পারে বছরে ৮,৭২৫ কোটি টাকা। বর্তমানে আমানতের প্রবৃদ্ধি গড়ে ন্যূনতম ১৫%। সুতরাং ২% পদ্মা বন্ডে বিনিয়োগ করা হলে অন্যান্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।	৩৪,৯০০	১২%	৪,১৮৮	১। ৮ থেকে ৩০ বছর মেয়াদি বন্ড বিক্রয় করে ৩৪,৯০০ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করা যেতে পারে, যা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ হবে অর্থাৎ ব্যাংকগুলো সরাসরি পদ্মা বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করবে। ২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো পেনশন ফান্ডের অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। সুতরাং এটাও ব্যাংকিং উৎস। সরকারি কর্মচারীদের পেনশন বাজেটে প্রশাসনিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ৩। দেশজ বীমা কোম্পানিগুলো তাদের তহবিল

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
০৪	দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা (ক) সরকারি (খ) (বেসরকারি)	দেশজ							ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে দেশজ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে জমা রাখে। সুতরাং এটাও দেশজ ব্যাংকিং খাতের অর্ন্তভুক্ত। ৪। প্রস্তাবিত বন্ড 'পদ্মা সেতু বন্ড' নামে পরিচিত হবে। ৫। দেশের ৪৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বছরে গড়ে ২০০ কোটি টাকা করে বন্ড ক্রয় করলে ৪ বছরে ৩৭,৬০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে।
০৫	দেশজ বীমা কোম্পানি (ছাড়/বিনিয়োগসম্ভাব্য কত টাকা আছে?)	দেশজ							
০৬	প্রবাসে অবস্থানরত (স্থায়ী/অস্থায়ী) বাংলাদেশিদের প্রবাসে সঞ্চিত অর্থ, যা আমানতের সুদের হার বেশি হলে	বৈদেশিক	৫,০০০ (বার্ষিক রেমিটেন্স প্রাপ্তি মার্কিন ডলার ১২ বিলিয়ন-এর ৫% বা মার্কিন ডলার ০.৬ বিলিয়ন প্রবাসে	২৫%	প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঞ্চিত অর্থ, যা প্রচলিত আমানতের সুদের হার অপেক্ষা বেশি হলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হতে	৫০০০	টাকা বন্ড ১৪% ডলার বন্ড ১২.৫০	৭০০ (টাকা বন্ড হিসেবে)	১। প্রবাসীদের সঞ্চিত টাকা, যা বর্তমানে বিদেশে বিনিয়োগকৃত অবস্থায় আছে, সেই অর্থ দেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে পারলে একদিকে যেমন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রেমিট্যান্স বাড়বে ফলে রিজার্ভ ও আমানত বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তা এই বৃহৎ অবকাঠামোসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে অর্থায়ন সহজ হবে। এ ক্ষেত্রে

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
	বাংলাদেশে বিনিয়োগ হতে পারে		সঞ্চয় বিবেচনা করে এবং প্রতি মার্কিন ডলার ৮২.৩০ টাকা হিসাবে)		পারে				দেশে বিনিয়োগের সুদের হার অবশ্যই প্রবাসে বিনিয়োকৃত অর্থের চেয়ে বেশি হতে হবে। এ কারণে প্রচলিত হার অপেক্ষা ২% বেশি প্রস্তাব করা হয়েছে। ২। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত ডলার/টাকা বন্ড ছাড়া যেতে পারে।
০৭	দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়	দেশজ	৬,০০,০০০ (এই টাকার মধ্যে ৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক আমানত হিসাবে ধরা হয়েছে। সুতরাং অবশিষ্ট ৫,৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে।)	০.২৫% (চার বছরে ১.০০%)	১। অপ্রদর্শিত আয় নামে- বেনামে ব্যাংকে জমা রাখা হয়। ২। অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগে সুযোগ প্রদান করা হলে তা যেমন দেশের উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে, তেমনি তা	৫,৫০০	১২%	৬৬০	১। অপ্রদর্শিত আয়ের আংশিক নামে-বেনামে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকে এবং আংশিক নগদসহ অন্যান্য ফরমে রয়েছে। ২। ইতিপূর্বে অপ্রদর্শিত আয় অর্থাৎ কালো টাকা সাদা করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। ফলে এ খাত থেকে সংগৃহীতব্য তহবিল ৫%-এর স্থলে ১% প্রস্তাব করা যেতে পারে। ৩। ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে অপ্রদর্শিত টাকা থেকে ৫৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					থেকে অর্জিত আয় ট্যাক্সের আওতায় আসার ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে ।				আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ প্রদান করা যেতে পারে: ক) বিনিয়োগকৃত অর্থ উপার্জনের উৎস সম্পর্কে কোনো এজেন্সি কর্তৃক কোনো সময়েই কোনো প্রশ্ন করা হবে না, যা আইনগতভাবে স্বীকৃত থাকবে। খ) ভবিষ্যতে কোনো সময়েই এ বিষয়ে কোনো তদন্ত করা হবে না। ৪। প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ শুধু প্রস্তাবিত পদ্মা বন্ডে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
০৮	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অব্যয়িত অংশ এবং তুলনামূলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিয়ে তা	দেশজ	৪,৯২০ (২০১১-১২ অর্থবছরে) গড়ে ৪০০০	১০০% (৪ বছরে ৪০০%)	২০১১-১২ সালের মূল বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৬,০০০ কোটি টাকা, কিন্তু	১৬,০০০	-	-	১। তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিলে এডিপির অব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। ২। আলোচ্য বার্ষিক গড় ৪০০০ কোটি টাকা অব্যয়িত এডিপি দেশীয় উৎস থেকে বরাদ্দের অংশ হিসেবে ধরা হয়েছে। ৩। প্রকৃতপক্ষে এই খাত থেকে সম্ভাব্য

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
	থেকে প্রাপ্ত অর্থ				সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয় হয়েছে ৪১,০৮০ কোটি টাকা অর্থাৎ অব্যয়িত/অব্যবহৃত রয়েছে ৪,৯২০ কোটি টাকা। এভাবে প্রায় প্রতি বছরই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির একটি অংশ অব্যয়িত থাকে। তা ছাড়া প্রতি বছরই এডিপির আকার বাড়ছে (২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি				আদায়যোগ্য ট্যাক্সের সিংহভাগই ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আসবে।

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					৫৫,০০০ কোটি টাকা)। সুতরাং পূর্বের পারফরম্যান্স বিবেচনায় বর্তমান অর্থবছরেও কিছু বাজেট অব্যবহৃত থাকবে। গড়ে বার্ষিক ৪,০০০ কোটি টাকা অব্যয়িত হিসাবে আগামী ৪ বছরে মোট ১৬,০০০ কোটি টাকার সংস্থান করা যেতে পারে।				
০৯	সিগারেট/বিড়ি /জর্দার ওপর অতিরিক্ত	দেশজ	৯,০০০	৫% (চার বছরে ২০%)	২০১১-২০১২ সালে সিগারেট কোম্পানিগুলো	১,৮০০	-	-	১। এ দেশে তামাকজাত পণ্য ব্যবহারসংশ্লিষ্ট রোগে বছরে ৫৬,০০০ মানুষ মারা যান। অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করা হলে

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
	ট্যাক্স				থেকে সরকার ৯০০০ কোটি টাকা ভ্যাট ও অন্যান্য ট্যাক্স পেয়েছে। বিভিন্ন বিড়ি/ সিগারেটের প্রকারভেদে বর্তমানে ভ্যাট ও অন্যান্য ট্যাক্স হার ৩২% থেকে ৪৭%। ক্ষতিকর পণ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত আরও ৫% হারে ভ্যাট আরোপ করে বছরে আরও ৪৫০ কোটি টাকা বেশি সংস্থান করা				তামাকজাতীয় পণ্যের ব্যবহার একদিকে যেমন কমবে, অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব আয়ও আরও বাড়বে। ২। আবুল বারকাত, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, নিগার নার্গিস এবং অন্যান্য গবেষক সারণি ২ চলমান... omics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh" নামক একটি গবেষণাপত্রে দেখা যায় যে, প্রতি প্যাকেট (১০ স্টিক) সিগারেটের ওপর ৩৪.০০ টাকা হা সারণি ২ চলমান... ৭০%) আরোপ করা হলে ৭ লাখ মানুষ ধূমপান থেকে বিরত থাকবেন, আরও ৭০ লাখ যুবককে ধূমপানে আসক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে, কয়েক হাজার মানুষকে অকাল মৃত্যু থেকে রক্ষা করা যাবে এবং অতিরিক্ত ১,৫১০ কোটি টাকা

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					সম্ভব।				রাজস্বও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
১০	ব্যক্তিগত আয়কর	দেশজ	৫০,০০০	১ম বছর ৫% ৪র্থ বছর ২০%	ব্যক্তিপর্যায়ে বর্তমানে ১.০০ কোটি টাকার ওপর আয়কর দেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৪৬ জন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এর সংখ্যা অনেক বেশি হবে। প্রতি বছর ২৫০০ জন করে এরূপ করদাতা চিহ্নিত করতে পারলে ১০,০০০ জনের কাছ থেকে জনপ্রতি বার্ষিক ১ কোটি টাকা হিসাবে	২৫,০০০	-	-	১। এনবিআর-এর দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সৎ কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। ২। ১.০০ কোটি ও তদূর্ধ্ব অংকের করদাতাদের বর্তমানে প্রদত্ত সুবিধা বৃদ্ধি করে এরূপ নতুন নতুন করদাতা সৃষ্টি সারণি ২ চলমান... ৩। প্রকৃতপক্ষে এই খাত থেকে সম্ভাব্য আদায়যোগ্য ট্যাক্সের সিংহভাগই ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আসবে।

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					৪ বছরে মোট ২৫,০০০ কোটি টাকার সংস্থান করা যেতে পারে (২,৫০০+৫,০০০ +৭,৫০০+১০০০০ = ২৫,০০০)				
১১	কৃচ্ছ সাধন: ক) বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ খ) রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আপ্যায়ন, আলোকসজ্জা, আনুষ্ঠাকিতা ব্যয় হ্রাস গ) সরকারি/	দেশজ	-	-	রাষ্ট্রীয় বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনায় উল্লিখিত খাতে ব্যয় হ্রাস করে খরচ সাশ্রয় করে উদ্বৃত টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যবহার করা যেতে পারে।	১,০০০ (লামসাম)		-	১। উল্লিখিত খাতসমূহসহ নিয়ন্ত্রণযোগ্য অন্যান্য খাতে ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণের ওপর আলোচ্য খাত থেকে অর্থ সংস্থানের বিষয়টি নির্ভরশীল। ২। আলোচ্য খাত থেকে ১০০০ কোটি টাকা সংস্থান করা যাবে মর্মে ধরা হয়েছে।

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
	বেসরকারি সকল পর্যায়ে বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় নিষিদ্ধকরণ								
১২	অন্যান্য ক) লেভি/ সারচার্জ খ) আইপিও	দেশজ	-	-	১। বর্তমানে মোবাইল কলরেট বিভিন্ন অপারেটরভেদে ন্যূনতম ০.২৫ টাকা থেকে ১.০০ টাকা। তাই প্রতি কল থেকে ০.২৫ টাকা লেভি ধার্য করা হলেও খরচ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এবং	(ক) ৪,৩৫০ i) মোবাইল ফোন থেকে-২৫০০ ii) ব্যাংক ডিপোজিটের লভ্যাংশ থেকে-৮৫০ iii) অন্যান্য সেবা থেকে-১০০০ (খ) আইপিও	-	-	১। বিটিআরসির মে/২০১২ ভিত্তিক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে মোবাইল ফোন গ্রাহকসংখ্যা ৯,২১,২০,০০০, যার মধ্যে ৭ কোটি সংযোগ চালু আছে মর্মে ধরা হয়েছে। ২। দৈনিক ন্যূনতম একটি কল হলে প্রতি কল থেকে ০.২৫ টাকা লেভি ধার্য করা হলে ৪ বছরে ২,৫০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে। ৩। দেশের মোট ব্যাংক ডিপোজিট ৪৩৬,২৮০ কোটি টাকার ওপর গড়ে ৫% হারে প্রদেয় সুদের ওপর ১% লেভি/সারচার্জ আরোপ করা হলে ৪ বছরে ৮৫০ কোটি টাকার সংস্থান হবে।

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					গ্রাহকেরাও রাষ্ট্রীয় বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবে। ২। গ্রাহকেরা বর্তমানে তাদের আমানত থেকে প্রাপ্ত সুদের ওপর ১০% উৎসকর প্রদান করছেন। উৎস করের এই হার বহু বছর ধরে একই রয়েছে। বর্তমান হারের সাথে অতিরিক্ত ১%	১০০০			৪। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন স্ট্যাম্প, রেল/বিমান/বাস টিকেট এবং অন্যান্য সেবা থেকে লেভি/সারচার্জের মাধ্যমে আরও ১০০০ কোটি টাকার সংস্থান করা যেতে পারে। ৫। সুদসহ বন্ডমূল্য পরিশাধ না হওয়া পর্যন্ত এই লেভি/সারচার্জ আরোপ অব্যাহত সারণি ২ চলমান... সারণি ২ চলমান...

সারণি ২ চলমান...

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					লেভি আরোপ করা হলে ব্যাংক আমানত এবং আমানতকারীর ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না। ৩। অনুরূপভাবে অন্যান্য সেবার ওপরও সহনীয় পর্যায়ে লেভি আরোপ করা হলে জনগণ রাষ্ট্রীয় বৃহৎ স্বার্থ বিবেচনায় দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তা স্বাভাবিকভাবে				

ক্রম নং	উৎস	মুদ্রা (বৈদেশিক/ দেশজ)	পরিমাণ (যা আছে) (কোটি টাকা)	কত শতাংশ বরাদ্দ করা যায় (প্রতি বছর)	কী যুক্তি	মোট যে পরিমাণ (সম্ভাব্য) পাওয়া যেতে পারে (৪ বছরে) (কোটি টাকা)	সুদের হার/বন্ডে সুদ হার কত হওয়া উচিত	বার্ষিক সুদ কত হবে	বিশেষ মন্তব্য
					গ্রহণ করবে।				
সর্বমোট						৯৮,৮২৫			

উৎস: লেখক কর্তৃক হিসাবকৃত।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)– 'পেনশন ফান্ড' (০৪), 'দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা' (০৪), 'দেশজ বীমা কোম্পানি' (০৫): এপ্রিল ২০১২-ভিত্তিক দেশে মোট ব্যাংক আমানতের (ডিপোজিট) পরিমাণ ৪৩৬ হাজার ২৮০ কোটি টাকা; বর্তমান মোট ব্যাংক ডিপোজিটের ১১.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ হাজার কোটি টাকা অপ্রদর্শিত আয় হিসেবে ধরা হয়েছে। বছরে মোট ব্যাংক ডিপোজিটের ২ শতাংশ পদ্মা সেতুতে বরাদ্দ সম্ভব বলে ধরে নেয়া হয়েছে (অর্থাৎ ৪ বছরে ৮ শতাংশ)। যেহেতু বর্তমানে আমানতের প্রবৃদ্ধি গড়ে ন্যূনতম ১৫ শতাংশ, সেহেতু ২ শতাংশ পদ্মা বন্ডে বিনিয়োগ করা হলে অন্যান্য খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সে হিসেবে ব্যাংক আমানত থেকে পদ্মা সেতুবাবদ বছরে সংস্থান হতে পারে ৮ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪ বছরে ৩৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে পদ্মা বন্ডে ১২ শতাংশ সুদ দিলে বার্ষিক সুদ দিতে হবে ৪ হাজার ১৮৮ কোটি টাকা। দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ৮ থেকে ৩০ বছর মেয়াদি মোট ৩৪ হাজার ৯০০ কোটি টাকার পদ্মা বন্ড ক্রয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ করতে সক্ষম; দেশের ৪৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বছরে গড়ে ২০০ কোটি টাকা করে বন্ড ক্রয় করলে ৪ বছরে ৩৭ হাজার কোটি টাকার সংস্থান হবে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো পেনশন ফান্ডের অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে, আর দেশজ বীমা কোম্পানিগুলো তাদের তহবিল স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) হিসেবে দেশজ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে জমা রাখে– অর্থাৎ উভয়েই ব্যাংকিং খাতের অন্তর্ভুক্ত।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)– 'দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়' (০৭): দেশে মোট অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ আনুমানিক ৬ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ। ধরে নেয়া হয়েছে যে অপ্রদর্শিত এ আয়ের ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে আমানত হিসেবে আছে, আর বাদবাকি সাড়ে ৫ লাখ কোটি টাকা আছে ব্যাংক ব্যবস্থার বাইরে। ধরে নেয়া হয়েছে যে পদ্মা সেতু বন্ডে বিনিয়োগ করা হলে উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না। এ

পদ্ধতিতে আহরণ হতে পারে ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং ১২ শতাংশ সুদে বছরে ৬৬০ কোটি টাকা সুদ প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবটি যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে (তবে নৈতিকতার প্রশ্ন প্রশ্নাতীত নয়!)। বাস্তবতা যদি এ-ই হয় যে দেশে ৬ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা অথবা অপ্রদর্শিত আয় আছে, সেক্ষেত্রে নির্মোহ ভাবনার প্রয়োজন আছে। প্রশ্নটি এভাবেও করা যেতে পারে যে বিদেশি প্রভুর সামনে নতজানু হবেন, নাকি কালো টাকা (প্রয়োজনে তুলনামূলক কঠিন শর্তে) বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করবেন। হতে পারে কোনোটিই করবেন না; এ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনমত যাচাই করা যেতে পারে।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)– 'বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অব্যয়িত অংশ এবং তুলনামূলক স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাদ দিয়ে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ' (০৮): গত অর্থবছরে (২০১১-১২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) মোট ৪৬ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছিল ৪১ হাজার ৮০ কোটি টাকা, অর্থাৎ অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪ হাজার ৯২০ কোটি টাকা। এভাবে প্রায় প্রতিবছরই এডিপির একাংশ অব্যয়িত থাকে, যার মধ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও থাকে; আবার একই সাথে এডিপিতে এমন কিছু প্রকল্পও থাকে, যা স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ অথচ বরাদ্দের বড় অংশই ব্যয় হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ নয় অথচ বরাদ্দ থাকে এবং ব্যয়ও হয়ে যায়, আর সেইসাথে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং ব্যয়ও হয় না– এসব মিলিয়ে গড়ে বছরে কমপক্ষে ৪ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অর্থ 'পদ্মা সেতু' খাতে স্থানান্তর সম্ভব। এ হিসেবে এডিপি থেকে ৪ বছরে মোট ১৬ হাজার কোটি টাকা আহরণ সম্ভব, যার সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপযোগী ব্যবহার হতে পারে পদ্মা সেতুসহ বৃহৎ অবকাঠামো খাতে। উল্লেখ্য, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্প বরাদ্দের প্রায় অর্ধেকই বৈদেশিক ঋণ-অনুদাননির্ভর। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত

নেয়া যৌক্তিক হবে। যেমন যেসব অবকাঠামোসংশ্লিষ্ট প্রকল্প নিজস্ব সম্পদ দিয়ে বাস্তবায়ন সম্ভব তার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ নেয়া উচিত হবে না, আবার যেসব জরুরি অবকাঠামোসংশ্লিষ্ট প্রকল্প বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সহজ শর্তের মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে ইত্যাদি।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)–'তামাকজাত পণ্য– সিগারেট, বিড়ি, জর্দার ওপর অতিরিক্ত কর' রাজস্ব (০৯): আমাদের দেশে স্বাস্থ্যহানিকর তামাকজাত পণ্যের (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুল, আলাপাতা) মূল্য সম্ভবত পৃথিবীর সর্বনিম্ন। তামাকজাত পণ্য ব্যবহারসংশ্লিষ্ট রোগে বাংলাদেশে বছরে ৫৭ হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করেন। গবেষণায় প্রমাণিত যে প্রতি ১০ শলাকার সিগারেট প্যাকেটের খুচরা মূল্য ৩৪ টাকায় উন্নীত করলে (ফলে শুল্ক হার দাঁড়াবে গড় খুচরা মূল্যের ৭০%) ৭০ লাখ মানুষ ধূমপান ছেড়ে দেবেন, প্রায় ৭০ লাখ আগত ধূমপায়ী ধূমপান শুরু করবেন না, সামনের ২০ বছরে ৬০ লাখ ধূমপানজনিত অকালমৃত্যু রোধ হবে এবং একই সাথে সরকারের সিগারেট থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় বাড়বে বছরে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা; আর বিড়ির ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটে ৪.৯৫ টাকা নির্ধারণ করলে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যহানি দূর হবে এবং সরকারের বিড়ি খাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আয় বাড়বে বছরে ৭২০ কোটি টাকা (বিস্তারিত দেখুন: আবুল বারকাত ও অন্যান্য ২০১২, The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh)। যেহেতু আমরা সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ মানুষের বাংলাদেশ চাই এবং একই সাথে পদ্মা সেতু নিজ অর্থায়নেই করতে চাই, সেহেতু আমরা ক্ষতিকর সিগারেট ও বিড়ির ওপর একটু কর বাড়িয়ে বছরে ৪৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আহরণের প্রস্তাব করছি। এ হিসেবে ৪ বছরে আহরিত হবে মোট ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা।

আমার বিবেচনায় উল্লিখিত গবেষণাপত্র আমলে নিলে সিগারেট, বিড়ি, আলাপাতা, জর্দা, গুল– এসব মারাত্মক স্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের ওপর অতিরিক্ত করারোপ করে ৪ বছরে মোট **অতিরিক্ত** রাজস্ব আয় হতে পারে ১০ হাজার কোটি টাকা (বর্তমানে মোট আদায় হয় বছরে ৯ হাজার কোটি টাকা)। এ খাতটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ এ খাত থেকে আহরিত অর্থের ক্ষেত্রে কোনো সুদ প্রযোজ্য নয়।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)– 'ব্যক্তিপর্যায়ে বছরে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ সম্ভাব্য আয়করদাতাদের থেকে কর রাজস্ব বৃদ্ধি' (১০): বাংলাদেশে ব্যক্তিপর্যায়ে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়কর প্রদান করেন মাত্র ৪৬ জন। আসলে এই সংখ্যা হবার কথা কমপক্ষে ৫০ হাজার জন। এ প্রসঙ্গে নিম্নমাত্রার সম্ভাবনা এমন প্রতি বছর ২ হাজার ৫০০ জন করে এরূপ করদাতা শনাক্ত করতে পারলে ১০ হাজার জনের নিকট জনপ্রতি বার্ষিক ১ কোটি টাকা হিসেবে ৪ বছরে মোট ২৫ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করা যেতে পারে (২,৫০০ + ৫,০০০ + ৭,৫০০ + ১০,০০০ = ২৫ হাজার)। এই উৎসের সম্ভাবনা অনেক, যা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে– ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ (NBR)-এর দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সৎ কর্মকর্তা নিয়োগ এবং এ ধরনের বৃহদাঙ্কের করদাতাদের জন্য বিশেষ আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদান। পদ্মা সেতু নির্মাণে নিজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে এই খাতটি উচ্চমাত্রার লাভজনক খাত, কারণ এ খাতে বিনাসুদে বড় অংকের অর্থ আহরণ সম্ভব। অন্যদিকে এ খাত থেকে সম্ভাব্য আদায়যোগ্য কর আয়ের সিংহভাগই আসবে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে, যেখানে ব্যাংকও সংশ্লিষ্ট আমানত বিনিয়োগ করে যে অপারেটিং মুনাফা করবে, তার ৪২ শতাংশ কর হিসাবে সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে।

উৎস (দেশজ মুদ্রা ও বৈদেশিক মুদ্রা)– 'কৃচ্ছ সাধন' (১১): বিষয়টি প্রায়ই স্বতঃসিদ্ধ যে দরিদ্র দেশের অর্থনীতিতে তুলনামূলক অপচয় বেশি (ধনী দেশের অর্থনীতির তুলনায়); যে কারণে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ফলপ্রদতা বৃদ্ধিতে 'কৃচ্ছ সাধন' গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ কথাও সত্য যে, যে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রে মানসকাঠামোর দারিদ্র্য যত প্রকট, সেখানে কৃচ্ছ সাধনের সংস্কৃতি ততই দুর্বল। আর যেখানে দিনবদলের সনদ আর 'রূপকল্প ২০২১' দর্শন জাতিগতভাবে গ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্ব-সম্পদে পদ্মা সেতু বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি, সেখানে যত কঠিনই হোক না কেন কৃচ্ছ সাধনের সংস্কৃতি সৃষ্টি (ও প্রয়োগ) করতেই হবে। এ কৃচ্ছ সাধনের প্রথম-প্রধান লক্ষ্য হবে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধকল্পে কৃচ্ছ সাধন করতে হবে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই; যেমন বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ; সরকারি/ বেসরকারি সকল পর্যায়ে বিলাসবহুল গাড়ি (যানবাহন) ক্রয় নিষিদ্ধকরণ; রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে আপ্যায়ন, আলোকসজ্জা, আনুষ্ঠানিকতা ব্যয় সংকোচন ইত্যাদি। কৃচ্ছ সাধনসংশ্লিষ্ট এসব খাতের ব্যয় হ্রাস করে সাশ্রয়কৃত অর্থ পদ্মা সেতু ফান্ডে দেয়া যেতে পারে। কৃচ্ছ সাধন খাত থেকে মোট ৪ বছরে কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা আহরণ হতে পারে। তবে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ হতে পারে আরো অনেক বেশি– সম্ভাব্য অর্থ-পরিমাণ নির্ভর করছে এসব উপখাতে ব্যয়ের প্রকৃত পরিমাণ এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপখাতের প্রকৃতির ওপর। বিষয়টি নিয়ে একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন, আর অন্যদিকে প্রয়োজন কৃচ্ছ সাধনের সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নজরদারি-মনিটরিংসহ গণপ্রচারণার।

উৎস (দেশজ মুদ্রা)– 'লেভি/সারচার্জ', 'আইপিও' (১২): লেভি, সারচার্জসহ 'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি'র মাধ্যমে বাজারে আইপিও ছেড়ে আগামী ৪ বছরে কমপক্ষে ৫ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা

আহরণ সম্ভব। দেশে বর্তমানে মোট মোবাইল ফোন গ্রাহকসংখ্যা ৯ কোটি ২১ লাখ ২০ হাজার, যার মধ্যে ৭ কোটি সংযোগ চালু আছে (তথ্য উৎস: বিটিআরসি, মে ২০১২-ভিত্তিক রিপোর্ট)। বর্তমানে মোবাইল কলরেট বিভিন্ন অপারেটরভেদে ন্যূনতম ০.২৫ টাকা থেকে ১.০০ টাকা। আমি কলপ্রতি ০.২৫ টাকা লেভি ধার্য করার প্রস্তাব করছি, যা আশা করি জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে। এ হিসেবে দৈনিক ন্যূনতম একটি কল হলে এবং প্রতিকল থেকে ০.২৫ টাকা লেভি ধার্য করা হলে ৪ বছরে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে। এ ছাড়া দেশের মোট ব্যাংক ডিপোজিট (আমানত) ৪৩৬ হাজার ২৮০ কোটি টাকার ওপর গড়ে ৫ শতাংশ হারে প্রদেয় সুদের ওপর ১ শতাংশ লেভি/সারচার্জ আরোপ করা হলে ৪ বছরে আরো ৮৫০ কোটি টাকার সংস্থান হবে। আর সেইসাথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ যেমন স্ট্যাম্প, রেল, বিমান, বাস, নৌযান এবং অন্যান্য সেবা থেকে লেভি/সারচার্জের মাধ্যমে আরো ১ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করা যেতে পারে। উপরন্তু 'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি' গঠন করে আইপিওর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কমপক্ষে ১ হাজার কোটি টাকা উত্তোলন আদৌ কঠিন নয়। আর এসব মিলিয়ে পদ্মা সেতুর জন্য ৪ বছরে কমপক্ষে ৫ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা সংস্থান সম্ভব।

তাহলে পদ্মা সেতুর অর্থায়নসংশ্লিষ্ট নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নিজস্ব অর্থায়নেই আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম। পদ্মা সেতু নির্মাণে আগামী ৪ বছরে ব্যয় হবে ২৪ হাজার কোটি টাকা, আর একই সময়ে মোট ১২টি বড় উৎস থেকে আমরা সংগ্রহ/সংস্থান করতে সক্ষম প্রয়োজনের তুলনায় কমপক্ষে ৪ গুণ বেশি অর্থ, মোট ৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় সংগ্রহসম্ভব অর্থের পরিমাণ ৭৪ হাজার ২২৫ কোটি টাকা বেশি (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত আহরণ)। তবে আমার হিসাবে সংগ্রহসম্ভব

বৈদেশিক মুদ্রায় ঘাটতি হতে পারে– পদ্মা সেতু নির্মাণে ৪ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার অংকে প্রয়োজন হবে ১৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা, অথচ সংস্থান করা সম্ভব হবে ৯ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ৪ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হতে পারে ৫ হাজার ১২৫ কোটি টাকা (নিচের ছক ১ দেখুন)। আসলে একই সাথে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাস্তবে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি থাকবে না, এ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তই হবে। আমার প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ (১) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, (২) প্রবাসীদের প্রেরিত হুন্ডিকৃত অর্থ উত্তরোত্তর অধিক হারে ব্যাংকিং চ্যানেলে আনা, (৩) 'পদ্মা সেতু বন্ড', 'সার্বভৌম বন্ড', 'পদ্মা সেতু আইপিও' ইত্যাদিতে প্রবাসীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলা, (৪) 'টাকার অংকে' যে উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ ৪ বছরে ৭৪ হাজার ২২৫ কোটি টাকাঃ ছক ১ দ্রষ্টব্য) তার উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা (ফলে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়বে), (৫) দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, এবং (৬) প্রকৃত উন্নয়ন সহযোগীদের (যারা ঋণের শর্ত হিসেবে ম্যাক্রোইকনোমিক পলিসিতে হাত দেন না) কাছে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া (অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারসহ অন্যান্য সকল পন্থায়)।

ছক ১ঃ পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থ সংস্থান– দেশজ ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ও আহরণ সম্ভাবনা (৪ বছরে, কোটি টাকায়)

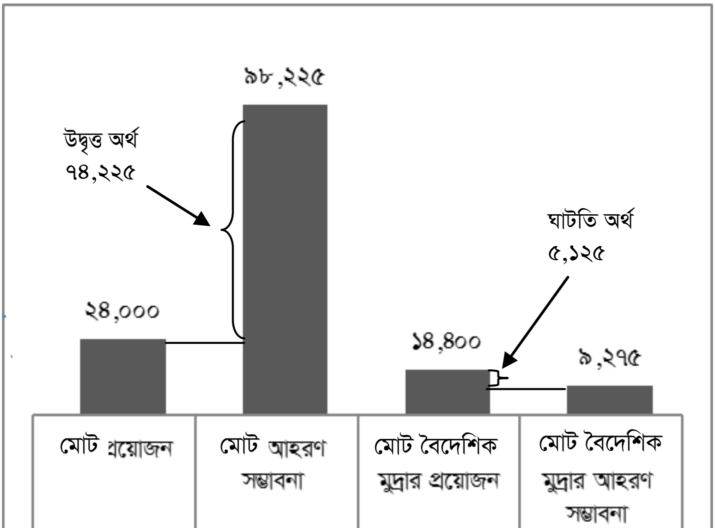

উৎস: লেখককর্তৃক হিসেবকৃত।

অনুচ্ছেদ ৪

পদ্মা সেতু: আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

পদ্মা সেতুর কারিগরি-প্রযুক্তিগত বিষয়াদি নিয়ে কথা বলবেন সংশ্লিষ্ট যোগ্য বিশেষজ্ঞরা। এ তাদেরই কাজ। তবে এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কয়েকটি বিষয় উত্থাপন জরুরি।

প্রথমত, কেউ কেউ বলছেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থ না নিলে সেতুর নির্মাণব্যয় বাড়বে। যুক্তিটা এ রকম যে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতা সংস্থাসমূহের প্রস্তাব অনুযায়ী weighted average cost of capital হবে ২.১৬%, আর আমার প্রস্তাবনায় নিজ অর্থে বানালে weighted average cost of capital হবে ৭.৬৩%। হিসাবটা **আপাতদৃষ্টিতে** ঠিক; কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর এবং বেঠিক। কারণ,

বিশ্বব্যাংক যখন ঋণ দেয়, তখন ঋণের শর্ত হিসেবে জাতীয় অর্থনীতির জন্য প্রতিকূল এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর অনেক অবশ্যপালনীয় ধারা জুড়ে দেয়। যেমন তারা জাতীয় অর্থনীতির ম্যাক্রোইকনোমিক পলিসি– আর্থিক নীতি, মুদ্রানীতি, ভর্তুকি না দেবার নীতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানির দাম বাড়ানোর নীতি ইত্যাদি শর্ত জুড়ে দেয় এবং তা প্রতিপালনে বাধ্য করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এসব শর্তের অর্থমূল্য কত টাকা? তা যদি বিবেচনায় নেয়া হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবে অর্থাৎ দেশীয় নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর weighted average cost of capital যখন ৭.৬৩%, বিশ্বব্যাংকের দ্বারস্থ হলে ঐ weighted average cost of capital প্রকৃতপক্ষে হবে ৫০% (২.১৬% নয়; এ এক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মারপ্যাঁচ)।

দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য cash flow analysis কী হবে? আমার হিসাবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় এখনই বলা সম্ভব– টোল এবং লেভি থেকে সেতু উদ্বোধনের প্রথম বছরে ১ হাজার ৪৪৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা cash flow হবে (ব্রিজ উদ্বোধনের প্রথম বছরে প্রতিদিন যানবাহন থেকে টোল আদায় হবে ১ কোটি ৭ লাখ ৯৯ হাজার টাকা; সারণি ৩ দ্রষ্টব্য); বার্ষিক সুদ এবং আসল বাবদ ২ হাজার ৯৫০ কোটি ৩৩ লাখ টাকা কিস্তি পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ বছরে ১ হাজার ৩৫১ কোটি ৭৬ লাখ টাকার ঘাটতি সংস্থান বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে রাখতে হবে; ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন হবে ৯.৫ শতাংশ (বিস্তারিত দেখুন: পরিশিষ্ট Table B)।

সারণি ৩: পদ্মা সেতুতে সম্ভাব্য যানবাহন চলাচল: সংখ্যা, টোল, মোট আদায় (**প্রথম বছরে প্রতিদিন**)

যানবাহনের ধরন	যানবাহনের সংখ্যা	ট্যারিফ (টাকা)	মোট আয় (লক্ষ টাকায়)
ট্রাক	৩,৩৮৯	১,৯৪৯	৬৬.০৫
বাস	২,৮১২	১,৫৮৩	২৮.৬৮
হালকা যান	১,৬৩৩	৮১২	১৩.২৬
মোট	৭,৮৩৪		১০৭.৯৯

হিসাব পদ্ধতি: জাইকার সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসাবকৃত। ধরে নেয়া হয়েছে যে সেতু উদ্বোধনের দিনে মোট ৭ হাজার ৮৩৪টি যানবাহন সেতু পার হবে। ২০২০ সালে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি হয়ে যানবাহন পারাপারের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রত্যেক দিন প্রায় ২১ হাজার, যে সংখ্যা ২০৩০ সালে প্রতিদিন বেড়ে দাঁড়াবে ৪১ হাজারে, ২০৪০ সালে ৬১ হাজার, আর ২০৫০ সালে ৭৬ হাজার। (বিস্তারিত দেখুন: পরিশিষ্ট Table A)

তৃতীয়ত, পদ্মা সেতুর cash flow, cost-benefit এবং debt servicing (সুদাসল পরিশোধ)-সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিষয়াদির হিসাবপত্তর করেছি, যা পরিশিষ্টে সংযুক্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রশ্নগুলো এমন– ঋণ নিয়ে সেতু নির্মাণ করলে কত বছর ধরে ঋণ সুদাসলে পরিশোধ করতে হবে, বছরে কত টাকা পরিশোধ করতে হবে, সে টাকা কোথা থেকে আসবে, বছরে বেনিফিট কত টাকা আসবে, কোথা থেকে আসবে প্রভৃতি? হিসাবে ধরে নেয়া হয়েছে: (১) মোট ২৪ হাজার কোটি টাকার নির্মাণব্যয়ের মধ্যে লেভি ও সারচার্জ থেকে আসবে ৫ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আসবে ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা (বার্ষিক ডিভিডেন্ড দেয়া হবে ২.৫% হারে), আর বাদবাকি ১৪ হাজার ৩৭৫ কোটি টাকা আসবে বন্ড আকারে (সুদের হার ১২%) (পরিশিষ্ট Table D দ্রষ্টব্য); (২) ঋণের মেয়াদকাল হবে ৩০ বছর (৪ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) অর্থাৎ ৪ বছরে সেতু নির্মাণ শেষ হলে পঞ্চম

বছর থেকে ঋণ (সুদ + আসল) পরিশোধ শুরু হবে; (৩) সেতুর জীবনকাল (project life) হবে ১০০ বছর (প্রকৃতপক্ষে আরো বেশি হতে পারে); (৪) ঋণ পরিশোধে ঘাটতি মেটানো হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির 'পদ্মা সেতু' খাত থেকে এবং যমুনা সেতুর নিট উদ্বৃত্ত অংশ থেকে; (৫) সেতুর আয়ের প্রধান উৎস হবে যানবাহনের ওপর টোল আদায় থেকে।

উল্লিখিত অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমার হিসাবপত্রের ফল নিম্নরূপ: (১) ৩০ বছরের মধ্যেই পদ্মা সেতুর নির্মাণব্যয় উঠে আসবে, (২) (চার বছর নির্মাণকাল পেরুনোর পর) ৫ম বছর থেকে সুদ আসল পরিশোধ করতে হবে বছরে ২ হাজার ৯৫০ কোটি ৩০ লাখ টাকা; এভাবে মোট ২৬ বছর ধরে পরিশোধ করতে হবে, (৩) সেতু নির্মাণকাজ শেষ হবার ১ম বছরে সেতুর প্রাপ্তি হবে ১ হাজার ৪৪৮ কোটি ৫৭ লাখ টাকা (যানবাহন চলাচলের টোলবাবদ ৩৬১ কোটি টাকা আর লেভি/সারচার্জ থেকে ১ হাজার ০৮৭ কোটি টাকা), (প্রথম বছরের) ঘাটতি ১ হাজার ৫০২ কোটি টাকা মেটানো হবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা এবং যমুনা সেতুর নিট উদ্বৃত্তের ১৫০ কোটি টাকা থেকে; ক্রমান্বয়ে এ ঘাটতি কমতে থাকবে; (৪) ১০ম বছরে টোল আদায় থেকে আয় হবে ১ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা (প্রথম বছরের তুলনায় ৫ গুণ বেশি), (৫) ১০ম বছর থেকে আর ঘাটতি থাকবে না, উদ্বৃত্ত হবে অর্থাৎ ১০ম বছর থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পদ্মা সেতুর জন্য আর কোনো বরাদ্দ রাখা দরকার হবে না, (৬) সেতু চালু হবার ৪০তম বছরে নিট ক্যাশ ফ্লো ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে, যা ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে ৬০তম বছরে, ৮০তম বছরে ছাড়িয়ে

যাবে ৮০ হাজার কোটি টাকা, আর ১০০তম বর্ষে ছাড়িয়ে যাবে ২ লাখ কোটি টাকা (এসব হিসেবের জন্য পরিশিষ্ট Table C ও D দেখুন)।

চতুর্থত, অনেকেই বলছেন, পদ্মা সেতুর মোট সম্ভাব্য ব্যয়ের ৭০-৮০ শতাংশই হবে বৈদেশিক মুদ্রায়; এমনও বলছেন যে সেতু নির্মাণের বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আনতে হবে। বিষয়টি কারিগরি-প্রযুক্তিগত। কিন্তু বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে আমি বুঝেছি, এখানেও আমাদের বোকা বানানোর প্রয়াস যথেষ্ট সক্রিয়। বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সারণি ৪-এ আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে সেতু নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (১৮টি ক্ষেত্র দেখানো হয়েছে) যেসব উপাদান-উপকরণ (সিমেন্ট, বালি, পাথর, এমএস রড, এডমিক্সার, শ্রমশক্তি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) প্রয়োজন হবে তার অধিকাংশই আমাদের দেশে পাওয়া যাবে এবং/অথবা দেশে প্রস্তুত করা সম্ভব; তবে বেশকিছু অংশ আমদানি করতে হবে।

সারণি ৪: পদ্মা সেতু নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদান-উপকরণ কী লাগবে: কী আমার আছে, কী নেই, কোন মুদ্রা (দেশীয়-বৈদেশিক) কতটুকু প্রয়োজন হবে

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
নদী শাসন, সংযোগ সড়ক, ভূমি										
০১.	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০%								
০২.	নদী রক্ষা ও বাঁধ	১০০%								
০৩.	পুনর্বাসন	১০০%								
০৪.	সংযোগ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট	১০০%								
মূল সেতু										
০৫.	শিট পাইলিং (সিটু পাইল)	২০%	৮০%							
০৬.	সিটু পাইল	৫০%	৫০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
০৭.	পাইলিং যন্ত্রপাতি	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়

সারণি ৪ চলমান...

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
০৮.	পাইল ক্যাপ কাস্টিং/ পেডেসট্যালস/ভিত	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয় তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
০৯.	আরসিসি কলাম, পেডেসট্যালস, কলাম ক্যাপিট্যালস	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
১০	ক্যান্টিলিভার ব্রিজ, গ্রেডার, স্লাব ইত্যাদি	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
১১	প্রি-স্ট্রেস রড	-	১০০%							
১২	রেইলিং	১০০%								
১৩	স্টিল ফরমিং মেশিন- ক্যান্টিলিভার ব্রিজ কাস্টিং-এর জন্য, সকল আরসিসি কাজ অন্যান্য		১০০%							

সারণি ৪ চলমান...

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
অন্যান্য										
১৪	ইলেকট্রিক পোস্ট, লাইন, তার ইত্যাদি	১০০%								
১৫	ব্রিজের স্থাপত্য ডিজাইন-ড্রয়িং, রেল লাইন, সংযোগ সড়ক, ব্রিজ, নদী রক্ষা, বাঁধ, ইত্যাদি	স্থানীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন								
১৬	রেললাইন, ব্যালাস্ট, নাটবল্টু, পাথর	৫০%	৫০%							
১৭	পরামর্শক	দেশি ও বিদেশি								
১৮	ঠিকাদার	দেশি ও বিদেশি								

উৎস: বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে লেখককর্তৃক প্রস্তুতকৃত।

অনুচ্ছেদ ৫

নিজস্ব অর্থায়নেই হবে আমাদের পদ্মা সেতু: কিছু জরুরি সুপারিশ

১. পদ্মা সেতু এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের দাবি নয়– পদ্মা সেতু এখন এ দেশের আপামর জনগণের দাবি; জন-আকাঙ্ক্ষা। জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুলক্ষণ। আর বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলের পরে এ প্রশ্নে সৃষ্টি হয়েছে অভাবনীয় জাতীয় ঐক্যের এক ঐতিহাসিক সুযোগ। জনগণকে সাথে নিয়ে– জনগণের আত্মশক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজ সম্পদে নিজ অর্থায়নে এ সুযোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. যেহেতু আগামী ৪ বছরে পদ্মা সেতু নির্মাণে ব্যয় হবে আনুমানিক ২৪ হাজার কোটি টাকা আর ৪ বছরে সম্ভাব্য নিজস্ব অর্থ সংস্থান হতে পারে ৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা, সেহেতু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ আর বিলম্ব না করে পরিকল্পিতভাবে এ মুহূর্তেই শুরু করা সম্ভব।

৩. পদ্মা সেতুর অর্থ সংস্থানে প্রস্তাবিত ১৪টি উৎস নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আরো সক্রিয়ভাবে ভাবতে হবে। কারণ উৎসভিত্তিক আহরিত অর্থের পরিমাণ মিক্স-এর সম্ভাব্য অভিঘাত মূল অর্থনীতিতে কী প্রকৃতির হবে, তা জানা দরকার। অর্থ সংস্থানের প্রস্তাবিত ১৪টি উৎস হলো নিম্নরূপ:

(১) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, (২) প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (অফিসিয়াল চ্যানেলে আসা এবং হুন্ডি, (৩) পেনশন ফান্ড, (৪) দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা, (৫) দেশজ বীমা কোম্পানি, (৬) প্রবাসে বাংলাদেশিদের সঞ্চয়, (৭) দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়, (৮) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) অব্যয়িত অর্থ এবং স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প স্থগিত করে তার বরাদ্দ অর্থ, (৯) স্বাস্থ্যহানিকর তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক, (১০) ব্যক্তিপর্যায়ে বছরে ১ কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব আয়করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, (১১) লেভি/সারচার্জ, (১২) আইপিও, (১৩) কৃচ্ছ সাধন, (১৪) অনুদান (সারণি ১ ও ২ দেখুন)।

৪. পদ্মা সেতুর অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে সুদবিহীন উৎসসমূহে জোর দেয়া উচিত। কারণ এ ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের বিপরীতে কোনো সুদ দিতে হবে না (অর্থাৎ সুদের বোঝাহীন খাত)। এসব উৎসের অন্যতম হলো তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক; বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অব্যয়িত অংশ এবং স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ (অথবা তুলনামূলক অপ্রয়োজনীয়) প্রকল্প স্থগিতকরণ বরাদ্দ; ব্যক্তিপর্যায়ে বছরে ১ কোটি টাকার ওপর আয়করদাতা; লেভি; সারচার্জ; কৃচ্ছ; অনুদান। উল্লেখ্য, যে সুদবিহীন এসব উৎস থেকে প্রাক্কলিত আহরণ হবে মোট আহরিত অর্থের ৫০ শতাংশ (৯৮ হাজার ৮২৫ কোটি টাকার মধ্যে ৪৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকা; অর্থাৎ সুদবিহীন উৎস থেকেই দুটি পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব)।

৫. যেহেতু নিজস্ব অর্থায়ন হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রয়াসের অংশ হিসাবে করণীয় বিষয়াদি হতে পারে নিম্নরূপ: বৈদেশিক

মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা; প্রবাসীদের প্রেরিত হুন্ডিকৃত অর্থ উত্তরোত্তর অধিক হারে ব্যাংকিং চ্যানেলে আনা; ‘পদ্মা সেতু বন্ড’, ‘সার্বভৌম বন্ড’, ‘পদ্মা সেতু আইপিও’ ইত্যাদিতে প্রবাসী-বিদেশিদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা; ‘টাকার অংকে’র উদ্বৃত্ত অর্থ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা; অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারসহ দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করা এবং ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অনুদান নেয়া। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ‘Friends of Padma Bridge, Bangladesh’ চেতনায় সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে (এ বিষয়ে ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঙালিরা আগ্রহ দেখিয়েছেন)।

৬. যেহেতু পদ্মা সেতু নির্মাণে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, সেহেতু স্বল্প মেয়াদে ১২%-১৩% সুদে পরিশোধযোগ্য ঋণ যথাসাধ্য পরিহার করা ঠিক হবে। তাই বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে আমি মনে করি, দীর্ঘমেয়াদি (৮ বছর থেকে ৩০ বছর মেয়াদি) বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহে প্রাধান্য দিতে হবে। এ বন্ডের নাম হতে পারে ‘পদ্মা সেতু বন্ড’। এই বন্ড হতে পারে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়। এমনও হতে পারে যে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ সহজ নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একই সাথে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে তা সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে: (ক) বন্ডের মেয়াদ হবে ৮ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত; (খ) সুদের হার হতে হবে প্রতিযোগিতামূলক (ন্যূনতম ১২%), (গ) প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানিকে

বাধ্যতামূলকভাবে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শতাংশ) এই বন্ডে বিনিয়োগ করতে হবে যা SLR হিসেবে বিবেচনা করা হবে, (ঘ) ব্যক্তিপর্যায়ে এই বন্ডে বিনিয়োগ করলে অর্থের উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না, (ঙ) প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব থেকে সংগৃহীত আয়ের নির্দিষ্ট অংশ (শতাংশ) এই বন্ডের সুদ পরিশোধের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে (সেতু থেকে অর্জিত টোলের অতিরিক্ত)।

৭. 'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি' গঠন করে তাদের মাধ্যমে বাজারে আইপিও ছাড়া যেতে পারে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, সেতু বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে জরুরি ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনা করে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

৮. দেশে পদ্মা সেতুসহ বৃহৎ অবকাঠামোর জন্য নির্মাণসামগ্রী (যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল) উৎপাদন শিল্প স্থাপন বিষয়ে ভাবা জরুরি। কারণ, পদ্মা সেতুসহ ভবিষ্যতে অন্যান্য সেতু, বাঁধ, ডাইক, নদী খনন, ভারী যানবাহন চলাচল উপযোগী রাস্তা আমাদের নিজেদেরই নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নির্মাণশিল্প স্থাপনসহ দেশে-বিদেশে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের (প্রযুক্তিবিদ, স্থাপত্য-ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা প্রণয়নবিদ, সেতু-রাস্তা নির্মাণপ্রকৌশলী, নদী শাসন বিশেষজ্ঞ, বিদ্যুৎ-মেকানিক্যাল প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, অর্থনীতিবিদ, হিসাব বিশারদ, অর্থায়ন বিশারদ ইত্যাদি) হালনাগাদ বিস্তারিত তালিকা (inventory) প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে এ সকল বিশেষজ্ঞের

মতামত গ্রহণের জন্য গুরুত্বের সাথে ওয়েবসাইট চালু রাখা জরুরি। ওয়েবসাইটটি হতে হবে জীবন্ত-রিয়েলটাইমভিত্তিক।

৯. পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন কার্যক্রম দ্রুত ও পরিকল্পিতভাবে করার লক্ষ্যে তিনটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবিত প্রথম কমিটি হবে 'অর্থায়ন কমিটি বা অর্থ সংস্থান কমিটি' (Financing Committee), দ্বিতীয় কমিটি হবে 'কারিগরি-প্রযুক্তি কমিটি' (Technico-Engineering Committee) এবং তৃতীয় কমিটি হবে 'ইন্টিগ্রিটি কমিটি' (Integrity Committee)। ইন্টিগ্রিটি কমিটি হবে সর্বোচ্চ কমিটি এবং জাতীয় গুরুত্বের কারণে এ কমিটির প্রধান হিসাবে থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী; অর্থায়ন বা অর্থ সংস্থান কমিটির প্রধান কাজ হবে প্রস্তাবিত বিভিন্ন উৎস থেকে পদ্মা সেতুর জন্য অর্থ সংস্থানসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী দিকনির্দেশনা প্রদান করা; আর কারিগরি-প্রযুক্তি কমিটির প্রধান কাজ হবে সংশ্লিষ্ট সকল কারিগরি-প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান। এসব কমিটিতে থাকবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ, উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত ব্যক্তিবর্গ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ইত্যাদি। কমিটিত্রয়ের যোগসূত্র হবে নিম্নরূপ:

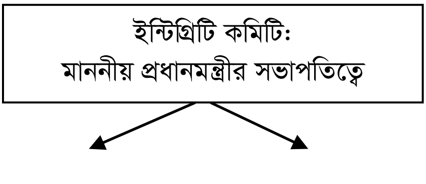

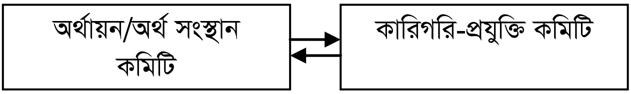

১০. বিশ্বব্যাংকের গাফিলতির কারণে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ ১৮ মাস পিছিয়ে গেল– ফলে আমরা ১৮ মাসের টোল আদায় থেকে বঞ্চিত হলাম, নির্মাণব্যয় বেড়ে গেল, অর্থনৈতিক সুফল থেকে এ সময়ের জন্য আমরা বঞ্চিত হলাম এবং সর্বোপরি কিছুটা হলেও দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলো। এসবের দায় আমাদের নয়– বিশ্বব্যাংকের। সুতরাং ক্ষতিপূরণ চাওয়াটা আমাদের ন্যায় অধিকার। আমি প্রস্তাব করছি, অন্তত ১৮ মাসের টোল আদায় থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে যে প্রায় ৫৮৪ কোটি টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি হলো বিশ্বব্যাংককে সে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষতির দায় স্বীকার করতে হবে (আশা করি বিশ্বব্যাংক এই ভদ্র আচরণটি করবে)।

১১. পদ্মা সেতু এখন বাংলাদেশের জনগণের স্বপ্ন– যে স্বপ্ন পূরণে এ দেশের প্রতিটি মানুষ (গুটিকয়েক স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানী রাজনীতিক ব্যতীত) অংশগ্রহণে স্বতঃস্ফূর্ত। পদ্মা সেতু বিষয়ে জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এখন বাস্তবতা। সমগ্র প্রক্রিয়ায় সমাজের সকল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও জাতীয় ঐক্য সুসংহত করতে আমার প্রস্তাব হলো– ব্যাপক প্রচারণামূলক কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবেই সংগঠিত করা। প্রচারের বিষয় হবে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য নিয়মিত জনগণকে অবহিত করা, প্রত্যেক স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী প্রতিপক্ষের অপপ্রচারের কারণ-পরিণাম সম্পর্কে জনগণকে জানানো, জনস্বতঃস্ফূর্ততা প্রচার করা ইত্যাদি। এ

প্রক্রিয়ায় অন্যান্য মাধ্যমসহ বাঙালির শ্বাশত লোকজ সংস্কৃতিমাধ্যম ব্যবহার করে গ্রামগঞ্জে, হাটবাজারে, শহরে-উপশহরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, জনসমাগম স্থানে পরিকল্পিত প্রচার অব্যাহত রাখা। এসবে মূল বক্তব্য হোক– ‘নিজের অর্থে পদ্মা সেতু– আমরাই পারি।’ পদ্মা সেতু হোক ‘উন্নয়ন আন্দোলনের’ (development as movement) বিশ্বনন্দিত ‘Made in Bangladesh’ মডেল।

পরিশিষ্ট

Table A : Traffic Forecast of Padma Bridge by the Design Consultants (AADT) and Growth Rates

Year	Truck	Bus	Light	Total
2014	3,389	2,812	1,633	**7,834**
2015	3,988	3,227	1,973	**9,188**
2016	4,692	3,702	2,384	**10,778**
2017	5,521	4,248	2,881	**12,650**
2018	6,496	4,874	3,481	**14,851**
2019	7,644	5,592	4,206	**17,442**
2020	8,994	6,416	5,081	**20,491**
2024	12,568	8,722	7,273	**28,563**
2025	13,664	9,418	7,955	**31,037**
2030	17,773	10,361	12,712	**40,846**
2035	21,882	11,303	17,468	**50,653**
2040	25,991	12,245	22,225	**60,461**
2044	29,278	12,999	26,030	**68,307**
2048	32,565	13,753	29,835	**76,153**
2050	32,565	13,753	29,835	**76,153**

40% Increase now in Jamuna Bridge Toll and 45% before opening of Padma Bridge (103% above current)

	Jamuna Bridge				Padma Bridge			
	Truck	**Bus**	**Car**	**MC**	**Truck**	**Bus**	**Car**	**MC**
Revised 2010/11	1,344	1,092	560	42				
Before opening of Padma (2014-15)	1,949	1,583	812	61	1,949	1,583	812	44
2020	1,949	1,583	812	61	1,949	1,583	812	44

MC=Motor Cycle

Table B: Internal Rate of Retutn (IRR) of Padma Bridge

Internal Rate of Return (IRR)			**In BDT Crore**
Year	Cost	Benefit	Net Cash Flow
1	6,000	0	-6,000.00
2	6,000	0	-6,000.00
3	6,000	0	-6,000.00
4	6,000	0	-6,000.00
5		361.57	361.57
6		422.90	422.90
7		494.67	494.67
8		578.87	578.87
9		677.52	677.52
10		793.23	793.23
11		928.90	928.90
12		1,290.86	1,290.86
13		1,401.58	1,401.58
14		1,791.80	1,791.80
15		2,181.96	2,181.96
16		2,572.14	2,572.14
17		2,884.28	2,884.28
18		3,196.41	3,196.41
19		3,196.41	3,196.41
20		3,356.23	3,356.23
21		3,524.05	3,524.05
22		3,700.25	3,700.25
23		3,885.26	3,885.26
24		4,079.52	4,079.52
25		4,283.50	4,283.50
26		4,497.67	4,497.67
27		4,722.56	4,722.56

Table B চলমান...

Internal Rate of Return (IRR)			**In BDT Crore**
Year	Cost	Benefit	Net Cash Flow
28		4,958.69	4,958.69
29		5,206.62	5,206.62
30		5,466.95	5,466.95
31		5,740.30	5,740.30
32		6,027.31	6,027.31
33		6,328.68	6,328.68
34		6,645.11	6,645.11
35		6,977.37	6,977.37
36		7,326.24	7,326.24
37		7,692.55	7,692.55
38		8,077.18	8,077.18
39		8,481.04	8,481.04
40		8,905.09	8,905.09
41		9,350.34	9,350.34
42		9,817.86	9,817.86
43		10,308.75	10,308.75
44		10,824.19	10,824.19
45		11,365.40	11,365.40
46		11,933.67	11,933.67
47		12,530.35	12,530.35
48		13,156.87	13,156.87
49		13,814.71	13,814.71
50		14,505.45	14,505.45
51		15,230.72	15,230.72
52		15,992.26	15,992.26
53		16,791.87	16,791.87
54		17,631.46	17,631.46
55		18,513.04	18,513.04

Table B চলমান...

Internal Rate of Return (IRR)			In BDT Crore
Year	Cost	Benefit	Net Cash Flow
56		19,438.69	19,438.69
57		20,410.62	20,410.62
58		21,431.15	21,431.15
59		22,502.71	22,502.71
60		23,627.85	23,627.85
61		24,809.24	24,809.24
62		26,049.70	26,049.70
63		27,352.19	27,352.19
64		28,719.80	28,719.80
65		30,155.79	30,155.79
66		31,663.58	31,663.58
67		33,246.76	33,246.76
68		34,909.09	34,909.09
69		36,654.55	36,654.55
70		38,487.27	38,487.27
71		40,411.64	40,411.64
72		42,432.22	42,432.22
73		44,553.83	44,553.83
74		46,781.52	46,781.52
75		49,120.60	49,120.60
76		51,576.63	51,576.63
77		54,155.46	54,155.46
78		56,863.23	56,863.23
79		59,706.40	59,706.40
80		62,691.72	62,691.72
81		65,826.30	65,826.30
82		69,117.62	69,117.62
83		72,573.50	72,573.50

Table B চলমান...

Internal Rate of Return (IRR)			**In BDT Crore**
Year	Cost	Benefit	Net Cash Flow
84		76,202.17	76,202.17
85		80,012.28	80,012.28
86		84,012.89	84,012.89
87		88,213.54	88,213.54
88		92,624.22	92,624.22
89		97,255.43	97,255.43
90		102,118.20	102,118.20
91		107,224.11	107,224.11
92		112,585.31	112,585.31
93		118,214.58	118,214.58
94		124,125.31	124,125.31
95		130,331.57	130,331.57
96		136,848.15	136,848.15
97		143,690.56	143,690.56
98		150,875.09	150,875.09
99		158,418.84	158,418.84
100		166,339.78	166,339.78
101		174,656.77	174,656.77
102		183,389.61	183,389.61
103		192,559.09	192,559.09
104		202,187.05	202,187.05
IRR=	**9.50%**		

Assumptions:

1. The operating life of the project has been assumed 100 years.
2. No major replacement.
3. Salvage value: 0

Table C: Cash Flow from Padma Bridge Toll

Cash Flow from Padma Bridge Toll				In BDT
Year	**Truck**	**Bus**	**Light**	**Total**
1				
2				
3				
4				
5	1,928,707,012	1,299,807,632	387,190,832	3,615,705,476
6	2,269,602,704	1,491,635,572	467,806,192	4,229,044,468
7	2,670,254,736	1,711,197,672	565,255,936	4,946,708,344
8	3,142,045,268	1,963,578,528	683,096,624	5,788,720,420
9	3,696,925,568	2,252,938,264	825,359,024	6,775,222,856
10	4,350,261,552	2,584,823,712	997,259,424	7,932,344,688
11	5,118,557,352	2,965,706,176	1,204,725,424	9,288,988,952
12	7,152,549,344	4,031,622,392	1,724,457,392	12,908,629,128
13	7,776,291,712	4,353,338,648	1,886,162,320	14,015,792,680
14	10,114,756,484	4,789,227,196	3,014,066,048	17,918,049,728
15	12,453,221,256	5,224,653,508	4,141,732,672	21,819,607,436
16	14,791,686,028	5,660,079,820	5,269,636,400	25,721,402,248
17	16,662,344,024	6,008,605,764	6,171,817,120	28,842,766,908
18	18,533,002,020	6,357,131,708	7,073,997,840	31,964,131,568
19	18,533,002,020	6,357,131,708	7,073,997,840	31,964,131,568
20	19,459,652,121	6,674,988,293	7,427,697,732	33,562,338,146
21	20,432,634,727	7,008,737,708	7,799,082,619	35,240,455,054
22	21,454,266,463	7,359,174,593	8,189,036,750	37,002,477,806
23	22,526,979,787	7,727,133,323	8,598,488,587	38,852,601,697

Table C চলমান...

Cash Flow from Padma Bridge Toll				In BDT
Year	**Truck**	**Bus**	**Light**	**Total**
24	23,653,328,776	8,113,489,989	9,028,413,016	40,795,231,782
25	24,835,995,215	8,519,164,489	9,479,833,667	42,834,993,371
26	26,077,794,975	8,945,122,713	9,953,825,351	44,976,743,039
27	27,381,684,724	9,392,378,849	10,451,516,618	47,225,580,191
28	28,750,768,960	9,861,997,791	10,974,092,449	49,586,859,201
29	30,188,307,408	10,355,097,681	11,522,797,071	52,066,202,161
30	31,697,722,779	10,872,852,565	12,098,936,925	54,669,512,269
31	33,282,608,918	11,416,495,193	12,703,883,771	57,402,987,882
32	34,946,739,364	11,987,319,953	13,339,077,960	60,273,137,276
33	36,694,076,332	12,586,685,950	14,006,031,858	63,286,794,140
34	38,528,780,148	13,216,020,248	14,706,333,451	66,451,133,847
35	40,455,219,156	13,876,821,260	15,441,650,123	69,773,690,539
36	42,477,980,114	14,570,662,323	16,213,732,629	73,262,375,066
37	44,601,879,119	15,299,195,440	17,024,419,261	76,925,493,820
38	46,831,973,075	16,064,155,212	17,875,640,224	80,771,768,511
39	49,173,571,729	16,867,362,972	18,769,422,235	84,810,356,936
40	51,632,250,316	17,710,731,121	19,707,893,347	89,050,874,783
41	54,213,862,831	18,596,267,677	20,693,288,014	93,503,418,522
42	56,924,555,973	19,526,081,061	21,727,952,415	98,178,589,448
43	59,770,783,772	20,502,385,114	22,814,350,036	103,087,518,921
44	62,759,322,960	21,527,504,369	23,955,067,537	108,241,894,867
45	65,897,289,108	22,603,879,588	25,152,820,914	113,653,989,610
46	69,192,153,564	23,734,073,567	26,410,461,960	119,336,689,091
47	72,651,761,242	24,920,777,246	27,730,985,058	125,303,523,545
48	76,284,349,304	26,166,816,108	29,117,534,311	131,568,699,723

Table C চলমান...

Cash Flow from Padma Bridge Toll				In BDT
Year	**Truck**	**Bus**	**Light**	**Total**
49	80,098,566,769	27,475,156,913	30,573,411,026	138,147,134,709
50	84,103,495,107	28,848,914,759	32,102,081,578	145,054,491,444
51	88,308,669,863	30,291,360,497	33,707,185,657	152,307,216,016
52	92,724,103,356	31,805,928,522	35,392,544,939	159,922,576,817
53	97,360,308,524	33,396,224,948	37,162,172,186	167,918,705,658
54	102,228,323,950	35,066,036,195	39,020,280,796	176,314,640,941
55	107,339,740,147	36,819,338,005	40,971,294,836	185,130,372,988
56	112,706,727,155	38,660,304,905	43,019,859,577	194,386,891,637
57	118,342,063,513	40,593,320,150	45,170,852,556	204,106,236,219
58	124,259,166,688	42,622,986,158	47,429,395,184	214,311,548,030
59	130,472,125,023	44,754,135,466	49,800,864,943	225,027,125,432
60	136,995,731,274	46,991,842,239	52,290,908,190	236,278,481,703
61	143,845,517,837	49,341,434,351	54,905,453,600	248,092,405,788
62	151,037,793,729	51,808,506,069	57,650,726,280	260,497,026,078
63	158,589,683,416	54,398,931,372	60,533,262,594	273,521,877,382
64	166,519,167,587	57,118,877,941	63,559,925,724	287,197,971,251
65	174,845,125,966	59,974,821,838	66,737,922,010	301,557,869,813
66	183,587,382,264	62,973,562,930	70,074,818,110	316,635,763,304
67	192,766,751,377	66,122,241,076	73,578,559,016	332,467,551,469
68	202,405,088,946	69,428,353,130	77,257,486,967	349,090,929,043
69	212,525,343,394	72,899,770,786	81,120,361,315	366,545,475,495
70	223,151,610,563	76,544,759,326	85,176,379,381	384,872,749,269
71	234,309,191,091	80,371,997,292	89,435,198,350	404,116,386,733
72	246,024,650,646	84,390,597,157	93,906,958,267	424,322,206,070
73	258,325,883,178	88,610,127,014	98,602,306,180	445,538,316,373

Table C চলমান...

Cash Flow from Padma Bridge Toll				In BDT
Year	Truck	Bus	Light	Total
74	271,242,177,337	93,040,633,365	103,532,421,489	467,815,232,192
75	284,804,286,204	97,692,665,033	108,709,042,564	491,205,993,801
76	299,044,500,514	102,577,298,285	114,144,494,692	515,766,293,491
77	313,996,725,540	107,706,163,199	119,851,719,427	541,554,608,166
78	329,696,561,817	113,091,471,359	125,844,305,398	568,632,338,574
79	346,181,389,908	118,746,044,927	132,136,520,668	597,063,955,503
80	363,490,459,403	124,683,347,174	138,743,346,701	626,917,153,278
81	381,664,982,373	130,917,514,532	145,680,514,036	658,263,010,942
82	400,748,231,492	137,463,390,259	152,964,539,738	691,176,161,489
83	420,785,643,067	144,336,559,772	160,612,766,725	725,734,969,563
84	441,824,925,220	151,553,387,760	168,643,405,061	762,021,718,042
85	463,916,171,481	159,131,057,148	177,075,575,315	800,122,803,944
86	487,111,980,055	167,087,610,006	185,929,354,080	840,128,944,141
87	511,467,579,058	175,441,990,506	195,225,821,784	882,135,391,348
88	537,040,958,011	184,214,090,031	204,987,112,873	926,242,160,915
89	563,893,005,911	193,424,794,533	215,236,468,517	972,554,268,961
90	592,087,656,207	203,096,034,260	225,998,291,943	1,021,181,982,409
91	621,692,039,017	213,250,835,973	237,298,206,540	1,072,241,081,530
92	652,776,640,968	223,913,377,771	249,163,116,867	1,125,853,135,606
93	685,415,473,016	235,109,046,660	261,621,272,711	1,182,145,792,386
94	719,686,246,667	246,864,498,993	274,702,336,346	1,241,253,082,006
95	755,670,559,000	259,207,723,942	288,437,453,163	1,303,315,736,106
96	793,454,086,950	272,168,110,139	302,859,325,822	1,368,481,522,911
97	833,126,791,298	285,776,515,646	318,002,292,113	1,436,905,599,057
98	874,783,130,863	300,065,341,429	333,902,406,718	1,508,750,879,010

Table C চলমান...

Cash Flow from Padma Bridge Toll				In BDT
Year	**Truck**	**Bus**	**Light**	**Total**
99	918,522,287,406	315,068,608,500	350,597,527,054	1,584,188,422,960
100	964,448,401,776	330,822,038,925	368,127,403,407	1,663,397,844,108
101	1,012,670,821,865	347,363,140,871	386,533,773,577	1,746,567,736,314
102	1,063,304,362,958	364,731,297,915	405,860,462,256	1,833,896,123,129
103	1,116,469,581,106	382,967,862,811	426,153,485,369	1,925,590,929,286
104	1,172,293,060,161	402,116,255,951	447,461,159,637	2,021,870,475,750

Assumptions:

1. If Cash flow from Jamuna Bridge is included in the Cash flow (Cash flow generated by Bangladesh Bridge Authority, BBA, who in addition to Jamuna Bridge, will also have complete control and responsibility over Padma Bridge), the IRR will be 9.50% considering 30 year life as shown in Table B.
2. Ecoomic Internal Rate of Return (EIRR) of the project is 19% (World Bank Study)
3. If Cost of the project is increased by 90% and Traffic flow is decreased by 10%, EIRR only reduced by 1.5%
4. 20% maintenance cost.

Table D: Cash Flow and Debt Servicing Position of Padma Bridge

Assumptions:

1. Revenue of BBA (Bangladesh Bridge Authority) was considered for Debt Repayment.
2. Loan Tenure: 30 years (including Grace Period of 4 Years).
3. Simple Interest rate was considered.

Figures in BDT Crore

Source	BDT Crore	Interest Rate (%)	Interest Amount/ Year	Interest Amount after 4 Years	Capi-talized Principal	Ins-tallment Payment
Levy + Surcharge	5,350.00	0	0	0	5,350.00	
BB Reserve	4,275.00	2.50%	106.875	427.5	4,702.50	255.33
Bond	14,375.00	12%	1,725.00	6900	21,275.00	2,695.00
TOTAL	**24,000.00**		**1,831.88**	**7,327.50**	**31,327.50**	**2,950.33**

Weighted Average Cost of Capital 7.63%

Table D চলমান...

			5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th
1	**Yearly Fund Needed for Debt Servicing**		**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**
2	Net from Traffic Flow of Padma Bridge		361.57	422.90	494.67	578.87	677.52	793.23	928.90	1,290.86	1,401.58
3	Levy		1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00
4	**Total inflow**	*(2+3)*	**1,448.57**	**1,509.90**	**1,581.67**	**1,665.87**	**1,764.52**	**1,880.23**	**2,015.90**	**2,377.86**	**2,488.58**
5	**Surplus/Shortfall**	*(4-1)*	**(1,501.76)**	**(1,440.43)**	**(1,368.66)**	**(1,284.46)**	**(1,185.81)**	**(1,070.10)**	**(934.43)**	**(572.47)**	**(461.75)**
6	Add Net Surplus from Jamuna Bridge		150.00	157.50	165.38	173.64	182.33	191.44	**201.01**	211.07	221.62
7	**Net Surplus/Shortfall**		**(1,351.76)**	**(1,282.93)**	**(1,203.28)**	**(1,110.81)**	**(1,003.48)**	**(878.65)**	**(733.42)**	**(361.40)**	**(240.13)**
8	**To meet up this shortfall, allocation needed from ADP Budget**		**1,351.76**								

Cash flow Shows: **After 10th year, allocation from ADP will not be needed for debt servicing**

Table D চলমান...

			14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd
1	**Yearly Fund Needed for Debt Servicing**		**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**
2	Net from Traffic Flow of Padma Bridge		1,791.80	2,181.96	2,572.14	2,884.28	3,196.41	3,196.41	3,356.23	3,524.05	3,700.25
3	Levy		1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00
4	**Total inflow**	*(2+3)*	**2,878.80**	**3,268.96**	**3,659.14**	**3,971.28**	**4,283.41**	**4,283.41**	**4,443.23**	**4,611.05**	**4,787.25**
5	**Surplus/Shortfall**	*(4-1)*	**(71.53)**	**318.63**	**708.81**	**1,020.95**	**1,333.08**	**1,333.08**	**1,492.90**	**1,660.72**	**1,836.92**
6	Add Net Surplus from Jamuna Bridge		232.70	244.33	256.55	269.38	282.85	296.99	311.84	327.43	343.80
7	**Net Surplus/Shortfall**		**161.17**	**562.96**	**965.36**	**1,290.33**	**1,615.93**	**1,630.07**	**1,804.74**	**1,988.15**	**2,180.72**

Table D চলমান...

			23rd	24th	25th	26th	27th	28th	29th	30th
1	**Yearly Fund Needed for Debt Servicing**		**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**
2	Net from Traffic Flow of Padma Bridge		3,885.26	4,079.52	4,283.50	4,497.67	4,722.56	4,958.69	5,206.62	5,466.95
3	Levy		1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00
4	**Total inflow**	*(2+3)*	**4,972.26**	**5,166.52**	**5,370.50**	**5,584.67**	**5,809.56**	**6,045.69**	**6,293.62**	**6,553.95**
5	**Surplus/Shortfall**	*(4-1)*	**2,021.93**	**2,216.19**	**2,420.17**	**2,634.34**	**2,859.23**	**3,095.36**	**3,343.29**	**3,603.62**
6	Add Net Surplus from Jamuna Bridge		360.99	379.04	397.99	417.89	438.79	460.73	483.76	507.95
7	**Net Surplus/Shortfall**		**2,382.92**	**2,595.24**	**2,818.16**	**3,052.24**	**3,298.02**	**3,556.08**	**3,827.06**	**4,111.57**

From Cash flow it is observed:

a) that after 10th year, allocation from ADP will not be needed for debt servicing;
b) that after 16th year, levy & surcharge will not be needed for debt servicing

চিত্র ১: নির্মিতব্য পদ্মা সেতুর সর্বশেষ অবস্থা (ফেব্রুয়ারি ২০২১)

সূত্রঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি ২০২১, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অনুচ্ছেদ ৬

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে কারা, কখন, কেন, কোন যুক্তিতে বিরোধিতা করেছিলেনঃ দ্বিতীয় সংস্করণে কিছু স্মরণযোগ্য-সমাপ্তিকথন

বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প নিজের টাকায় বাস্তবায়ন সম্ভব কি না– এ নিয়ে আমার স্বপ্রণোদিত গবেষণাকাজের শুরুটা হয় ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে। শুরুতে আমার গবেষণার বিষয় এটা ছিল না যে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না? শুরুটা ছিল অনুসন্ধানমূলক যে আসলে পদ্মা সেতু নির্মাণে কী কী প্রয়োজন এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে; আর এসব পেতে অন্যের দ্বারস্থ না হয়ে সম্ভব কি-না? এবং অন্যের দ্বারস্থ হলেও তা কেন, কতটুকু এবং কোন শর্তে?

'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ' নিয়ে আমার অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট ছিল এ রকম: ওয়ান-ইলেভেনের সেনাশাসনের আওতায় ২০০৮-এর ডিসেম্বরে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক জোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে; নির্বাচনী ফলাফলে প্রতিফলন ঘটে একদিকে পূর্বতন রাজনৈতিক সরকারের প্রতি জনগণের নিরঙ্কুশ অনাস্থা এবং সেনাশাসনের প্রতি অবিশ্বাস-অনাগ্রহ, আর অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের

সনদ’-এ প্রতিশ্রুত জনকল্যাণ-উদ্দিষ্ট বিষয়াদির প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আগ্রহ। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ২০০৯-১৩ শাসনামলে এমন কিছু কর্মকাণ্ড করে, যার অনেক কিছুই সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বিসহ তাদের আনুষ্ঠানিক দেখভাল-সংস্থা বিশ্বব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ (ADB) অনুরূপ আন্তর্জাতিক সংস্থার পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি এ কারণেও যে তাদের কাজই হলো তাদের তাবেদার দেশকে ঋণের জালে চির আবদ্ধ রাখা, যেখানে ঋণ ফেরত নেয়ার চেয়ে আরো বেশি ঋণ দেয়া থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছুই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে পরবর্তী ২০১৪-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবারো সরকার গঠন করুক সেটা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা চায়নি। তারা চেয়েছিল ‘সরকার পরিবর্তন’– regime change; আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি-জামায়াত অথবা তাদের স্বার্থবাহী অন্য কোনো ধরনের তল্পিবাহী সরকারব্যবস্থা। এসব ফাঁকফোকর দিয়ে ‘ক্ষুদ্র ঋণের বৃহৎ মহাজন’ শান্তির নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস সাহেব এবং তার সহযোগী-সহকর্মীরা এতটাই আশাবাদী ক্ষমতালিপ্সু হয়ে পড়লেন যে তিনিও রাজনৈতিক দল বানানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। সুতরাং লক্ষ্যটা যদি হয় ‘regime change’ অথবা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, তাহলে মুরুব্বিদের জন্য অনেক অস্ত্রের একটা বড় অস্ত্র নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুত মেগা প্রকল্প পদ্মা সেতু নির্মাণকাজে বাধা দেয়া। এবং রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার সূত্র অনুযায়ী কাজটি ঠিক ২০১৪-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বেশ একটু আগে থেকেই করা। বিশ্বব্যাংক ঠিক সেই কাজটিই করেছে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালের দিক থেকেই কিছু গণমাধ্যমে আভাস দেয়া হতে থাকলো যে পদ্মা সেতু প্রকল্পে 'দুর্নীতির ষড়যন্ত্র' হবার আশঙ্কা আছে। আর শেষপর্যন্ত ২০১২ সালের ২৯ জুলাই পদ্মা সেতুর জন্য বিশ্বব্যাংক তাদের প্রতিশ্রুত ঋণ চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল ঘোষণা করে এমনসব শর্ত দিল, যা পরিপালন করতে গেলে ২০১৪-এর জাতীয় নির্বাচন পেরিয়ে যাবে (ঋণ চুক্তি বাতিলে বিশ্বব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিটি দেখুন গ্রন্থের পৃ. ৯-১২ এ)। সামনে ২০১৪-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

২০১২-এর ২৯ জুলাই তারিখে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথে স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকলো 'মিডিয়া সৃষ্ট' এক শ্রেণির 'বুদ্ধিজীবীদের' যারা নিজেদের 'সামাজিকভাবে মর্যাদাবান' মনে করেন, এবং যাদের ভেতরটা সম্পর্কে অথবা মতাদর্শ সম্পর্কে দেশের মানুষ খুব একটা অবগত নন। এরপরেই দৃশ্যমান মূল খেলা শুরু– অন্তত মিডিয়াতে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নয় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই যে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব তা 'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার' অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, রাষ্ট্রচিন্তক, রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই সমর্থন করেননি। **তাদের মূল কথা হলোঃ বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব**। নিজের অর্থে যে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম তা নিয়ে তারা শুধু সন্দেহ-সংশয়-বিদ্রুপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তারা রীতিমতো এর বিরোধিতা করেছিলেন– হিংস্র বিরোধিতা। অর্থনীতি, অর্থায়ন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, সক্ষমতাসংশ্লিষ্ট জটিলসব বিষয় উত্থাপন করে তারা জনগণকে যথেষ্ট বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেন। আর এসব বিরোধিতা মারাত্মক মারমুখো স্থূল রূপ নিলো ঠিক সেই দিনক্ষণ থেকে, যখন বিশ্বব্যাংক (দুর্নীতির ষড়যন্ত্র-এর কথা বলে) পদ্মা সেতুর জন্য তাদের প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি

ডলারের ঋণচুক্তি বাতিল ঘোষণা করল। 'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার' আমাদের বুদ্ধিজীবীরা– অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিশ্লেষক, বিরোধীদলীয় রাজনিতিবিদের কথা নাই-ই বা উল্লেখ করলাম– নিজ অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের নিম্নতম সম্ভাব্যতা বাতিল এবং বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব নয় এবং সঠিকও নয়– এসব বলার জন্য তাঁরা কেন ঐ সময়টা বেছে নিলেন তা– আগেই বলেছি। বিশ্বব্যাংকের মতো তারাও চেয়েছিলেন– 'সরকার পরিবর্তন' (regime change)।

আমার মতে, সম্পূর্ণ বিষয়টি আমাদের দেশীয় জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবীদের শুধু মতামতের (opinion) বিষয় ছিল না– আসলে বিষয়টি ছিল গভীর মতাদর্শিক (ideological)। আর এই মতাদর্শটির নাম **নিও লিবারেলইজম, যার প্রধান লক্ষ্য হলো– পুঁজিবাদের রেন্টসিকার-পরজীবী-লুটেরা-জোমবি কর্পোরেশনের (ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন) স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ সমধর্মী সংস্থাদের দালালি করা, যার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদ সিস্টেমের অধীনস্থ সত্তা হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে ধরে-বেঁধে রাখা সম্ভব হয়।**

বুদ্ধিজীবীদের যারা 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ' বিরোধিতা করেছিলেন এবং একইসাথে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রতিশ্রুত পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলে আত্মতুষ্টিসহ উল্লাস করেছিলেন সমসাময়িককালে তাদের আচরণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ কার্যকরণ অনুসন্ধানের জন্য নিদেনপক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় জানা প্রয়োজন:

প্রথমত: *বিরোধিতাকারীদের পেশাগত জীবন- অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক ভাবনাজগৎ।* এদের অধিকাংশই পেশাগত জীবনে বিশ্বব্যাংক (World Bank) অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (IMF, International Monitory Fund) চাকরি করেছেন। এদের

প্রায় সকলেই মুক্তবাজার অর্থনীতি (free market economy) মতাদর্শে বিশ্বাসী। এদের বেশির ভাগই একমেরুর বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের যুগে নয়া-উদারবাদ (neo-liberalism) মতবাদে অন্ধবিশ্বাসী। এদের বেশির ভাগই কখনও যুক্তি দিয়ে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফফের সমালোচনা করেননি এবং কখনও বলেননি যে ওদের সহায়তায় পৃথিবীর কোনো দেশেই দীর্ঘ মেয়াদে বড় মাপের জনকল্যাণমুখী স্থায়িত্বশীল কোনো কিছু করা সম্ভব হয়নি। এসব বিষয় কখনও তাদের ভাবনাজগতে স্থান পায়নি। এদের কেউই তেমন প্রশ্ন করেননি যে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ কেন বিশ্বের বহু দেশেই জনগণের সম্মতিহীন-জনগণবিরোধী স্বৈরাচারী শাসকদের ঋণ-অনুদান প্রদান করেছে-করে-করবে। এদের সবারই সাধারণ অনুসিদ্ধান্ত– সবাই বলার চেষ্টা করেছেন-করেন যে "বিশ্বব্যাংক সাধারণ কোনো ব্যাংক নয়। বিশ্বব্যাংক এমন অসাধারণ ব্যাংক, যাকে বাদ দিয়ে বড় মাপের কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। পদ্মা সেতুর মতো বড় মাপের প্রকল্পও বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং বেশির ভাগই রাজনৈতিকভাবে সমসাময়িক আওয়ামী লীগ রাজনীতির সমালোচক এবং কেউ কেউ সরাসরি প্রতিপক্ষ।

আবার এদের কেউই কিন্তু ২০১৪ পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগেরই শাসনামলে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতাতাড়িত **মেগাপ্রকল্পে** (পরিবেশ বিপর্যয়কারী দু-একটি ছাড়া) দুর্নীতি, সক্ষমতার অভাব, অথবা সমধর্মী কোনো ধরনের সমালোচনা করেননি। সুতরাং এরা মূলত একধরনের সুবিধাবাদী চরিত্রের ব্যক্তি।

যাদের কথা বলছি, তাদের জ্ঞাতার্থে আরো একটা বিষয় না বললেই নয়। বিষয়টি এ রকম: মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের যখন খুবই প্রয়োজন ছিল, তখন বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে

দাতা দেশগুলো দাবি তুললো যে, *“বাংলাদেশ যদি সাবেক পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একাংশের (যে অংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়িত হয়েছিল বলে তারা দাবি করেছিল) দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে বাংলাদেশকে তাদের পক্ষে সাহায্য প্রদান অসম্ভব”*। যাদের উদ্দেশ্যে এত কথা বলছি তারা কি জানেন যে, ঐ দুর্দিনেও বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন *“দাতামহল দাবি না ছাড়লে আগামীকালই তারা চলে যেতে পারেন। আমরা সাহায্য নেবো না। এসব শর্তে আমরা সাহায্য নিতে পারি না”*। তারা কি জানেন, যে এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ ও নীতির প্রশ্নে অটল বঙ্গবন্ধু বিশ্বব্যাংকের ঐ ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কম কথায় স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন *“শুনেছি আপনারা বলেছেন যে, বৈদেশিক সাহায্য পেতে হলে দাতামহলের শর্ত মানতে হবে আগে। ভদ্র মহোদয়গণ, এই যদি আপনাদের শর্ত হয়ে থাকে, তাহলে কোনো সাহায্যই আমরা নেবো না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে, এ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, আমাদের বাঁচতে হলে জনগণের সে শক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাঁচতে হবে। আমরা আপনাদের সাহায্য ছাড়াই চলবো।* এতক্ষণ যেসব সংশয়-সন্দেহবাদী কূটতর্কবাগীশ এ দেশি অথবা এ দেশের ভিনদেশি অথবা বিদেশি অর্থনীতিবিদ-সমাজচিন্তকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করলাম এবং সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম-নীতি-আদর্শ-জনগণের অপার শক্তির প্রতি আস্থার কিছু নমুনা উল্লেখ করলাম, তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-শত্রুতা নেই (আসলে এদের বেশির ভাগকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা চিনি না; তাদের লেখাজোখা পড়েছি মাত্র)। তবে এদের জন্য দুঃখ হয় এ জন্য যে, এদেরই বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধপরবর্তীকালে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এডিবিসহ সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি করেছেন অথবা চাকরি

থেকে অবসর নিয়ে (সম্ভবত দুদেশি পাসপোর্টধারী হিসেবে) হয় বিদেশে অথবা বাংলাদেশে এখন প্রত্যক্ষ সরকারঘনিষ্ঠ উন্নয়নপরামর্শক (সরকারে যে দলই থাকুক না কেন) হিসেবে কাজ করছেন এবং/অথবা উন্নয়ন পরামর্শ-প্রেসক্রিপশন প্রদানকারী সংস্থার মালিক এবং/অথবা আমাদের দেশের 'উন্নয়ন' কীভাবে কোন পথে হতে পারে এসব নিয়ে চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান 'Think Tank' খুলে বসেছেন! (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০১৫, *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ। বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ১১৯-১২০)।

দ্বিতীয়ত: *বিরোধিতাকারীদের উন্নয়নদর্শন ও অর্থনৈতিক ভাবনাজগৎ।* নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে যারা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশসহ বিরোধীতা করে বিশ্বব্যাংকের ঋণের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন, অর্থনীতিশাস্ত্রের উন্নয়নদর্শনের নিরিখে তাদের অধিকাংশই নব্য-উদারবাদী ধারার (Neo-Liberal Stream) সমর্থক। এদের কেউ কেউ আবার অন্ধসমর্থক। নব্য-উদারবাদী মতাদর্শকে কেন যে উদারবাদী (liberal) হিসেবে আখ্যা দেয়া হয় তা বলা দুষ্কর (তবে তকমাটা নিজেরাই আবিষ্কার করে থাকলে, আবিষ্কারটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষেত্রে মৌলিকই বলা চলে)।

উন্নয়ন নিয়ে এসব নব্য-উদারবাদী যা বললেন তা এ রকম: "*উন্নতি চাইলে বাজারকেই একমাত্র শাসক হিসেবে মেনে নাও; সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও, সামাজিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাদ দাও, জনকল্যাণের বিষয়াদি আর কম্যুনিটি ভাবনা পরিত্যাগ করো, সরকারি সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ বাদ দাও, আর রাষ্ট্রকে রূপান্তরিত করো নৈশপ্রহরীতে*"। নব্য-উদারবাদ হলো আধুনিক যুগের 'বাজার অন্ধত্ব' 'বাজার দাসত্ব' মতবাদ, যার মূল লক্ষ্য হলো সাম্রাজ্যবাদের আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং লুটেরা পুঁজি কর্তৃক

উন্নয়নশীল দেশসমূহকে লুটপাট করা আর উন্নত দেশে মেহনতি মানুষকে শোষণ করা। আসলে নব্য-উদারবাদ মানে মহা-উপনিবেশবাদ। গত ৩০-৪০ বছরে উন্নয়নের নামে নব্য-উদারবাদী অর্থনৈতিক মতবাদ প্রয়োগে নিট প্রতিফল হলো– এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাতীয় সম্পদের লুটপাট, আফ্রিকার পেছনে হাঁটা, ল্যাতিন আমেরিকায় নয়া-উপনিবেশবাদ, আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মহামন্দার পূর্বাভাস। নব্য-উদারবাদী মতবাদ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রপরিচালন মতবাদ; আর ওদের পক্ষে জোরজবরদস্তির কাজটা করে এক অশুভ ত্রিরত্ন– আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক (The World Bank), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO); এই ত্রিরত্নের সহযোগী হিসেবে এবং এদের সাথে থাকে বিভিন্ন 'থিংক ট্যাংক'। (দেখুন, আবুল বারকাত, ২০২০, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ২৭)।

তৃতীয়ত: *বিশ্বব্যাংক কীভাবে, কখন, কেন সৃষ্টি হলো এবং আসলে কী তার কাজ?* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই (১৯৪৫ সালপরবর্তী সময়ে) বিশ্বব্যাপী দোর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে শুরু হলো এক মহাযুগ– মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি, বৈষম্য বৃদ্ধি, অসমতা বৃদ্ধির মহাযুগ। আর এই মহাদুর্যোগ যুগে বিশ্ববাজারে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য পুনঃসৃষ্টি, বহাল রাখা ও সর্বশক্তি নিয়ে চালানোর জন্য যা প্রয়োজন ছিল, তা হলো বিশ্বব্যাপী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির (financialized capital) নিঃশর্ত-নির্বিচার-সর্বময় কর্তৃত্ব। আর এই প্রক্রিয়ায় ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্রেটটন উডস্ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে পৃথিবীতে "শান্তি স্থায়ী করতে" (?) বৈশ্বিক বাজারে আর্থিক ও বাণিজ্য ভারসাম্য সুরক্ষা জরুরি– সৃষ্টি করা হলো ত্রিরত্ন "বিশ্ব

ব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বাণিজ্য ও শুল্ক নিয়ন্ত্রণের বৈশ্বিক সংস্থা– জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ, গ্যাট (GATT)"। এসবের মহাগুরু-একচ্ছত্র পরিচালক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র– আসলে আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি।

মনে রাখা দরকার যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্ভবত একটি দেশকেই নিজ অর্থে যুদ্ধ করতে হয়নি– দেশটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই সঙ্গত কারণেই মার্কিন উদ্বৃত্ত পুঁজি (surplus capital অথবা excess capital) হয়ে উঠল সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি (most powerful financialized capital), যা যেকোনো পথে-পন্থায়-পদ্ধতিতে বৈশ্বিক অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কিন্তু বাস্তব জীবনে সেটা কীভাবে সম্ভব? আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির মাধ্যমে বিশ্ববাজার দখল ও নিয়ন্ত্রণের এ সম্ভাবনার পথ-পদ্ধতি-পন্থা নির্দেশনা দিল যে মহাপরাক্রমশালী-মহাআগ্রাসী-মহাআধিপত্যবাদী-মহা অনুদার তত্ত্ব– সে তত্ত্বেরই নাম– নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ (Neo-liberalism or Neo-liberal Ideology)। আর এ প্রক্রিয়ায় তাদের সহজ-সরল-স্পষ্ট ভাষ্য হলো– যা যা বলছি, তা তা হুবহু মানতে হবে– প্রয়োজনে যেকোনো দেশে যেকোনো রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে গণহত্যা পর্যন্ত করা যাবে। এটাই হলো বড় পর্দার শুরুর পর্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিকীকরণকৃত উদ্বৃত্ত পুঁজি এ কাজটি শুরু করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভেঙে পড়া আর্থিকভাবে দুর্বল– ঘাটতি অর্থনীতির ইউরোপ (deficit economies) দিয়ে– মার্শাল প্ল্যানের মাধ্যমে। ইউরোপ করায়ত্ত হলো। খুব বেশি সময় লাগেনি। ১০-১৫ বছর অর্থাৎ ১৯৬৫ সাল নাগাদ। একই সময়ে কিন্তু আর্থিকীকরণকৃত বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বিপরীত মেরুর বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ের মিত্রশক্তিদের প্রধান শক্তি এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে

ভেটো ক্ষমতার অধিকারী) যথেষ্ট শক্তিশালী। এরই মধ্যে শুরু হলো ভিয়েতনাম যুদ্ধ– এ যুদ্ধটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে করতে হয়েছে নিজের টাকায়। বিপরীতমুখী এই দুই শক্তির খেলায় নয়া-উদারবাদী মতাদর্শচালিত-আর্থিকীকরণকৃত বৈশ্বিক পুঁজিকে তার আধিপত্য বজায় রাখতে দেশে দেশে গণতন্ত্র হত্যা, গণকল্যাণকামী রাজনীতি ও রাজনীতিবিদসহ মানুষ হত্যার কাজটিও করতে হয়েছে– কমপক্ষে এ কারণেও যে কোনোমতেই যেন অন্য মেরুর শক্তি পালে হাওয়া না পায়। এরই মধ্যে কিন্তু ১৯৭০ সাল নাগাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর উদ্বৃত্ত পুঁজির (surplus economy) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়ে গেল ঘাটতি অর্থনীতিতে (deficit economy)। কিন্তু বৈশ্বিক আধিপত্য তো বহাল রাখতে হবে। এ সমস্যারও সমাধান মিলল। সমাধানটাও মিলল ওই বৈশ্বিক পুঁজির স্বার্থরক্ষাবাহী মহা আগ্রাসী নব্য-উদারবাদী মতাদর্শের আওতায়। নব্য-উদারবাদীরা যে প্রেসক্রিপশন দিল, তা ছিল এ রকম: "এখন থেকে ব্যবসা করে টাকা বানানোর দরকার নেই। অন্যের (অন্য দেশে) সৃষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ রি-সাইকেল করে" (recycle surpluses generated by others); ডলারের বিপরীতে স্বর্ণমান ভেঙে দাও (get rid of gold standard against dollar); যত খুশি ডলার ছাপো এবং তা ল্যাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশে-দেশে ছড়িয়ে দাও। মার্কিন ডলারকে আন্তর্জাতিক বাজারে লেনদেন-বিনিময়ের একমাত্র মুদ্রা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করো"। এসব কাজ করলেন মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন (১৯৭০ সালে)। এটাই হলো বড় পর্দার দ্বিতীয় পর্ব। কভিড-১৯-এর এখনকার সময়টা হলো বড় পর্দার সিনেমার (সিনেফিল্মের) বিরতি পর্ব (যাকে বলে 'সিনেমার ইন্টারভেল')। কভিড-১৯-পরবর্তী সময়ে শুরু হবে বড় পর্দার তৃতীয় পর্ব। আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির আধিপত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে– অর্থাৎ ১৯৫০ থেকে এই ২০২০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছরে– নব্য-

উদারবাদী মতবাদ কোনো ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া স্পষ্ট বলে এসেছে যে যদি তোমরা আধিপত্য বজায় রাখতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য প্রেসক্রিপশন হলো এ রকম: "মুক্ত বাজার-অবাধ বাজার-বাধাহীন বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করো; এমন অবস্থা সৃষ্টি করো, যেখানে বাজার ছাড়া কেউই শাসন করার ক্ষমতা রাখবে না; সবকিছু ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দাও (complete privatization); রাষ্ট্রকে নৈশপ্রহরীর (night watchman) চেয়ে বেশি কিছু করা যাবে না; সরকারকে যদি একটু-আধটু নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয় তা হতে হবে সাময়িক এবং পরে তা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছেড়ে দিতে হবে"। এই প্রেসক্রিপশন হলো "আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির আধিপত্য বিস্তার এবং তা রক্ষার" প্রেসক্রিপশন। প্রেসক্রিপশনদাতা ডাক্তার হলো "নব্য-উদারবাদী মতাদর্শ"। আর এই প্রেসক্রিপশনের অন্যতম বাস্তবায়নকারী সংস্থা হলো বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ। (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, ২০২০, *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, পৃ. ৩৭২-৩৭৩)।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে এ, রকম যে বিশ্বব্যাংক মুখে বলে (বিশ্বব্যাংকের চার্টার অনুযায়ী) যে তার কাজ হলো "বিশ্বব্যপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা" এবং তদানুযায়ী বিশ্বব্যাপী– বিশেষত তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য উচ্ছেদ করা। কিন্তু আসলে সে যা করে তা হল প্রথম বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি ও তৃতীয় বিশ্বে তাদের অনুগত দালালগোষ্ঠী সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করা। এ কাজটি বিশ্বব্যাংক করে ঋণদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে– সাম্রাজ্যবাদের অনুগত অথবা আনুগত্য-সম্ভাব্য সরকারকে ঋণ দেয়, কখনও আসল ফেরত চায় না, ঋণের সুদ ফেরত পাবার চেষ্টা করে, ফেরত না পেলে ঋণ পরিশোধের জন্য আবারও ঋণ দিয়ে চিরস্থায়ী

ঋণজালে আবদ্ধ করে (যাকে বলে Snowball trap); সরকারের বাজেট ঘাটতি পূরণে ঋণ দেয়, সরকার ঋণের সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, ঋণ পরিশোধে আবারও ঋণ দেয়– এটাও চিরস্থায়ী ঋণের ফাঁদ; এবং এ প্রক্রিয়ায় আর্থিকীকরণকৃত বৈশ্বিক পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করে; ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রের ম্যাক্রোইকনোমিক নীতিতে হস্তক্ষেপ করে ঋণগ্রহীতার সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে; প্রয়োজনে ঋণগ্রহীতাকে হোতা-দাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার শ্রেণিস্বার্থীয় ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের কাছ থেকে জোর করে অস্ত্রসস্ত্রসহ প্রকৃতিবিনাশী ও স্বাস্থ্যহানিকর ক্ষতিকর প্রযুক্তি ক্রয়ে বাধ্য করে; বিশ্ববাজার নিয়ন্ত্রণ করে; এবং প্রয়োজনে আনুগত্য অস্বীকারকারী দেশে সরকার পরিবর্তনে (যাকে বলে regime change) সক্রিয়তর ভূমিকা পালন করে। ফলে বিশ্বব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দেশে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত পুঁজির প্রত্যক্ষ দালাল গোষ্ঠী হিসেবে এমন ধরনের রেন্ট সিকার-স্বজনতুস্টিবাদী-লুটেরা-পরজীবী পুজিপতি সৃষ্টি হয়, যারা ক্ষমতা ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে; বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়– বহুমুখী দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়; আর সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রেও একই ঘটনা ঘটে– সমাজ হয়ে ওঠে অতি ভারসাম্যহীন "for the 1%, of the 1%, by the 1%"। এ প্রক্রিয়ায় কোনো দোষ-ত্রুটি হলে প্রচারমাধ্যমে দোষ দেয়া হয় সরকারকে; কারণ– আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে সরকারের জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ থাকে, কিন্তু আর্থিকীকরণকৃত পুঁজি ও রেন্ট সিকারদের স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান– বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ আনুষ্ঠানিকভাবেই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

বিশ্বব্যাংকের ঋণ যে কত খারাপ ও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে তার বাস্তব কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ: (১) ১৯৭০ সালে সারা বিশ্বে বিশ্বব্যাংক প্রদেয় মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১.৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৭ সালে গড়াতে গড়াতে (যাকে বলে snowball effect) দাঁড়ায় ৪.৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ঋণের

সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে গড়ে ৯৪ বার (অর্থাৎ একই ঋণ ৯৪ বার পরিশোধ করতে হয়েছে); (২) বিশ্বব্যাংকের ঋণ পরিশোধে আফ্রিকার ক্যামেরুনকে তাদের জাতীয় বাজেটের ৩৬ শতাংশ দিতে হয়েছে (যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ); কেনিয়ার ক্ষেত্রে তা ৪০ শতাংশ (সামাজিক খাতে মাত্র ১২.৬ শতাংশ); (৩) ফিলিপাইনে ভূমিকম্পপ্রবণ ও জীবন্ত আগ্নেয়গিরিপ্রবণ এলাকায় নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ('বাতান' প্রজেক্ট) এবং কলবার জোনে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কর্মসূচির আওতায় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য-বন উজাড়-মানুষ উচ্ছেদ করে প্রকৃতি হত্যা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন যে বিশ্বব্যাংক প্রদেয় উচ্চমাত্রার ঋণ গ্রহণের সাথে উচ্চমাত্রায় বন উজাড় সরাসরি সম্পর্কিত। এসবই করেছে ঐ বিশ্বব্যাংক যে প্রতিষ্ঠানটিই প্রকৃতি ধ্বংস করে এখন সবুজ উন্নয়নের কথা বলছে– এ এক মহা দ্বৈতনীতি। বিশ্বব্যাংক ঠিক একই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে ব্রাজিলের আমাজনে, আফ্রিকার ঘানায়, কোস্টারিকাসহ অনেক দেশে; (৪) বিশ্বব্যাংক মিশরের স্বৈরশাসকদের শর্ত দিয়েছিল যে কোয়ালিশনে যোগ দিলে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ মওকুফ করা হবে; একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিল ১৯৭৯ সালে ইরানে– খোমেনি সরকারের আমলে (প্রস্তাব ছিল ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের); (৫) গণচীনে বিশ্বব্যাংক প্রথম ঋণ দেয় তিয়ান-ইয়ান মেন স্কয়ারের ঘটনার পরপর; (৬) স্বৈরাচারী, খুনি, গণহত্যাকারী, চরম দূর্নীতিবাজ রাজা-বাদশা– মোবুতো (জায়েরে-কঙ্গো), চিলির পিনোচেট, ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তো– এসবই বিশ্বব্যাংকের অনন্য সৃষ্টি; (৭) তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্র্য দূর করতে বিশ্বব্যাংকের চাকরিজীবীরা ফার্স্ট ক্লাসে প্লেনে ভ্রমণ ও পাঁচ তারকা হোটেলে আরাম-আয়েস বাবদ বছরে ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেন! (৮) সামনের দিকে সাম্রাজ্যবাদী আর্থিকীকরণকৃত জোমবি পুঁজি-কর্পোরেশনের স্বার্থ হাসিলে বিশ্বব্যাংক,

আইএমএফ এবং ডাব্লিউটিও খেলবে। তারা খেলবে ইয়েমেনে, সিরিয়ায়, লিবিয়ায়, লেবাননে, পাকিস্তানে, ইরাকে, আফগানিস্তানে, দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে, আফ্রিকার অনেক দেশে, আটলান্টিক মহাসাগরসহ প্রশান্ত ও ভারতীয় মহাসাগরকেন্দ্রিক যখন যেখানে-প্রয়োজন এবং সুবিধা সেখানেই।

এতক্ষণ যা কিছু বললাম সেসবের স্বপক্ষে নতুন কোনো যুক্তি প্রদর্শন না করে জনগণের হাতে বিচারের রায় অর্পণ করে বলা প্রয়োজন যে ২০১২ সালের ১৯ জুলাই বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনারে আমি যখন নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের স্বপক্ষে হিসেবপত্তরসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-যুক্তিতর্ক তুলে ধরলাম, ঠিক ঐ সময়েই প্রতিপক্ষ সন্দেহ-সংশয়ী-বিরোধিতাকারীরা কী যুক্তি প্রদর্শন করে কী কী বলেছিলেন, কেন বলেছিলেন এবং পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে সত্যতা বিচারে ইতিহাসের কাজ নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ ও সহজতর করার স্বার্থে ঐসব স্ব-ব্যাখ্যায়িত বিষয়াদি দ্বিতীয় সংস্করণের এই ভূমিকায় সমসাময়িককালের 'বুদ্ধিজীবীদের' নাম, সংক্ষেপ পরিচিতি ও বক্তব্যের দিন-তারিখ উৎসসহ হুবহু নিচে পেশ করছি (প্রচারিত মূল বক্তব্য ইংরেজি হলে অনুবাদে বিকৃতি ঘটা অথবা 'হারিয়ে যাওয়া'র (lost in translation) সম্ভাবনার কারণে সেসবের ভাষান্তর করিনি)। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বিরুদ্ধপক্ষের এসব বক্তব্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-অনুধাবনের নৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রায়োগিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পাঠকের জ্ঞানাধিকার।

ড. আকবর আলি খান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা (২০০৬-২০০৭); বিশ্বব্যাংকের সাবেক বিকল্প পরিচালক; বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থসচিব; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান; রেগুলেটরি রিফর্ম কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রাক্তন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য; ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর।

- "পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বাতিলের ঘটনাটি দুঃখজনক। যদি বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাটার সমাধান করা যায়, তাহলে অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে ভালো হবে। অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থাগুলোর অর্থে এই সেতু নির্মাণ দেশের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। ... সরকারকে যদি কোনো ছাড় দিতে হয়, সে বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে। দাতাদের ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে দেশের জন্য কখনোই ভালো হবে না।" (সূত্র: 'এরপরও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালানো যায়' বিডিনিউজ২৪ ডটকম, ৩০ জুন ২০১২)।

- "বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে অপেক্ষাকৃত 'কমদামে' পদ্মা সেতু নির্মাণ করা যেত। আর এটি কারিগরি ও তদারকির দিক থেকেও অনেক উন্নত হতো। কিন্তু বাণিজ্যিক ঋণ নিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হলে অর্থলগ্নিকারী মুনাফার বিষয়টি প্রাধান্য দেবে। এতে খরচ বাড়বে। ...পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।" (সূত্র: 'তিন অর্থনীতিবিদের প্রতিক্রিয়া: পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলে ক্ষতিগ্রস্ত হলো জনগণ', প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০১২)।

- "...It would be better for the country to pursue the Washington-based lending agency for the

loan. If needed, the government should compromise...pursuing the world bank and others donors would be the best options for the country.” (Source: NewAge , 1 July 2012).

- “দক্ষভাবে সেতুটি নির্মাণের জন্যই বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। ...যদি এখনো বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাটার সমাধান করা যায়, তাহলে অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে ভালো হবে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্যও ভালো হবে।” (সূত্র: ‘পদ্মা- সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিলে প্রতিক্রিয়া’, দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুলাই ২০১২)।

- “পদ্মা সেতুর জন্য অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হলে সরকার কী পদপেক্ষ নেবে সেটাই দেখার বিষয়। দেশের অর্থনীতিতে যেন কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে জন্যই বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নেয়া হচ্ছিল। এখন বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে অর্থ নেয়া হচ্ছে না। ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বেই– এটা নিশ্চিত। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদও একপর্যায়ে দাতাদের সহযোগিতা ছাড়াই যমুনা সেতু নির্মাণের কথা ভেবেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণভাবে সারচার্জ বসিয়ে প্রচুর টাকাও উত্তোলন করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে তাকে শেষপর্যন্ত যমুনা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের সহায়তাই নিতে হয়েছিল।” (সূত্র: ‘পদ্মা সেতু: নতুন সরকারের অপেক্ষা’, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।

- “বিশ্বব্যাংকের সহায়তা লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ নিতে চেয়েছিল, তাতেও সফল না

হওয়ায় সরকার তৃতীয় প্রচেষ্টা হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কথা বলছে। এসব কারণে আমার মনে হচ্ছে, সরকার পদ্মা সেতু করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকগুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।" (সূত্র: 'পদ্মা সেতু: নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক?', বিবিসি বাংলা, ১৬ জুলাই ২০১২)।

- "দেশীয় অর্থে সেতু নির্মাণ করা সহজ হবে না। ...বিশ্বায়নের এই যুগে আবেগপ্রবণ না হয়ে অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সরকারের ঠিক হবে না।" (সূত্র: 'বিশ্বব্যাংক ছাড়া পদ্মা সেতু লাভজনক হবে না', বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৯ জুলাই ২০১২)।

- "অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। ভয় হচ্ছে আমরা অর্থনৈতিক সূত্রগুলো ভুলে যাচ্ছি। বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে সহজে প্রয়োজনীয় অর্থ যেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে, সেখান থেকেই অর্থ নিতে হবে।

  "বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি বাতিলের আগে যদি সরকার চারটি শর্ত মেনে নিতো, তবে বিশ্ব ব্যাংকও ঋণ দিতে বাধ্য থাকতো। কিন্তু চুক্তি বাতিলের পর বাংলাদেশের শর্ত মানায় বিশ্বব্যাংক আরও নতুন শর্ত দিতে পারে। বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে রাজি হলে এখন নতুন করে চুক্তি করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই।" (সূত্র: 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সংশয়', প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১২)।

ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনাবিষয়ক উপদেষ্টা (২০০৭-২০০৮); সোনালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান; সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান; জাতিসংঘের গবেষণা উন্নয়ন এবং নীতিমালা বিশ্লেষণ বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক।

- " ...এখনো বিশ্বব্যাংকের ঋণে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব এবং সরকারের সেটাই করা উচিত। সব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে সরকার এটাই করবে বলে আমি এখনো বিশ্বাস করি। (সূত্র: "বিশ্বব্যাংকের কাছে 'দেন-দরবারের' পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের", বিডিনিউজ২৪.কম, ১৩ এপ্রিল, ২০১২)।

- "...এখন যদি সরকার মালয়েশিয়া বা অন্য কোনো বিকল্প অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে, তবে এর ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। তখন আর এই সেতুর মালিকানা সরকারের হাতে থাকবে না, বেসরকারি খাতে চলে যাবে। তখন তারা তাদের মুনাফার জন্য টোল আদায় করবে, যার মাশুল দিতে হবে দেশের মানুষকে। ...আমি যতদূর জেনেছি, মালয়েশিয়া যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে তারা পদ্মা সেতু নির্মাণ করলে ৩৯ বছর এই সেতুর মালিকানা তাদের হাতে থাকবে। সে পরিস্থিতিতে ৩৯ বছর এই সেতুর মালিকানা মালয়শিয়ার হাতে চলে যাবে। তখন তারা তাদের মতো করে সেতু পরিচালনা করবে। টোল নির্ধারণসহ সবকিছুই থাকবে তাদের হাতে।

  "পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প দাতাদের অর্থায়নেই হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। কেননা, এতো কম সুদে আর কারো কাছ থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। যদি বিশ্বব্যাংকের

সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যাটার যে কোনোভাবে সমাধান করা যায়, তাহলে অন্য যে কোনো ব্যবস্থার চেয়ে এই পথ ভালো হবে। সরকারের সে পথই বেছে নেওয়া উচিৎ।" (সূত্রঃ 'এরপরও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালানো যায়', বিডিনিউজ২৪.কম, ৩০ জুন, ২০১২)।

- "বিশ্বব্যাংকের ঋণ বাতিল করায় অন্য দাতাদের কাছে এক ধরনের বার্তা পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশের সরকার দুর্নীতি দমনে খুব আন্তরিক না। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনার ফলে এখন পদ্মা সেতু না-ও হতে পারে।" (সূত্রঃ 'তিন অর্থনীতিবিদের প্রতিক্রিয়াঃ পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিলে ক্ষতিগ্রস্ত হলো জনগণ', প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০১২)।

- "পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে এখনও সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বিশ্বব্যাংকের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানো। তাদের ঋণ সহজ শর্তের ও অনেক কম সুদের। বিশ্বব্যাংক রাজি হলে এডিবি ও জাইকা আসবে।" (সূত্রঃ 'বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া পদ্মা সেতু দুঃসাধ্য', দৈনিক সমকাল, ৪ জুলাই ২০১২)।

- "বিশ্বব্যাংকের সহায়তা লাভে ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ নিতে চেয়েছিল, তাতেও সফল না হওয়ায় সরকার তৃতীয় প্রচেষ্টা হিসেবে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কথা বলছে। এসব কারণে আমার মনে হচ্ছে, সরকার পদ্মা সেতু করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিকগুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুঃ নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক?', বিবিসি বাংলা, ১৬ জুলাই ২০১২)।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর (১৯৯৮-২০০১); ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি; বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আজীবন সদস্য।

- "...বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আমাদের ঝগড়ার প্রসঙ্গে আসি। ওরা নালিশ করেছিল। চিঠি চালাচালিও হচ্ছিল। খুব ভালো। দুর্নীতির তদন্তের জন্য আমাদের দেশে একটা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান আছে। দুর্নীতি দমন কমিশন। বলা হচ্ছে এটি স্বাধীন। ওদিকে বিশ্ব ব্যাংক বলেছে ওরা দুদককে একটি টাস্কফোর্স দেবে। দুদকের আইনে আবার এ ধরনের কোনও টাস্কফোর্সের সহায়তা নেবার বিধান নেই। বাইরে থেকে কেউ তদন্ত করতে পারে। তাতে বাধা নেই। যাহোক, এ নিয়েই সমস্যাটা তীব্র হল। তবু তো আলোচনার দরজাটা খোলা ছিল।

  "হঠাৎ কী হল, জোয়েলিক সাহেব বিশ্ব ব্যাংকের প্রধানের পদ থেকে বিদায় নেবার দু-তিন দিন আগে সিদ্ধান্তটা দিয়ে গেলেন, এটা খুব দুঃখজনক। সাধারণত বিদায়ী সভাপতি নতুন সভাপতিকে একটি চিঠি দিয়ে এসব বিষয়ে জানিয়ে যান। এটাই এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রীতি। আমি নিজে অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। এভাবেই সবকিছু হতে দেখেছি। এখন কথা হল, জোয়েলিক সাহেব কি একান্তই ব্যক্তিগত কারণে নাকি কারও চাপে, কারও সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে কাজটা করেছেন বলা মুশকিল। আমাকে অনেকেই এসব ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছেন। অনেকেই

বলছেন, বাংলাদেশের কেউ আন্তর্জাতিক প্রভাব খাটিয়ে বিশ্ব ব্যাংককে এমন সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করেছেন কিনা। আমার ব্যক্তিগত মত হল, এটা অত সহজ নয়।" (সূত্র: 'প্রবাসী সেতু হলে ক্ষতি কি?' বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর ডটকম, ২১ জুলাই, ২০১২)।

- "It will cost the government politically to a great extent in the next parliamentary election if it fails to begin the construction work of the bridge. That's why the government wants to begin the work. The government does not have much time in hand. Now it's a big question whether it can make new design, invite tenders and complete other related proceedings to begin the construction work within the timeframe, Malaysia's proposal isn't acceptable since they want to operate the bridge for 30 years. That means they want to do business. Terms of the Indian government's $1 billion loan offer are also questionable. Their loan proposal should be reviewed in the global perspective. ...The consulting firm would not feel confident in that case. It's indeed possible to start the construction work of the Padma bridge with a portion of our present foreign currency reserves, but there has been an apprehension whether globally well-known contractors will participate in the tender. I would again say that it would be better if the

bridge is built with the funds of the World Bank and other development partners. Since that option is closed, now we'll have to proceed with alternative options. And now the main task is to determine the best out of the alternative options soon." (Source: 'Bridging Padma a huge challenge', bdnews24.com, 2 February 2013).

প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া

সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক রাষ্ট্রদূত (সেনেগাল)।

- "পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে যেহেতু বিশ্বব্যাংক সরে গেছে, কাজেই অন্য দাতা গোষ্ঠীও সরে যাবে– এটাই স্বাভাবিক। ...পদ্মা সেতু নির্মাণে চরম অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে দুর্নীতির দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুর ভাগ্য অনিশ্চিত', দৈনিক যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১২)।

প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, (১৯৯২-১৯৯৬); প্রাক্তন উপাচার্য; ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ; এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো।

- "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে গেলে শুধু অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সামাজিক ব্যবস্থার উপরেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।" (সূত্রঃ 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা

সেতু করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সামষ্টিক অর্থনীতি', দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুলাই ২০১২)।

- " ...নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার বিষয়টি হাস্যকর ও অবাস্তব ব্যাপার। ...অর্থনীতি ওই পর্যায়ে যায়নি। চায়নার মতো অর্থনীতি শক্তিশালী হলে বিশ্বব্যাংকের অর্থ ছাড়াই পদ্মা সেতু করা যেত। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে গেলে আরও যেসব প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন রয়েছে সেগুলোতে প্রভাব পড়তে পারে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবি, জাইকার অর্থায়ন বন্ধ করে দিলে রাস্তাঘাটে একটি গাড়িও চলবে না। দুর্নীতির বিষয়টিকে আড়াল করতেই এ ধরনের ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হতে পারে। এ জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের কাজে হাত দিতে চাচ্ছে না সরকার।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুঃ নতুন সরকারের অপেক্ষা', সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।

প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা (১৯৯৬); পিকেএসএফ এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান; উন্নয়ন নীতি বিষয়ক জাতিসংঘ কমিটির সদস্য; সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অব ইকনমিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

- "...Gov't should be cautious on alternative finance: Cancellation of World Bank funding for the Padma bridge project over alleged corruption in it would have a negative impact on the global

donors' perception of Bangladesh. And it would put to question credibility of the government's project implementation process. “The government must now come out with a clear, credible and transparent account of what has happened, just a blame game will not do.

“Otherwise, credibility of the government's entire project implementation process will be in question in the eyes of the people and the global actors.

“The WB action would negatively impact the country's relationship with the international donor community, of the $2.9 billion estimated cost of the project, the WB had agreed to loan $1.2 billion at only 0.75 percent interest. Padma bridge is not only Bangladesh's largest ever project but also the WB's single largest one. The government should be cautious in negotiating alternative sources of finance since the cost and the associated risks of financing such a large project will depend on the terms that it can negotiate with the foreign financiers. This will not be easy. We must not hastily enter into a deal just because this was an election pledge (of the ruling Awami League).” (Source: ‘TIES WITH LENDERS, FUTURE PROJECTS, Economists fear negative impact’, The Daily Star, 1 July 2012).

ইনাম আহমেদ চৌধুরী

সাবেক সচিব; বিএনপির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান; প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

- "বস্তুতপক্ষে পদ্মা সেতু নির্মাণ শেষ করতে হলে বিশ্বব্যাংক ও তার সহযোগী সংস্থাগুলোর অর্থায়ন ছাড়া আমাদের গ্রহণযোগ্য গতি নেই। নিজস্ব সম্পদে কিংবা বাণিজ্যিকভাবে এটা নির্মাণ জাতির জন্য শুধু কষ্টদায়কই হবে না বরং দুঃসাধ্যই হবে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ', দৈনিক সমকাল, ৫ জুলাই ২০১২)।

ড. মাহ্‌বুব হোসেন

সাবেক নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক; ইরির সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক প্রধান; বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল এডভাইজরি কমিশনের প্রাক্তন সদস্য।

- "সরকারের উচিত ছিল আগেই বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে চুকিয়ে ফেলা। যেহেতু সরকার এটাকে দীর্ঘায়িত করেছে, সেহেতু এ পরিণতি ভোগ করতে হচ্ছে। ...বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পদ্মা সেতু হলে যে খরচ হতো, বেসরকারিভাবে করতে গেলে খরচ অনেক বেড়ে যাবে।" (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১২)।

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর (২০০৫-২০০৯); সাবেক সচিব; পিকেএসএফ-এর প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন

একাডেমি (বার্ড)-এর সাবেক মহাপরিচালক; ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

- "নিজস্ব অর্থায়নে সরকার পদ্মা সেতু করার যে পরিকল্পনা করছে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তবে সরকার ইচ্ছা করলে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে, কিন্তু শেষ করতে পারবে না। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে গেলে দেশের তারল্য সংকট ভয়াবহ রূপ নেবে। বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দেবে। রিজার্ভের ওপর চাপ পড়বে। আবার সভরেন বন্ড ও দেশীয় বন্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে গেলে একদিকে সময়ক্ষেপণ হবে, অন্যদিকে বেশি সুদ দিতে হবে। ...বিশ্বব্যাংক অর্থ না দিলে এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হবে সরকারকে। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়নে দ্রুত পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করতে গেলে সেতুর মান নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সব কিছুই নতুন করে শুরু করতে হবে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুঃ নতুন সরকারের অপেক্ষা', সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।
- " ...pressure would be created on the overall economy of the country if the bridge was constructed with own funds, and the alternatives being considered were costlier. It would be difficult to complete the project with any well-known consulting firm and contractor due to absence of the World Bank in the project."

(Source: 'Bridging Padma a huge challenge', bdnews24.com, 2 February 2013).

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রাক্তন প্রথম নির্বাহী পরিচালক; বিআইডিএস-এর প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো; জেনেভায় অবস্থিত ডব্লিউটিও এবং জাতিসংঘ কার্যালয়ের বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং স্থায়ী প্রতিনিধি; চেয়ারম্যান, সাউদার্ন ভয়েস (থিংক ট্যাংক নেটওয়ার্ক); জনতা ব্যাংকের সাবেক পরিচালক; সিপিডির বর্তমান সম্মানীয় ফেলো।

- "দুর্নীতির জন্য পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বন্ধ হয়ে যাওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমস্যা সমাধান করা দরকার ছিল। বিকল্প উৎস থেকে অর্থ এনে এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভ নয়। ...এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন, যা যোগান দিতে বৈদেশিক লেনদেনের ওপর চাপ পড়বে।" (সূত্র: 'দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে', বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ জুলাই ২০১২)।
- " ...এর দায় বর্তমান সরকারও এড়াতে পারবে না। এমনকি আগামী নির্বাচনে যদি আওয়ামী লীগ সরকার আবারো ক্ষমতায় আসে, তবে এ জন্য তাদেরও ভয়ংকর নতুন সমস্যায় পড়তে হবে। এর দায় তারা মেটাতে পারবে না। আর যদি ভিন্ন সরকার আসে তবে আগের অপচয় মেনে নিয়ে তাদের পদ্মা প্রকল্প বাতিল বা বন্ধ করে দেয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সেক্ষেত্রে পুরো জাতি বঞ্চিত হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা গচ্চাও যাবে। তাই তাড়াহুড়া না করে আরেকটু রয়েসয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্প

নিয়ে আরেকবার ভাবতে হবে এবং আগের দাতাদেরই এ প্রকল্পে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের সাথে সংঘাতে যেয়ে বাংলাদেশের মতো দরিদ্র অর্থনীতির লোকসান ছাড়া কোনো লাভ এ মুহূর্তে হবে না।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুঃ নতুন সরকারের অপেক্ষা', সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।

- " ...বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ৩৪টি প্রকল্পে তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ৫৮০ কোটি মার্কিন ডলার। ...বাতিল করা চুক্তি পুনর্বহালের উদাহরণ বিশ্বে অবশ্যই আছে। তবে সেক্ষেত্রে আমাদের এমন কিছু পদক্ষেপে যেতে হবে যা বিদেশি সাহায্যের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের কিছু বাড়তি রক্ষাকবচ সৃষ্টি করবে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতু প্রকল্পঃ দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি', প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০১২)।

- "The World Bank has finally cancelled the assistance agreement for construction of the Padma Bridge. Our worst apprehension has come true. What has happened is really very unfortunate. It is doubly embarrassing because of the alleged reason for cancellation of the agreement. ...Construction of the bridge had been one of the attractive election pledges of the current government. Then how could such a dream project end up like this? ...Will the cancellation of Padma Bridge project adversely affect the future of flow of its aid to

Bangladesh? One may recall, the World Bank is Bangladesh's largest development partner. At this point of time, there 34 projects, amounting US$5.8 billion, are in operation that are supported by the Bank. Notwithstanding the Padma Bridge controversy, the Bank disbursed approximately US$500 million in the outgoing fiscal year which is about one-fourth of our annual foreign aid inflow. This amount was higher than the amount disbursed in the previous fiscal year. The World Bank has indicated that it expects to make a fresh annual commitment of US$1 billion for this year. It is understood that without the acquisition of the Bank, it would not have been possible for the Bangladesh government to strike a deal with the IMF in the elapsed fiscal year. Currently the country programme of the Bank remains in place for Bangladesh. One would like to hope that it will remain so and expand further. However, it is also no secret that the annual meeting of the Bangladesh government with its international development partner has remained suspended for the last two years due to the ongoing Padma Bridge controversy. The last meeting of the Bangladesh Development Forum (BDF) was held in February 2010. The pertinent question is

when the next BDF meeting will take place given the latest developments with regard to Padma Bridge. ....Bangladesh has been giving out positive vibes in the recent past, bringing about some changes in its unfortunate global image. The Padma Bridge episode will obviously give a jolt to that process. It will send a negative signal to our potential foreign investors. It will disappoint our international well-wishers. We need to remember that Bangladesh has been put under increasing global scrutiny due to a number of negative developments in the country. These include making Professor Yunus leave Grameen Bank, unabated extra-judicial killing, people going missing, frequent industrial labour unrest, and political uncertainty centering the upcoming national elections. Cancellation of Padma Bridge assistance on account of alleged corruption will be another episode in this continuum.... Under the circumstance, there are three broad options in front of us. First, we may try to build the bridge with our own resources. Needless to say, given the government's current income-expenditure balance, it is impossible to underwrite such a huge project cost exclusively by the public exchequer. ...The second

alternative is to resort to private commercial loans to put together a public-private joint venture of some sort. Such a mechanism will be pretty expensive, entailing high users' costs for general people. As a result, it may not be economically justified and socially sustainable. In this case, the effective rate of interest of the loan will be at least between 3-5%, whereas concessional loans from the development partners charge less than 1% interest. ...The third option in this regard relates to the possibility of reinstating the assistance agreement with the World Bank and other development partners. Such possibility is not totally unheard of. However, for that we will have to take some confidence building measures by putting in place additional safeguards as to ensure effective utilisation of the aid money (Source: ‘Melancholic reflections on the Padma Bridge fiasco’, The Daily Star, 2 July 2012).

- “...রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী পদ্মা সেতুর দুর্নীতির সঙ্গে শুধু সচিব নন, নির্বাহী হিসাবে সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের ব্যক্তিরা জড়িত। আমরা সব সময় বলে আসছি যে, বিকল্প অর্থায়নের চেয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা করে অর্থ আনতে হবে।” (সূত্র: ‘পদ্মা সেতু দুর্নীতিতে সরকারের উচ্চমহল জড়িত’, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারি ২০১৩)।

ড. আহসান এইচ মনসুর

পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক; আইএমএফ-এর সাবেক সিনিয়র রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ (পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়); গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) ডিভিশন প্রধান।

- "Now the country's biggest ever project has become uncertain over governance crisis, ...other donors may also keep away from funding the project. Donors always want to see their funds utilised in a transparent manner." (Source: 'Economists fear negative impact', The Daily Star , 1 July 2012).

- "শুরু করতে পারলেও শেষ করার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না। ...পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প কোনো বাণিজ্যিক প্রকল্প নয়। এটি একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প। শুধু একটি সেতুতেই এ প্রকল্প সীমাবদ্ধ নয়। এ সেতুর সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে আরো অনেক প্রকল্প গ্রহণ এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবি, জাইকাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারীরা সেভাবেই এগুচ্ছিল। এখন এদের বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো বাণিজ্যিক অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে গেলে এটা আর 'বহুমুখী' এবং 'আর্থ-সামাজিক' প্রকল্প থাকবে না। পদ্মা সেতুর মূল উদ্দেশ্যও বাস্তবায়ন হবে না। নির্মাণ ব্যয় বাড়িয়ে বাণিজ্যিক প্রকল্প করে একে টেকসইও করা যাবে না। বরং এটি বাংলাদেশের দুর্বল

অর্থনীতিতে নতুন এক ব্ল্যাক হোলে (কালো গহ্বর) পরিণত হবে। এই মুহূর্তে সরকারের নিজস্ব অর্থে এটি করতে গেলে ডলারের দাম আরো বেড়ে যাবে এবং টাকার মান ব্যাপকভাবে কমে যাবে। বাড়বে অযাচিত মূল্যস্ফীতিও। আন্তর্জাতিক বৃহৎ দাতা সংস্থাগুলো এ সেতুর পেছনে না থাকলে বিশ্বের ভালো কোনো নির্মাণ সংস্থা এর দায়িত্ব নিতে আসবে না। সেক্ষেত্রে বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে নিম্নমানের কোনো আন্তর্জাতিক ঠিকাদার এলেও তারা অনেক বেশি মূল্য চাইবে। কারণ এ সেতু সরকার রাজনৈতিক কারণে শুরু করতে পারলেও শেষ করার কোনো গ্যারান্টি থাকবে না। সেক্ষেত্রে পদ্মা সেতু প্রকল্প অদূর ভবিষ্যতে একটি বহুমুখী অপচয় প্রকল্পেও পরিণত হয়ে যেতে পারে। সরকারের বৈদেশিক লেনেদেনের ভারসাম্য বর্তমানে অনুকূলে নেই। বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য (বিওপি) বর্তমানে হুমকির মুখে রয়েছে। বিশ্বমন্দার মাঝে সামনে এটি আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও সন্তোষজনক নয়। এটিও টালমাটাল। রফতানি ও রেমিটেন্স আগের তুলনায় কমে যেতে থাকায় এবং আমদানি খরচ বাড়তে থাকায় রিজার্ভ ঝুঁকিতে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক-এডিবি'র মতো সহজ শর্তে ও নগণ্য সুদে দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক অর্থায়নের পুরো নিশ্চয়তা না পেয়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণে হাত দেয়া বাংলাদেশের জন্য একটি বড় 'অর্থনৈতিক ভুল' হবে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতু: নতুন সরকারের অপেক্ষা', সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।

- "Diverting development funds to the bridge project could affect sectors such as health and

education, undermining social achievements and delaying growth. ...A significant part of our development budget is donor funded. ...The government can't really divert money without imposing severe austerity. We must not build a bridge to disaster. ...Although the Padma Bridge is a hot-button political issue, this must be put in the context of good governance and sound economic management. ...Remember, three-fourths of the cost of the bridge will have to be paid in foreign currency. The central bank has foreign currency reserves that will last us just under three months. Last year, the Bangladesh Bank was struggling to pay for imports. It is out of the question to use reserves to fund an infrastructure project. ...Individual countries may be interested in funding the bridge, but those funds are unlikely to be offered at concessionary lending rates– the World Bank charges just 0.75% annually. ...Bangladesh must be careful to avoid a Greece or Spain situation where the burden is passed on to the poor and the middle class.” (Source: ‘Bangladesh weighs options after World Bank pulls out of Padma bridge project’, The Guardian, 17 Jul 2012).

ড. বিনায়ক সেন

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্ট্রাটেজিস-এর, গবেষণা পরিচালক; বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ; এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রাক্তন কনসালটেন্ট।

- "সরকার যদি সত্যিই মালয়েশিয়ার টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ করে– সরকারের উচিৎ ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া। বিশ্ব ব্যাংক ও অন্য দাতা সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেতু নির্মাণ করলে সে ঋণের সুদের হার হবে মাত্র ১ শতাংশ। কমপক্ষে দশ বছর সে ঋণের কোনো কিস্তি শোধ করতে হবে না। অন্যদিকে মালোয়েশিয়ার অর্থে সেতু নির্মাণ করলে সুদের হার হবে ৬ শতাংশের বেশি। এক বছর যেতে না যেতেই ঋণের কিস্তি শোধ করতে হবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে– পদ্মা সেতু নিয়ে সরকার 'ভিলেজ পলিটিক্স' করছে। কিন্তু সে পলিটিক্সে যে নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে– তা বুঝতে পারছে না। এখনও সময় আছে। বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় এসে ঝুলে থাকা বিষয়টির সমাধান করা উচিৎ, তবে এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংকেরও নমনীয় হওয়া উচিৎ।" (সূত্রঃ "বিশ্ব ব্যাংকের কাছে 'দেন-দরবারের' পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের", বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম ১৩ এপ্রিল ২০১২)।

- "মাথা ব্যথার জন্য মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করেছে বিশ্বব্যাংক। তবে দুই পক্ষের গাফিলতি ও একগুয়েমি ছিল এই ইস্যুতে। দুর্নীতির অভিযোগকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশকে দণ্ডিত করা হয়েছে। ...বাংলাদেশের সমস্যা হলো, সন্দেহভাজন দায়ীদের ব্যাপারে যথেষ্ট শক্ত হাতে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

গত এক বছরে আলাপ-আলোচনা করে বিশ্বব্যাংকের আস্থা আনতে পারতো সরকার।” (সূত্রঃ ‘তিন অর্থনীতিবিদের প্রতিক্রিয়া’, প্রথম আলো, ১ জুলাই ২০১২)।

ড. সাদিক আহমেদ

ভাইস চেয়ারম্যান, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ; বিশ্বব্যাংকের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা; বিআইডিএস-এর প্রাক্তন অর্থনীতিবিদ।

- “বিশ্বব্যাংক যেসব শর্ত দিয়েছে, তার মধ্যে ছিল সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া। দুজন শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রেও একই শর্ত ছিল এবং সরকার তা মেনে নিয়েছে। আরেকটি শর্ত হচ্ছে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত। সেতুতে অর্থের প্রধান চারটি জোগানদাতা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপানের জাইকা এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক। এরা যে যে খাতে অর্থের জোগান দেবে, সেসব খাতে কন্ট্রাক্ট প্রদানসহ যাবতীয় কাজের মূল ভার থাকবে তাদের ওপর। বাংলাদেশ সরকারের অংশগ্রহণ অবশ্যই থাকবে, তবে মূল ভূমিকায় যে দাতারা চলে আসবে সেটা এক রূপ নিশ্চিত। এ ধরনের পদক্ষেপকে সরকারের স্বাগত জানানো উচিত। এভাবে সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে পাইপলাইনে উন্নয়ন সহযোগীদের অঙ্গীকার করা যে প্রায় সাড়ে ১২০০ কোটি ডলার পড়ে আছে, তা ব্যবহারেরও একটি পথের দিশা মিলতে পারে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা সামগ্রিকভাবে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তা কখনও কেউ একবাক্যে মেনে নেয় না। প্রত্যেকেরই বলার কিছু

থাকে। ...বাংলাদেশ সরকারের জন্য এটা এক দারুণ সুযোগ। ...ফলে দেশ-বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং ক্ষমতার বাকি সময়ে বড় বড় আর্থসামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারবে। ...তাই শুধু পদ্মা সেতুতে নয়, অন্য বড় প্রকল্পেও তারা ঋণ জোগাতে আর দ্বিধা করবে না। বিশ্বব্যাংকের বাইরেও যেসব উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা রয়েছে, তাদের ওপরেও এর বিপুল প্রভাব পড়বে। বিশ্বব্যাংকের ঝুঁকিটাও এখানে। তারা যদি দুর্নীতি-অনিয়ম প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে সেতু নির্মাণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব এবং একই সঙ্গে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে বাংলাদেশ। ...ঋণ প্রদানের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করবে, সেটা সহজভাবে মেনে নিয়ে তাদের সুপারিশ-পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই কাঙ্ক্ষিত হবে। কোনো একটি পর্যায়ে ভুল হয়ে থাকলে সেটা সংশোধনের সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এটাকেই আমি বলতে চাই উইন উইন পরিস্থিতি। ...তাহলে পদ্মা সেতু তো হবেই না, দেশ-বিদেশে সবাই বিশ্বাস করবে অভিযোগ যথার্থ এবং এর পরিণতি হবে বর্তমানে ক্ষমতাসীনদের জন্য অভাবনীয়। এর জের চলবে অনেক বছর। ...পিছিয়ে গেলে সেতুও হারালাম, বদনামের কলঙ্কতিলক আরও ভালোভাবে কপালে লেপ্টে যাবে। এমন পরিস্থিতিকেই আমি বলতে চাইছি 'লস লস'।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতুঃ উইন উইন নাকি লস লস?', পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই), ৩ অক্টোবর, ২০১২)।

- "I have written and spoken a lot on the issue of the Padma Bridge and my biases are well

known. I continue to believe that the design, financing and implementation plan agreed by the government of Bangladesh with the international consortium of donors led by the World Bank is the first best option. We now know the government has decided to withdraw this financing request. This is unfortunate as I believe the process agreed by the government with the World Bank in September 2012 to resolve the longstanding dispute regarding corruption was appropriate and fair. There is now a search for alternative options to build this critical infrastructure. Lots of ideas are floating around in the print media and in the TV discussions. A populist idea is to fund and implement the bridge through own resources. This sounds patriotic and appears as an easy-to-do option. However, I will argue below that going this route has serious downside risks. Instead, there is a better option that must be explored vigorously before venturing into this highly risky domestic option. First and foremost, capacity constraints are a serious impediment to development in Bangladesh. ...Second, we are acutely aware of the serious funding constraint in the national budget. Already there are many budgeted development programmes that face a

shortage of resources. Squeezing those programmes to divert resources for Padma bridge can present major implementation problems for those projects. Third, the budget faces substantial downside risks. Revenue collection targets are not likely to be met. Despite some adjustments in energy prices, the subsidy bill is large. Finally, the treasury is facing a huge contingent liability owing to the Hall-Mark scam. ...Fourth, the idea of tapping resources from the foreign reserves of the Bangladesh Bank is not a sound proposal. Reserves by definition are intended to provide a cushion from downside risks. ...Additionally, there are serious downside risks to garment exports emerging from the poor labour safety standards in many factories. ...If a home-grown solution is not the way to go, what is a viable option? I believe the second-best option is to seek bilateral assistance for Padma bridge financing and implementation on a turn-key basis.” (Source: ‘The Padma bridge options’, Policy Research Institute, 7 February 2013; ‘The Padma bridge options’, The Daily Star, 7 February 2013.

অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক; সাবেক নির্বাহী পরিচালক সিপিডি; সিপিডির বর্তমান ডিস্টিংগুইস্‌ড ফেলো।

- "বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক ঘোষণা বাংলাদেশের চলমান বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু নতুন বড় ধরনের কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলেই দুর্নীতির কথা উঠবে। দাতা সংস্থাগুলো পদ্মা সেতুর দুর্নীতির বিষয় তুলে বিভিন্ন শর্ত দিতে চাইবে। বাংলাদেশকেও নানা ধরনের নিশ্চয়তা দেয়া লাগবে। ...পদ্মা সেতু হলে ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়ত। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়ত। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেল। ...এ মুহূর্তে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু শুরু করা হলে দেশের অন্যসব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে কাজগুলো করা যেতো সেগুলো আর হবে না।" (সূত্রঃ 'বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্তে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে', দৈনিক সংবাদ, ১ জুলাই ২০১২)।

সিরাজুর রহমান

বিবিসি বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান; পাক্ষিক ব্রিটিশ দর্পণের সাবেক সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক খণ্ডকালীন উপ-সম্পাদক।

- "শেষ ভরসা ছিল পদ্মা সেতু। সরকারের আশা ছিল সেতু তৈরি সম্ভব না হলেও শেখ হাসিনার নামাঙ্কিত মার্বেল ফলক বসবে পদ্মার এ-তীর আর ও-তীরে। বিভিন্ন মহলের

আশা ছিল কয়েক হাজার কোটি টাকা পকেটে পুরে তারা গোঁফে তা দেবে। ওদিকে জনগণকে তারা ভাঁওতা দেবে, বলবে সেতুর কাজ তো শুরু হয়ে গেছে, আরেকটা দফা ভোট দাও, সেতু তৈরি হয়ে যাবেই। পাঁচ বছর মেয়াদের শেষ বছরে এসে এটা এখন প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারের বাঁধা গৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোট দাও, ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ভোট দিয়ে দাও, ২০১২ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। চার বছরে তারা শুধু লুট করেছে, কিছুই দিতে পারেনি দেশকে। বাকি ১১ মাসেও কিছু দিতে পারবে না। সুতরাং ভাঁওতাবাজি দিয়ে আবার গদি পাবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে তারা। ...বাংলাদেশের মানুষকে কি তারা পাঁঠা পেয়েছে? তারা কি জানে না যে দেশে আরো একটা দল আছে, তারা চারবার ক্ষমতায় ছিল, তাদের নেত্রী জনসাধারণের ভোটে তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন? তারা কি এ কথা জানে না যে, বিশ্বব্যাংক বিএনপির এবং খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির লিখিত অভিযোগ ও প্রমাণ পেশ করেনি এবং বিএনপি আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে পদ্মা সেতু এবং অন্যান্য প্রকল্পের জন্য ঋণ দিতে বিশ্বব্যাংক দ্বিধা করবে না? অর্থাৎ পরিকল্পিত পদ্মা সেতু নির্মাণের বেশি সম্ভাবনা বিএনপি সরকারের আমলে। তা ছাড়া সম্প্রতি বেইজিং সফরকালে খালেদা জিয়া পদ্মার ওপর দ্বিতীয় একটি সেতু তৈরির অর্থায়নের প্রতিশ্রুতিও নিয়ে এসেছেন। মনে রাখতে হবে, যমুনা নদীর ওপর বাংলাদেশের বর্তমান বিশাল সেতুটি তৈরি হয়েছিল খালেদা জিয়ার সরকারের আমলেই। পরে ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা তার কপালে পিতার নামের ফলক লাগিয়ে দেন

মাত্র। ...‘নিজস্ব সম্পদ’ থেকে পদ্মা সেতু তৈরির কথাবার্তা আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র। আর দেশের জনসাধারণকে হাইকোর্ট দেখানোর অপচেষ্টা। এই হাইকোর্ট দেখানো কথাটার উৎপত্তি বুঝিয়ে বললে রস উপভোগে সহায়তা হবে আশা করি। বহুকাল আগে, তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে এক ‘বাঙ্গাল’ কলকাতায় বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। দেশ থেকেই সংকল্প করে গিয়েছিল যে, ওখানে হাইকোর্ট দেখবে সে। বন্ধু নিজেও কখনো হাইকোর্ট দেখেনি, হাইকোর্ট কোথায় জানেও না। এক দিন যেতে যেতে সে দেখল ট্রাম যাচ্ছে, ট্রামের মাথায় গন্তব্য লেখা ‘হাইকোর্ট’। বন্ধুকে বলল, ওই দ্যাখ হাইকোর্ট। বাঙ্গাল বলল, কোথায়? বন্ধু বলল, ওই যে! ওই দ্যাখ, ঠ্যাং উঁচু করে খট্ খট্ করে চলে যাচ্ছে।” (সূত্র: স্বপ্নের কুসুম দিয়ে মহাকাশে সেতু তৈরি করবেন প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১২ জুলাই ২০১২)।

সাদেক খান

সাবেক উপসম্পাদক, দৈনিক সংবাদ; সাবেক সম্পাদক, উইকলি হলিডে; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

- “অর্থমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে সাংবাদিকদের বেনামি ব্রিফিং দেওয়া হলো– পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিমই এখন ভরসা, এ ভাবনা মাথায় রেখে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। সে অনুযায়ী কাজও শুরু করেছে। কিন্তু সেই আশারও বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে

বিশ্বব্যাকের নয়া প্রধান জিম ইয়ং কিম ৩ জুলাই সরাসরি বলে দিয়েছেন, পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের মঙ্গলের বিষয়ে আমরা সজাগ। কিন্তু বিশ্বব্যাংক কখনো দুর্নীতি সহ্য করে না।” (সূত্রঃ ‘জাতিরাষ্ট্রের উন্নয়ন ভাগ্য নিয়ে তামাসা’, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৭ জুলাই ২০১২)।

আমানউল্লাহ কবির

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক ব্যবস্থাপক; সাবেক সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ।

- “নির্বাচনী চিন্তা মাথায় রেখেই সরকার এ বিষয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুচ্ছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকার অন্তত দেখাতে চায় যে তারা পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরেছে”। (সূত্রঃ পদ্মা সেতুঃ নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক?, বিবিসি বাংলা, ১৬ জুলাই ২০১২)।

এস. এম. রাশেদ আহমেদ

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত; কসোভোতে জাতিসংঘের প্রাক্তন রিজিওনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।

- “What the WB asked is an accepted practice in the conduct of such investigations and the onus clearly depends on the government to disprove

the allegations of corruption. I felt then that the government would seize this opportunity and take necessary actions suggested by WB to vindicate its stance on no corruption being involved – as is expected from a democratically elected government; where transparency and accountability should be at the core of good governance. ...To my surprise, instead of going by the norms and practices, the government chose to look for scapegoats to divert attention from its refusal in taking action and going public on the issue. And the scapegoat again, unfortunately, was Prof. Yunus – who, as alleged by the government, influenced the WB to cancel the loan. ...I hope the government succeeds in its bid to renegotiate the cancelled loan, which would be in the best interest of the country. In case it fails, the government should nevertheless make every effort to maintain a good working relationship with the World Bank. ...If the government decides to implement the Padma Bridge Project by raising domestic finance, it may face difficulties as the project has become controversial in public opinion; it may also assist corrupt elements to indulge in 'chandabazi/ donations,' this would alienate the public further; placing the future of the project in jeopardy. Other negative

implications have been pointed out by our experts. ...This is no time for rhetoric; personal animosity and disunity. It is time for national consensus backed by commitment and action to lift Bangladesh from the present gloom and despondency and to prevent its possible downward slide into an uncontrollable spiral of chaos, violence and conflict to achieve the goal for which we fought the War of Liberation.” (Source: ‘Padma Padma Bridge: Negotiated settlement or social business option’, The Daily Star, 2 August 2012).

অধ্যাপক ড. শাহ্দীন মালিক

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী; ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক; সিপিডি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য; ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের অ্যাডজাংক্ট ফ্যাকাল্টি।

- “...কিছুদিন আগে ভীষণভাবে সরকারপন্থী এক অর্থনীতিবিদ ফলাও করে বললেন, দেশি অর্থায়নে চার-চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। শুনে গর্বে বুক ভরে গেল। স্বপ্নীল চোখে চার-চারটা পদ্মা সেতু দেখতে দেখতে ঠিক করে ফেললাম, সেতু চারটি পাঁচ-সাত কিলোমিটার দূরে দূরে হলে হবে না, তাতে সেতুগুলো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দেখা যাবে না। একটি সেতু থেকে অন্যটির মধ্যে দু-চার শ মিটারের বেশি ফারাক থাকবে না,

যাতে নদীর পাশের উঁচু কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চার-চারটা সেতু দেখা যায়। দরকার হলে উভয় পাড়ে উঁচু করে মাটি দিয়ে ঢিবি বা ছোট টিলা করে চারটা সেতু যাতে একসঙ্গে দর্শনার্থীরা দেখতে পারে, এ ব্যবস্থা করতে হবে. ...দেশীয় অর্থায়নে যেহেতু চারটা সেতু হবে, সেহেতু একটা সেতু থাকবে খাস দেশি যানবাহনের জন্য। প্রথম সেতু দিয়ে পার হবে শুধু রিকশা, ভ্যান, গরু গাড়ি ও মহিষের গাড়ি। দ্বিতীয়টা থাকবে সিএনজি, নসিমন, ভটভটি, দেশি ব্যাটারিচালিত যান ইত্যাদির জন্য। ভাবছি, ঘোড়ার গাড়ি প্রথম না দ্বিতীয়টা দিয়ে পার হবে। ...পদ্মা সেতু দেশি অর্থায়নে হবে না। সম্ভব নয়; বিশেষত যখন সৈয়দ আবুল হোসেনের মতো দেশপ্রেমিকদের সরকার এত বেশি মূল্যায়ন করে।" (সূত্রঃ 'বীরদর্পে ভোঁ-দৌড়', প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০১২)।

ড. জায়েদ বখত

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক; বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি'র সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা; সোনালী ব্যাংকের সাবেক পরিচালক; অগ্রণী ব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান।

- "পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিল করায় সরকারের জন্য ইমেজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি করতে হলে এ সরকারের মেয়াদকালে আর সম্ভব হবে না। এছাড়া মালয়েশিয়া বা অন্য কোন দেশ থেকেও সহজ শর্তে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সরকারের সামনে বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী ছাড়া বিকল্প আর কিছু না থাকার কারণে নিজস্ব

অর্থায়নের দিকে যাচ্ছে। এর ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। চাপ পড়বে রিজার্ভের ওপর। টাকার মান কমে যাবে। বৈদেশিক মুদ্রা জোগান দিতে সভরেন বন্ডে গেলে সাড়ে ৩ শতাংশ লাইবর রেটের সাথে আরো ৪ থেকে ৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হবে। এতে সেতুর নির্মাণ খরচ বেড়ে যাবে। তাছাড়া এই বন্ড কতটা বিক্রি করা যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। ফলে সার্বিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য উন্নয়ন খাতের অর্থায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। একবার কাজ শুরু করে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা যাবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তবে সরকার যদি কোন দিকে কর্ণপাত না করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করতে যায়, তাহলে দুর্নীতির বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। কারণ যে অভিযোগে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্প থেকে সরে গেছে সেখানে দুর্নীতির বিষয়টি নজরদারিতে রাখতে হবে। সুপারভিশন বাড়াতে হবে। মালয়শিয়ার অর্থে পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্প নির্মাণ না করাই ভাল। এতে খরচ অনেক বেশি পড়বে। পৃথিবীর কোনো দেশে এ ধরনের বড় প্রকল্প অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমার অনুরোধ, সরকার যেন এই কাজটি না করে। ...আমরা (সরকার) কেন বুঝতে পারছি না, বিশ্ব ব্যাংকের সদস্য আমরা (বাংলাদেশ)। সংস্থাটির কাছে আমাদেরও দাবি আছে। সেই দাবিই যুক্তিযুক্তভাবে উত্থাপন করা উচিত।” (সূত্রঃ ‘পদ্মা সেতু : নতুন সরকারের অপেক্ষা’, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৩ জুলাই ২০১২)।

- “contractors would easily get their bills cleared if the World Bank were involved in any project, so the contractors felt comfortable to work in such projects. If the government builds the bridge with its own funds, big contractors may not take part in the bidding process out of apprehension that their payments would get stuck. ...Now, a new design has to be finalised afresh. Whether there will be railway tracks in the project, who will make the design, who will finance the sources of funds– everything has now landed in uncertainty. ...We’ve to keep in mind that years pass one after another but we fail to complete construction work of a flyover. Then how we can implement such a mega project like the Padma bridge?” (Source: ‘Bridging Padma a huge challenge’, bdnews24.com, 2 February 2013).

অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর (২০১০-২০১৪); বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রাক্তন অধ্যাপক; বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়াটার কাউন্সিল এবং ইন্দো-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের সদস্য।

- “One should not consider only the financing aspect and should take the entire project into consideration. My biggest fear is cost overrun.

Even if the government can manage financing, there must be trust among all stakeholders.” (Source: ‘Padma bridge won't be profitable without WB’, bdnews24.com, 29 July 2012).

- “পদ্মা সেতুর মতো বড় প্রকল্পগুলোর ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তির দলিলাদি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না হলে ভবিষ্যতে খারাপ হবে। কেননা চুক্তির দলিলাদির ফাঁকফোকরে অনেক অর্থের অপচয় হয়।” (সূত্রঃ ‘নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সংশয়’, প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১২)।

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ

বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব; পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য; প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

- “The construction of bridges in Bangladesh has never been an easy affair nor has it been without controversies. Funding has always been a central problem along with inordinate delay and corruption. Heavy dependency on foreign funds compounded with crude conditionalities remains the prime reason behind all these delays and controversies as well as corruptions. Of late, funding the Padma Bridge has given rise to such a controversy. A debate on self-financing the bridge has also followed. Having looked into the pros and cons of self-financing, I will try to

show that self-financing the biggest bridge of the country does not sound realistic at all. ...The concessionaire will construct the bridge, secure necessary financing and operate, manage and maintain the toll, collect revenues and transfer the facilities back to the government at the conclusion of the concession period. The main advantage of BOOT is that the government has no funding responsibilities; the disadvantage is that the government loses control over the assets for the concession period. The project may also not attract private investors, unless the toll is set high, which would then deny the *bonafide* benefits of the bridge to the users. In this context the financial return of the Padma Bridge would be low. ...The importance of this bridge can hardly be overemphasized. Therefore, the government must think it over all again and should come up with the most pragmatic plan for funding this project." (Source: 'Padma Bridge: Dream Vs Reality; Self-financing the Padma bridge sounds more like a chimera than a realistic plan', The Daily Star, 8 August 2012)

ড. ইফতেখারুজ্জামান

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক; বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সাবেক নির্বাহী পরিচালক; রিজিওনাল সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক।

- "সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা করা প্রয়োজন, একই সঙ্গে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনা সরকারের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। সরকার যাতে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুখ না ফেরায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অর্থায়ন বন্ধ করে সরকার এবং দেশের মানুষকে কষ্ট দেয়ার অধিকার তাদের নেই। দুর্নীতি হয়ে থাকলে সেখানে তাদেরও দায়িত্ব আছে। অর্থায়ন বন্ধ না করে দুর্নীতির তদন্ত এবং নির্মাণের কাজ একই সঙ্গে চলতে পারতো।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিলে প্রতিক্রিয়া', দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুলাই ২০১২)।

- "বাংলাদেশ সরকারকে অবশ্যই দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকারের প্রবণতা পরিহার করতে হবে। অভিযোগ ওঠার পর সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাই কেবল প্রশ্নবিদ্ধ করেনি, উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছে। সরকারের এই বিপজ্জনক নীতি বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দরকষাকষিতে সরকারের অবস্থান দুর্বল করেছে।" (সূত্রঃ "সরকার উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছে", প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

- "The government's initiative to secure funds for the Padma bridge from alternative sources may be perceived as a way to divert the attention

from the allegation of corruption, but even if it succeeds, it would not help the credibility crisis that the government faces.” (Source: ‘TIB asks WB to review decision, *Calls for judicial probe into graft allegations,* The Daily Star, 25 December, 2012).

- “Much has been talked about and written on the Padma Bridge project since it became clear that the government of Bangladesh succeeded in negotiating the $2.9 billion loan agreement with 4 donors led by the World Bank (WB). Where the fate of the project stands today is anybody's guess. The WB is expected to soon come up with another statement with one of three possibilities on the basis of their assessment of the stance taken by the Anti-Corruption Commission (ACC) regarding the alleged conspiracy of corruption in connection with the appointment of a consultant for the project. One possibility could be that they would be satisfied with the "progress" made by ACC as a result of which seven people are being investigated while two remain listed as "suspects." Hence, they could come back happily. Such a scenario, quite unlikely though, could be a cause to celebrate. The second possibility is that WB may find key suspects in their understanding off the hook. Judging by the strong stance they took directly

against the former communication minister, in this instance they would be short of patience, and hence no more Padma talks. A third possibility is a combination of the two while they may not accept or reject the ACC stance, and for that matter that of the government, they may decide to observe how the investigation proceeds, and hence they could indicate that doors are not closed yet. That would practically drag the process beyond the tenure of the present government.” (Source: ‘Padma Bridge: Between denial and dadagiri?’ The Daily Star, 25 December, 2012).

বদরুদ্দীন উমর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক; সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল; বাংলাদেশ লেখক শিবিরের কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য।

- “ ...ঘরের চোর-ঘুষখোরকে প্রশ্রয় দেয়া এবং বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সহজ পথ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী এখন যে পথ ধরেছেন তাতে পদ্মা সেতু তো হবেই না, উপরন্তু বর্তমান শাসক শ্রেণীর কাঠামোর মধ্যেও জনগণের জন্য যতটুকু করা সম্ভব হতো সেই সম্ভাবনাকেও জলাঞ্জলি দেয়া হবে।” (সূত্র: ‘চুরি ঘুষ দুর্নীতির সঙ্গে আহাম্মকির বিস্তার ঘটছে’, দৈনিক আমার দেশ, ১৯ জুলাই ২০১২)।
- “ ...পদ্মা সেতু প্রকল্পকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি এখন নতুনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বব্যাংক ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ সংস্থা এডিবি ইত্যাদি দুর্নীতির অভিযোগ এনে পদ্মা প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সকলের কাছে এর জন্য গঠিত তহবিলে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই আহ্বান যে চাঁদাবাজিকে উৎসাহিত করবে ও বাড়িয়ে তুলবে এটা জানা কথা। ...শুধু বিশ্বব্যাংকই নয়, এডিবি ও জাপান সরকারও এই একই দাবি করায় বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীল সরকার এখন ঋণদাতাদের মেজাজ নরম করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। ...অবস্থা দেখে মনে হয় শুধু এই একটি শর্তই নয়, অন্যান্য শর্তও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েই সরকারকে আবার বিশ্বব্যাংক, এডিবি ইত্যাদির দ্বারস্থ হয়ে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হবে।" (সূত্রঃ 'পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য চাঁদাবাজি', দৈনিক সমকাল, ২৪ জুলাই ২০১২)।

- " ...এ ধারণা কত অর্বাচীনসুলভ এটা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। আগামী নির্বাচন সামনে রেখে ভোটারদের দিকে তাকিয়ে জাতীয় সংসদে ও তার বাইরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের যত কথাই বলুন এবং বিশ্বব্যাংককে দুর্নীতিবাজ ইত্যাদি বলে যতই বাজার গরম করার চেষ্টা করুন, তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, এ কাজ তাদের মতো সরকারের দ্বারা, তাদের শ্রেণীর লোকদের দ্বারা সম্ভব নয়। ...এসব হিসাব সরকারি লোকজন, সরকারে অনুগৃহীত লোকজন ও সুবিধাবাদী কতগুলো বামপন্থী দলের নেতারা উপলব্ধি না করলেও অথবা উপলব্ধি না করার ভান করলেও জনগণের সচেতন অংশের এ নিয়ে কোন সংশয় নেই।" (সূত্রঃ 'পদ্মা

সেতু প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সরকারের দুর্নীতি ও ধোঁকাবাজির লেজেগোবরে অবস্থা', দৈনিক যুগান্তর, ২৯ জুলাই ২০১২)।

- " ...'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ কোন ব্যাপারই নয়' বলে প্রধানমন্ত্রী যে আস্ফালন করেছিলেন সেটা যে কত হাস্যকর এবং অবাস্তব ছিল, এ নিয়ে এখন আর কারও দ্বিমত থাকার উপায় নেই। শুধু তাই নয়, দুর্নীতিবাজদের রক্ষার শত চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সরকার যেভাবে বিশ্বব্যাংকের একের পর এক শর্ত মেনে নিয়ে নতি স্বীকার করল, সেটা যে তাদের পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতিরই স্বীকৃতি এ বিষয়েও এখন কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। বিশ্বব্যাংকের সামনে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে নিজেদের অথর্বতা প্রমাণ করল এর কারণ তাদের অদৃষ্টপূর্ব ও লাগামহীন দুর্নীতির মধ্যেই নিহিত ও দুর্নীতি শীর্ষ দেশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে নিচের দিকে সর্বস্তরে ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ...প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতুর ব্যাপারে কত রকম দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলে অবস্থা ঘোলাটে ও জটিল করেছিলেন সেটা শুধু দুর্নীতিবাজদের রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।" (সূত্রঃ 'সব শর্ত পূরণের পর বিশ্বব্যাংক ফিরে এলো', দৈনিক যুগান্তর, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

ফরহাদ মজহার

পলিসি রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (উবিনিগ)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক; চিন্তা পত্রিকার সম্পাদক।

- " ...হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে বিশ্বব্যাংক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং মুনাফা অর্জন করাও তাদের একটা লক্ষ্য। তবে,

কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। বিশ্বব্যাংককে একটি বিশেষ ধরনের অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান বলা যায়। বিশ্বব্যাংক মুনাফা অর্জনের জন্য বিশেষ ধরনের কিছু শর্ত চাপিয়ে দেয়। বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল যার কথাই বলুন না কেন, তাদেরকে যদি আমরা সমালোচনা করতে চাই তাহলে বলতে হবে তাদের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তারোপ করা হয়ে থাকে, যা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে থাকে না। কিন্তু, বিনা কারণে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ তুলবে এবং ঋণ চুক্তি বাতিল করবে এটা নিঃসন্দেহে হতে পারে না। বিশ্বব্যাংক কেন বিনা কারণে এ অভিযোগ তুলবে! তবে, বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার বহু জায়গা রয়েছে এবং বহু বিষয়ে আমরা বিশ্বব্যাংককে সমালোচনা করেছি। কিন্তু, পদ্মা সেতু ইস্যুতে আমি তো সমালোচনা করার মতো কিছু দেখছি না। ...বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সঙ্গে পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে। ফলে, এটা অত্যন্ত গুরুতর একটা অভিযোগ। সরকার শুধু মুখে বললেই হবে না– এটার সাথে পুরো রাষ্ট্রের স্বার্থ, বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। তা ছাড়া, এর সাথে দেশের যে ভাবমর্যাদা জড়িত তা বর্তমান সরকার নষ্ট করেছে। এটাকে শুধু কেলেঙ্কারি বলা যাবে না এটা একটা গুরুতর রাজনৈতিক ও নৈতিক অপরাধও বটে।” (সূত্রঃ ‘দুর্নীতি হয়েছে এটা বিশ্বব্যাংক একা বলেনি’, বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৫ জুলাই ২০১২)।

অধ্যাপক ড. স্বপন আদনান

এসওইএস (SOES), ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের অধ্যাপক; ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (সিঙ্গাপুর)- এর প্রাক্তন অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক।

- "বিশ্ব ব্যাংক পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে সরে গেলে বাংলাদেশের পক্ষে আপাতত অগ্রসর হওয়া কঠিন। প্রযুক্তি এবং সংগঠনের অভাবও একটা বড় সমস্যা। শর্ত পূরণ না হলে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন হবে না। বাংলাদেশের সামনে সীমিত পথ খোলা আছে। বিশ্ব ব্যাংকের শর্ত সঠিকভাবে মেনে নেওয়ার একটা পথ ছিল। যে কোনো কারণেই হোক, বর্তমান সরকার সেটা করতে রাজি নয়। এই অবস্থায় সরকারের একজন মন্ত্রী মালয়েশিয়া-ভারত কনসর্টিয়াম বা এ ধরনের যৌথ আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে সুদের উচ্চ হার বড় সমস্যা হতে পারে। বিশ্বব্যাংকের সহজ শর্তে ঋণের তুলনায় সেই অর্থায়নের মূল্য হবে অনেক বেশি। এই পথে এগোলে দেশের ওপর আরও বড় ঋণের বোঝা চাপবে। পুনর্নির্বাচনের আশায় সরকার হয়তো যেকোনো পথে এগিয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রতীকী সূচনা শুরু করার পথে চলতে পারে। তবে বাংলাদেশের মানুষ হয়তো এত বোকা না, যে তারা এই অবস্থায় প্রকল্পের বাস্তবায়নের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করবে। বাংলাদেশের নিজের অর্থায়নে প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হওয়াটা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও প্রযুক্তি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্বল। এত বড় মাপের প্রকল্প বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই।" (সূত্র:

‘নিজস্ব অর্থায়ন হলেও পদ্মা সেতু গড়া কঠিন’, ডয়েচে ভেলে কোলন, জার্মানি, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)।

ড. কে. এ. এম. শাহাদত হোসেন মন্ডল

সাবেক প্রো-ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস।

- “ ...দেশ ও জাতির ভাবমূর্তির স্বার্থে এবং পদ্মা সেতু নির্মাণের খাতিরেই সরকারকে একগুঁয়েমি, আক্রমণাত্মক ভাষা ও দম্ভোক্তি পরিহার করে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সমঝোতায় আসতে হবে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জুলাই ২০১২)।

ফয়জুল কবির খান

সাবেক সচিব, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ফাইন্যান্সিং লার্জ প্রজেক্ট বইয়ের সহ-লেখক।

- বাংলাদেশে সম্পদ সীমিত। সুতরাং দেশীয় অর্থ থেকে পদ্মা সেতু করলে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ কমবে। আবার প্রবাসী আয় এই খাতে ব্যয় করলে অন্যান্য খাত বঞ্চিত হবে। কেননা, এসব প্রবাসী আয় অন্য কাজে ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং দেশীয় সম্পদ ব্যবহার

করলে এর প্রভাব কী পড়বে, তার একটি পর্যালোচনা প্রয়োজন, (সূত্রঃ দেশীয় অর্থে পদ্মা সেতুঃ দায় নিয়ে ভাবনা কম, দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ জুলাই ২০১২)।

বেগম খালেদা জিয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির বর্তমান চেয়ারপারসন।

- "পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন বাতিল করায় পদ্মা সেতু না হওয়ার জন্য সরকার, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিবার দায়ী। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করে প্রমোশন দিয়েছেন। তার মন্ত্রীরা দুর্নীতিগ্রস্ত। শেষ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংকও দুর্নীতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। এখন কি বলবেন প্রধানমন্ত্রী? তারা দুর্নীতি করেননি? কানাডা থেকে মানুষ এসেছে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির বিষয়টি তদন্ত করতে। কানাডা বলছে, দুর্নীতি হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে, দুর্নীতি হয়েছে। অথচ সরকার বলছে, দুর্নীতি হয়নি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সরকারকে বলেছে, যেসব মন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের সরান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করেছেন। এখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে, তারা আর টাকা দেবে না। সরকার যতই বলুক, এ সরকারের আমলে আর পদ্মা সেতু হবে না। আগামীতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে মাওয়া এবং দৌলতদিয়া দিয়ে দুটি পদ্মা সেতু আমরা করবো। আমাদের টাকা পেতে কোন সমস্যা হবে না। কারণ বিদেশী সংস্থাগুলো জানে, আমরা অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কাজ করি। আমাদের আমলে আমরা বিদেশীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে অনেক সেতু

করেছি।” (সূত্রঃ ‘এ সরকারের আমলে আর পদ্মা সেতু হবে না: খালেদা’, দৈনিক মানবজমিন, ৩০ জুন ২০১২)।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ

সাবেক মন্ত্রী ও সাংসদ: বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য; বাংলাদেশ সরকারের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট।

- “নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার কল্পনা বিলাস বাদ দিন। ...এসব চিন্তা বাদ দিয়ে বাস্তবতা বুঝে বিশ্বব্যাংকের আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করুন।” (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ জুলাই ২০১২)।

- “সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্ম সেতু করার চিন্তা পুরোপুরি অবাস্তব। এ ইস্যুতে সরকার ভারসাম্য হারিয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। তাই কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবে, তা নিয়ে সরকার একেকবার একেক রকম বক্তব্য দিচ্ছে। যে সরকার রাস্তাঘাটের সংস্কার করতে পারে না, সেই সরকার এত বড় একটি কাজ করতে পারবে, অবিশ্বাস্য। পদ্মা সেতুর জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো প্রযুক্তি নেই। এসব বাইরে থেকে আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী-আয় অনেক বাড়াতে হবে। সরকারকে এই কল্পনা বিলাসিতা ছাড়তে হবে সরকার দুর্নীতি করেছে আর মানুষ এর খেসারত দেবে, তা হতে পারে না। এই সরকার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে। এই যুদ্ধে সরকার পারবে না। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে

বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব নয়।" (সূত্র: 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার চিন্তা অবাস্তব', দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১২)।

ড. এম ওসমান ফারুক

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী (২০০১-২০০৬); সাবেক সাংসদ; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক; বিশ্বব্যাংকের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা; বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) রাজনীতিবিদ; সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা।

- "এটা দুঃখজনক। সরকারের অপকর্মের কারণে গোটা জাতি ও দেশের ওপর কালিমা লেপন হয়েছে। সংস্থাটির অর্থায়ন বাতিল হওয়ায় আমি দুটি কারণে দুঃখিত। প্রথমত বিএনপি পদ্মা সেতুর যে কাজ শুরু করে এসেছিল, তার নির্মাণ এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত এই রকম একটি বৃহৎ প্রকল্প নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংকসহ দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে কম সুদে ঋণ পাওয়া যেত। তা আটকে গেল। আমি জানি, বিশ্ব ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা যথেষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযোগ তুলে থাকে। যখন তারা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে, সরকার তা আমলেই নেয়নি। সরকারের উচিত ছিল, সুষ্ঠু তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া। সরকার আত্মসমালোচনা করে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ মূল্যায়ন করবে। সুষ্ঠু তদন্ত করে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ করে এই সেতুতে অর্থায়নে ব্যবস্থা নেবে। সরকার জেদের বশে মালয়েশিয়ার কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিচ্ছে। এটা দেশের মানুষের কাছে

গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ চড়া সুদে ঋণের ভার এদেশের মানুষকেই বহন করতে হবে।” (সূত্রঃ ‘পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিলে প্রতিক্রিয়া’, দৈনিক সংগ্রাম, ১ জুলাই ২০১২)।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

মহাসচিব, বিএনপি

- “The government decision to construct Padma bridge with local fund is unrealistic and it would not be able to build the bridge. The World Bank cancelled the Padma bridge project due to corruption of the government. The government was making conflicting statements on the bridge funding to defend itself. Once said it would ask the World Bank to reconsider the loan cancellation. Then it said it would construct the bridge with local fund. Padma bridge would get the highest priority if BNP was voted to power. We will build it with the help of the World Bank and other donor agencies. BNP would construct two bridges over the Padma river.” (Source: ‘Padma bridge with local fund is not feasible’, The Daily Star, 12 July 2012).

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য

- "কিছু স্পর্শকাতর ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন থেকে জাতিকে বঞ্চিত করেছে। এখন নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের নামে নামফলকের ইট-বালু জোগাড় করে জনগণকে ধোঁকা দিতে চায় সরকার। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক। নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়, এটি কেউ বিশ্বাস করে না। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংককে অর্থায়নের জন্য করা অনুরোধ ফিরিয়ে নিয়ে সরকার অবিবেচকের মতো কাজ করেছে। সময়মতো দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে এই সমস্যা হতো না। কেবল সরকারের একগুঁয়েমির জন্য দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ পদ্মা সেতু থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।" (সূত্রঃ 'সরকার ধোঁকা দিতে চায়', প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী (২০০১-২০০৪); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য; চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন চেয়ারম্যান; চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সাবেক সভাপতি; সাবেক সংসদ সদস্য (১৯৯৬-২০০৬)।

- "ভাড়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ায় অর্থনীতির তথা সরকারি তহবিলে রক্তক্ষরণ হয়েছে, জ্বালানি আমদানিতে বিপুল ভতুর্কি দিতে হয়েছে। নোট ছাপিয়ে অর্থের যোগান দিতে হয়েছে। এতে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।

এখন নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে একই পরিণতির কথা চিন্তা করতে হবে। ... কাউকে খুশি করতে রাজনৈতিক জনপ্রিয় কথা বলার জন্যই কি নিজস্ব অর্থায়নের কথা বলা হচ্ছে?” (সূত্রঃ ‘নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সংশয়’, প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০১২)।

- “The consequences of building the bridge with domestic financing will be disastrous like it happened with rental and quick rental power plants. Economy came under pressure when the government started providing subsidies for implementing the rental and quick rental power plants with funds from local banks. Both internal borrowing and interest rate went up; banks began to face a liquidity crisis, and inflation soared. Investment also dropped significantly. The same thing will happen with the Padma bridge project.” (Source: ‘Economists against Padma bridge with local funds’, The Daily Star, 30 July 2012).

এ বি এ মুবীন

যমুনা সেতুর সাবেক প্রকল্প পরিচালক।

- “অনেকে পুঁজিবাজার থেকে পদ্মা সেতুর অর্থায়নের কথা বলেন। কিন্তু ব্যাংকিং খাতের ওপর পুঁজিবাজার উচ্চমাত্রায়

নির্ভরশীল। ব্যাংকগুলো পুঁজি উঠিয়ে নিলেই বাজারে ধস নামে।" (সূত্রঃ 'দেশীয় অর্থে সেতু নির্মাণ করা সহজ হবে না', বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৯ জুলাই ২০১২)।

ফারুক মঈনউদ্দীন

ব্যাংকবিষয়ক বিশ্লেষক।

- " ...এই বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেওয়ার সেতুটি নিয়ে দুই বছর ধরে সরকার বনাম বিশ্বব্যাংকের মধ্যে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল, সেটার সমাপ্তি ঘটল মাত্র। সাধারণত এ জাতীয় ক্ষেত্রে স্বস্তি আসে, কিন্তু এই সমাপ্তিটি ঘটল মানুষের মধ্যে একধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে। সরকারের নীতিনির্ধারক মহলেও কি অস্বস্তি এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হয়নি? পদ্মা সেতু এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী এবং যোগাযোগমন্ত্রীর সমন্বয়হীন বক্তব্যে এই উৎকণ্ঠার বিষয়টি চাপা থাকেনি। কারণ, নিজস্ব অর্থায়নের কথা বারবার বললেও এখন পর্যন্ত তার বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবভিত্তিক সূত্র কিংবা ইঙ্গিত কেউই দিতে পারেনি।" (সূত্রঃ 'নিজ খরচে পুনশ্চ পদ্মা সেতু', প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২)।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ব্যারিস্টার মওদুদ (২০১২, জুলাই ১২), নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার চিন্তা অবাস্তব। *দৈনিক প্রথম আলো*।

আহমদ, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন (২০১২, জুলাই ১০), নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সামষ্টিক অর্থনীতি। *দৈনিক যুগান্তর*। পৃ. ১।

আহমেদ, সাদিক (২০১২, অক্টোবর ৩), পদ্মা সেতু: উইন উইন নাকি লস লস? *পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই)*।

ইসলাম, ড. মির্জ্জা আজিজুল (২০১২, জুলাই ৪), বিশ্বব্যাংকের ঋণ ছাড়া পদ্মা সেতু দুঃসাধ্য। *দৈনিক সমকাল*। পৃ. ১ ও ১৩।

ইসলাম, ড. মীর্জা আজিজুল (২০১১, সেপ্টেম্বর ২১), পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর করার পরামর্শ, *ডয়েচে ভেলে কোলন*।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১২, জুলাই ২৪), পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য চাঁদাবাজি। *দৈনিক সমকাল*। http://column.online-dhaka.com/ci/15/badruddin-umar/

উমর, বদরুদ্দীন (২০১২, জুলাই ১৯), চুরি ঘুষ দুর্নীতির সঙ্গে আহাম্মকির বিস্তার ঘটছে [উপ সম্পাদকীয়, দৈনিক আমার দেশ]। Retrieved from http://column.online-dhaka.com/ci/15/badruddin-umar/

কবির, আমান উল্লাহ (২০১২, জুলাই ১৬), পদ্মা সেতু: নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক? । *বিবিসি বাংলা*।

খান, ড. আকবর আলি (২০১২, জুলাই ১৩), পদ্মা সেতু: নতুন সরকারের অপেক্ষা, *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*।

খান, ফয়জুল কবির (২০১২, জুলাই ১৪), দেশীয় অর্থে পদ্মা সেতু: দায় নিয়ে ভাবনা কম। *দৈনিক প্রথম আলো*।

খান, সাদেক (২০১২, জুলাই ৭), জাতিরাষ্ট্রের উন্নয়ন ভাগ্য নিয়ে তামাসা। *বাংলাদেশ প্রতিদিন*। পৃ. ৪।

চৌধুরী, ইনাম আহমেদ (২০১২, জুলাই ৫), পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ। *দৈনিক সমকাল*। পৃ. ৪।

জিয়া, বেগম খালেদা (২০১২, জুন ৩০), এ সরকারের আমলে আর পদ্মা সেতু হবে না: খালেদা। *দৈনিক মানবজমিন*।

দৈনিক আমার দেশ (২০১২, জুলাই ২৫), বিশ্ব ব্যাংকের কাছে নতজানু সরকার। *দৈনিক আমার দেশ*।

দৈনিক যুগান্তর (২০১২, সেপ্টেম্বর ২৩), সব শর্ত পূরণের পর বিশ্বব্যাংক ফিরে এলো। *দৈনিক যুগান্তর*।

দৈনিক যুগান্তর (২০১২, জুলাই ২৯), পদ্মা সেতু প্রকল্পকে কেন্দ্র করে সরকারের দুর্নীতি ও ধোঁকাবাজির লেজে গোবরে অবস্থা। *দৈনিক যুগান্তর।*

নিজস্ব প্রতিবেদক (২০১২, জুলাই ১), তিন অর্থনীতিবিদের প্রতিক্রিয়া: পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলে ক্ষতিগ্রস্ত হলো জনগণ। *প্রথম আলো*।

নিজস্ব প্রতিবেদক (২০১২, জুলাই ৩০), নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের বাস্তবায়নযোগ্যতা নিয়ে সংশয়। *প্রথম আলো*।

প্রথম আলো (২০১৩, ফেব্রুয়ারি ২), পদ্মা সেতু নিয়ে মোশাররফ: সরকার ধোঁকা দিতে চায়। *প্রথম আলো।*

ফরাসউদ্দিন ড. মোহাম্মদ (২০১২ জুলাই ২১), প্রবাসী পদ্মা সেতু হলে ক্ষতি কি [মতামত]। *বিডিনিউজটুয়েন্টিফোর ডটকম*। Retrieved from https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/5721

বর্মন, সঞ্জীব (২০১৩, ফেব্রুয়ারি ১), নিজস্ব অর্থায়ন হলেও পদ্মা সেতু গড়া কঠিন – অধ্যাপক ড. স্বপন আদনান [সাক্ষাৎকার]। *ডয়েচে*

ভেলে কোলন। Retrieved from
https://www.dw.com/bn/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A8/a-16566769

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (২০০৮), *দিন বদলের সনদ*, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার–২০০৮। Retrieved from
https://shujan.org/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%86%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%80-%E0%A6%B2%E0%A7%80%E0%A6%97%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%87%E0%A6%B6/

বারকাত, আবুল (২০১২), *নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত “নিজ অর্থে পদ্মাসেতু” শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের মূল প্রবন্ধ। ঢাকা: জুলাই ১৯, ২০১২।

বারকাত, আবুল (২০১৫), *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু ‘বেঁচে থাকলে’ কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে*। ঢাকা: মুক্তিবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে*। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (২০১২, জুন ৩০), এরপরও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালানো যায়– আকবর আলি খান। *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*।

বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম (২০১২, জুলাই ২৯), *বিশ্ব ব্যাংক ছাড়া পদ্মা সেতু লাভজনক হবে না। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*। Retrieved from https://bangla.bdnews24.com/business/article545038.bdnews

বিবিসি বাংলা (২০১২, জুলাই ১৬), পদ্মা সেতু: নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক? *বিবিসি বাংলা*।

ভট্টাচার্য, ড. দেবপ্রিয় (২০১২, জুলাই ১), *পদ্মা সেতু প্রকল্প: দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি*। *প্রথম আলো*। Retrieved from https://cpd.org.bd/%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD/

মঈনউদ্দীন, ফারুক (২০১২, সেপ্টেম্বর ২৯), নিজ খরচে পুনশ্চ পদ্মা সেতু। *প্রথম আলো*।

মাজহার, জুয়েল (সম্পা.), (২০১২, জুলাই ১৫), দুর্নীতি হয়েছে এটা বিশ্বব্যাংক একা বলেনি: ফরহাদ মজহার। রেডিও তেহরানে'র (ইরান-বাংলা রেডিও) সঙ্গে প্রচারিত-প্রকাশিত সাক্ষাৎকার। *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*। Retrieved from https://www.banglanews24.com/opinion/news/bd/126401.details

মালিক, শাহ্‌দীন (২০১২, আগস্ট ১৫), সংবাদ শিরোনাম– বীরদর্পে ভোঁ- দৌড়, *প্রথম আলো*।

মিয়া, প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান (২০১২, জুলাই ৩), পদ্মা সেতুর ভাগ্য অনিশ্চিত। *দৈনিক যুগান্তর*। পৃ. ১, ১৪।

রহমান, মোস্তাফিজুর (২০১২, জুলাই ১), বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্তে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। *দৈনিক সংবাদ*। পৃ. ১।

রহমান, সিরাজুর (২০১২, জুলাই ১২), স্বপ্নের কুসুম দিয়ে মহাকাশে সেতু তৈরি করবেন প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ প্রতিদিন। Retrieved from https://bdinfo.org/article5676.html

ষ্টাফ রির্পোটার (২০১২, জুলাই ০১), পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংক চুক্তি বাতিলে প্রতিক্রিয়া: সরকারের অপকর্মে পুরো জাতির ওপর কালিমা– ড. ওসমান ফারুক; বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে– আকবর আলি খান; সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় আলোচনা প্রয়োজন –টিআইবি। *দৈনিক সংগ্রাম*। Retrieved from https://dailysangram.com/post/89685%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE

সালাহউদ্দিন, আহমাদ (২০১২, জুলাই ১৩), পদ্মা সেতু : নতুন সরকারের অপেক্ষা। পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবে, শেষ করতে পারবে না – ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। *সাপ্তাহিক সোনার বাংলা*। Retrieved from http://www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=6106

হারমাছি, আ. রহিম (২০১২, এপ্রিল ১৩), *বিশ্ব ব্যাংকের কাছে 'দেন-দরবারের' পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। বিডিনিউজ২৪.কম।* Retrieved from https://bangla.bdnews24.com/business/article533132.bdnews

হারমাছি, আ. রহিম (২০১২, জুন ৩০), *এরপরও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালানো যায়* [তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক দুই উপদেষ্টা আকরব আলি খান ও এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম দুজনই মনে করছেন, বিশ্ব ব্যাংকের মতো সংস্থাগুলোর অর্থে সেতু নির্মাণে ব্যয় কম হবে। আবদুর রহিম হারমাছির প্রতিবেদন]। *বিডিনিউজ২৪.কম।* Retrieved from https://bangla.bdnews24.com/business/article540966.bdnews

হোসেন, মন্ডল কে. এ. এম শাহাদত (২০১২, জুলাই ১২), পদ্মা সেতুর দুর্নীতি ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি। *দৈনিক ইনকিলাব*। পৃ. ৯।

হোসেন, খন্দকার মোশাররফ (২০১৩, ফেব্রুয়ারি ২), সরকার ধোঁকা দিতে চায়। *দৈনিক প্রথম আলো।*

হোসেন, ড. মাহ্বুব (২০১২, জুলাই ৩), পদ্মা সেতুর ভাগ্য অনিশ্চিত। *দৈনিক যুগান্তর*। পৃ. ১, ১৪।

Alamgir, M. F. I. (2012, July 12). Padma bridge with local fund is not feasible. *The Daily Star.*

Ahmed, R. S. M. (2012, August 2). Padma Padma Bridge: Negotiated settlement or social business option. *The Daily Star.* https://www.thedailystar.net/news-detail-244418

Ahmed, S. (2013, February 7). The Padma bridge options. *The Daily Star.* Retrieved from https://www.thedailystar.net/news-detail-268098

Barkat, A., Osman, A., Ahmed, Sk. A. (2012). *The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh*. Prepared for the International Union against Tuberculosis and Lung Disease, France. Dhaka: Human Development Research Centre.

bdnews24.com (2012, July 29). Padma bridge won't be profitable without WB: Former caretaker government advisor Akbar Ali Khan on Sunday asked the government to put priority on economic considerations instead of emotions to build the Padma bridge. *bdnews24.com*. Retrieved from https://bdnews24.com/business/2012/07/29/padma-bridge-won-t-be-profitable-without-wb

bdnews24.com. (2012, July 29). Padma bridge won’t be profitable without WB. *bdnews24.com.* Retrieved form https://bdnews24.com/business/2012/07/29/padma-bridge-won-t-be-profitable-without-wb

Harmachi, A. R. (2013 February 2). Bridging Padma a huge challenge [Interview with Farashuddin Ahmed, Salehuddin Ahmed, Dr Zaid Bakht, Akbar Ali Khan]. *bdnews24.com*. Retrieved from https://bdnews24.com/bangladesh/2013/02/02/bridging-padma-a-huge-challenge

Iftekharuzzaman. *(2012, December 25). Padma Bridge: between denial and dadagiri? [Published in The Daily Star on 25 December 2012]*. Retrieved from https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/report-s/127-padma-bridge-between-denial-and-dadagirihttps://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/report-s/127-padma-bridge-between-denial-and-dadagiri

Khan, A. A. (2012 July 1). "... it would be better for the country to pursue the Washington-based lending agency for the loan." *New Age,* pp. 1–4.

Mazid, M. A. (2012, August 8). Padma Bridge: Dream Vs Reality: Self-financing the Padma bridge sounds more like a chimera than a realistic plan, opines Muhammad Abdul Mazid, In *FOURM*, *6* (8). The Daily Star. Retrieved from https://archive.thedailystar.net/forum/2012/August/padma.htm

Rahman, S. (2012, July 01). Ties with lenders, future projects: Economists fear negative impact. *The Daily Star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net/news-detail-240488

Star Business Report. (2012, July 30). Economists against Padma bridge with local funds. *The Daily Star*. Retrieved from https://www.thedailystar.net/news-detail-244064

The Daily Star. (2012, July 02), *Melancholic reflections on the Padma Bridge fiasco*. Unfortunate and Embarrassing Episode– Debopriyo Bhattachrjo. *The Daily Star*. Retrieved from https://cpd.org.bd/melancholic-reflections-on-the-padma-bridge-fiasco/

The Guardian. (2012, July 17). Bangladesh weighs options after World Bank pulls out of Padma bridge project. *The Guardian.* Retrieved from https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2012/jul/17/bangladesh-options-padma-bridge-world-bank

The World Bank. (2012, June 29). *World Bank Statement on Padma Bridge* [Press Release]. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/06/29/world-bank-statement-padma-bridge

নির্ঘণ্ট

অ

অকালমৃত্যু
অনুরোধ-সিদ্ধান্তে
অঙ্গীকার
অনুচ্ছেদ
অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থমন্ত্রী
অর্থ সংস্থান
অর্থনৈতিক কূটনীতির ফলপ্রদতা
অর্থনৈতিক বিবেচনার বাইরে
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
অদৃষ্টপূর্ব
অর্থনীতিবিদ
অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান
অর্থায়নের পরিকল্পনা
অনুসন্ধানমূলক
অনুদান
অনিশ্চয়তা
অর্বাচীনসুলভ
অপ্রদর্শিত আয়
অপরাধ
অপমানজনক
অবন্তি
অরণি
অভিযোগ
অবকাঠামো
অব্যয়িত অংশ
অতিরিক্ত রাজস্ব
'অর্থনৈতিক ভুল'
'অর্থায়ন কমিটি বা অর্থ সংস্থান কমিটি'

আ

আইএমএফ
আকাশ-কুসুম
আখতার, অধ্যাপক ডা. সাহিদা
আজম, নুরুল
আজিজুল
আনোখি
আগ্নেয়গিরিপ্রবণ
আত্মতুষ্টিসহ
আধুনিক প্রযুক্তি
আলমগীর, মির্জা ফখরুল ইসলাম
আহমেদ, এস এম রাশেদ
আহমেদ, ড. সাদিক
আহমদ, ব্যারিস্টার মওদুদ
আহমেদ, শাহীন
আহমেদ, ড. সালেহউদ্দিন
আহমেদ, ড. সাদিক
আহমদ, প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন
আদনান, অধ্যাপক ড. স্বপন
আহমদ, হাফিজ
আমাজনে
আমানত
আইপিও

আইডিবি
আওয়ামী লীগ সরকার
আরসিসি কলাম
আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারীরা
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
আন্তর্জাতিক ঠিকাদার
আটলান্টিক
আর্থসামাজিক
আর্থিকীকরণকৃত রেন্টসিকিং
আফ্রিকার পেছনে হাঁটা
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প
আস্ফালন
'আইপিও'

ই

ইউনুস, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ
ইট-বালু
ইতালির
ইসলাম, আমিরুল
ইন্টিগ্রিটি কমিটি
ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন
ইফতেখারুজ্জামান, ড.
ইমেজের ব্যাপার
ইলেকট্রিক পোস্ট
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক
ইসলাম, ড. এ বি মির্জ্জা
ইয়েমেনে

উ

উইন উইন নাকি লস লস
উইকলি হলিডে
উমর, বদরুদ্দীন
উদারবাদী
উন্নয়ন সহযোগী
উপ-প্রধানমন্ত্রী
উপদেষ্টা
উপাচার্য
উপাদান-উপকরণ
উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ

ঋ

ঋণচুক্তি
ঋণ চুক্তি বাতিল
ঋণদাতাদের মেজাজ
ঋণের ফাঁদ
ঋণ-অনুদান
ঋণ-অনুদাননির্ভর

এ

একগুঁয়েমি
এডমিক্সার
এডিবি ও জাইকা
এসওইএস
এলিজাবেথিয়ান-ভিক্টোরিয়ান
এশীয় উন্নয়ন
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

ঐ

ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ

ও

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

ঔ
ঔদ্ধত্য সীমা

ক
কনসালটেন্ট
করদাতাদের
কথাবার্তা
কবির ,আমান উল্লাহ
কম্যুনিটি ভাবনা
কল্পকাহিনী মাত্র
কল্পনা বিলাস
কল্পনা বিলাসিতা
কল্পনাপ্রবণ
কালের কণ্ঠ
কানাডা
কাঙ্ক্ষিত
কানেক্টিভিটি
কাগজপত্তর
কারিগরি
ক্রোড়পত্র
কুইক রেন্টালের
কূটতর্কবাগীশ
ক্যান্টিলিভার ব্রিজ
কৃচ্ছ সাধন
কৃতজ্ঞতা
ক্ষোভ-বিক্ষোভ-আক্রোশ-শত্রুতা
ক্ষতিকর পণ্য
ক্ষতিগ্রস্ত
‘কারিগরি-প্রযুক্তি কমিটি’
‘ক্ষুদ্র ঋণের বৃহৎ মহাজন’

খ
খান, ড. আকবর আলি
খান, ফয়জুল কবির
খান, সাদেক
খাতুন, শিল্পী

গ
গণ-আকাঙ্ক্ষায়
গণজাগরণ
গণহত্যাকারী
গভর্নর
গবেষণা উন্নয়ন
গবেষিত প্রবন্ধ
গরুর গাড়ি
গুণিতক প্রভাব
গিয়াসউদ্দিন
গ্যারান্টি
গ্যাট
গালফ কোঅপারেশন
গ্লোবাল এডভাইজরি
জ্ঞানাধিকার

ঘ
ঘোলাটে

চ
চমক
চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স
চাঁদাবাজি
চিন্তা-দুশ্চিন্তার দোকান
চুক্তির দলিলাদি
চ্যালেঞ্জ

চৌধুরী, অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা
চৌধুরী, আমীর খসরু মাহমুদ
চৌধুরী, ইনাম আহমেদ
'চায়না রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি'

ছ
ছাত্রলীগ-যুবলীগ

জ
জর্দা
জন-আকাঙ্ক্ষা
জনকল্যাণমুখী
জনতা ব্যাংকের
জনসম্মতি
জব্বার, মোঃ আব্দুল
জাতির জন্য আশীর্বাদ
জাতিরাষ্ট্রের উন্নয়ন
জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা
জাতিয় দৈনিক
জাতীয় সংসদ
জাতীয় সেমিনার
জোয়েলিক সাহেব
জোমবি
জিম ইয়ং কিম
জিয়া, বেগম খালেদা
জুলুমবাজী
জ্বালানি উৎস
জ্ঞানানুসন্ধান

ট
টাকার অংকের উদ্বৃত্ত
টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্স
টোল
টোল এবং লেভি
টুটুল, শেখ আলী আহমদ
ট্রাম

ড
ডলার অংক
ডয়েচে ভেলে কোলন
ডাইক
ডাকিনীবিদ্যক কর্পোরেশন
ডিভিডেন্ট
ডিজাইন-ড্রয়িং
ডিস্টিংগুইস্‌ড
ডিজিটাল বাংলাদেশ

ত
তথ্যপ্রযুক্তিবিদ
তামাকজাত পণ্য
তামাসা
তাহের, আবু
তারল্য সংকট

থ
থিংক ট্যাংক নেটওয়ার্ক
'থিংক ট্যাংক'

দ
দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ

দরকষাকষিতে
দলিলের ঐতিহাসিকতা
দক্ষ এজেন্ট
দাতাগোষ্ঠী
দাতামহল
দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়
দেশপ্রেমিক প্রকৌশল
দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা
দেশজ বীমা কোম্পানি
দেশজ মুদ্রা
দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ
দুর্নীতিবাজ রাজা-বাদশা
দুর্নীতির ষড়যন্ত্র
দুর্নীতিবাজ
দুর্নীতিগ্রস্ত
দুর্ভাগ্যজনক
দুঃসাধ্য
দূরদর্শিতা
দিকনির্দেশনা
দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য
দিন বদলের সনদ
দোষীদের
দৈনিক মানবজমিন
দৈনিক সংগ্রাম
দৈনিক সংবাদ
দৈনিক যুগান্তর
দৈনিক সমকাল
দৌলতদিয়া
দ্বারস্থ
'দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়'
'দেন-দরবারের'
'দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা'
'দেশজ বীমা কোম্পানি'
'দ্বিমুখী নীতি'

ধ

ধোঁকা
ধোঁকাবাজির

ন

নতজানু
নতজানু মানসিকতা
নতুন সরকারের অপেক্ষা
নব্য-উদারবাদী
নদী রক্ষা ও বাঁধ
নদী খনন
নসিমন
নামাঙ্কিত মার্বেল
নৌযান
নিত্যচন্দ্র
নিরন্তর-নিঃশর্ত
নিরপরাধ
নির্বাচনী ইশতেহার
নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন
নেতিবাচক প্রভাব
নিশাত, অধ্যাপক ড. আইনুন
নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'
নিও লিবারেলইজম
নিঃশর্ত-নির্বিচার-সর্বময় কর্তৃত্ব
নিঃসঙ্কোচ-নিঃশর্ত

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য
নৈশপ্রহরীতে

প

পদত্যাগ
পদ্মা সেতু
পর্বতপ্রমাণ
পরজীবী লুটেরা
পরিহার
পরিকল্পনাবিদ
পরিবেশ বিপর্যয়কারী
পুনর্বাসন
পেডেসট্যালস
পেনশন ফান্ড
প্রেসক্রিপশন
প্রেসিডেন্ট এরশাদ
প্রথম আলো
প্রদর্শন প্রভাব
প্রবাসে বাংলাদেশিদের সঞ্চয়
প্রবাসী সেতু
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ
প্রবাসীদের সিআইপি মর্যাদা প্রদান
প্রযুক্তি বিশারদ
প্রযুক্তিবিদ
প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
প্রশ্নবিদ্ধ
প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
পুঁজিবাদের রেন্ট সিকার
পুঁজিবাজার
পুনঃচুক্তি
পূর্ব বাংলা
পাইল ক্যাপ কাস্টিং
পাইলিং যন্ত্রপাতি
পিনোচেট
পিকেএসএফ
পিরামিড
পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থ সংস্থান
পদ্মা সেতু স্বেচ্ছা অনুদান সহায়তা
পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
'পেনশন ফান্ড'
'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি'
'পদ্মা সেতু আইপিও'
'পদ্মা সেতু বন্ড'
'পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশ'

ফ

ফারুক, ড. এম ওসমান
ফিলিপাইনে ভূমিকম্প

ব

বঙ্গবন্ধু
বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ
বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে'
বদনামের কলঙ্কতিলক
বখত, ড. জায়েদ
বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র
বাজেট
বাতান
বারকাত, অরণি
বাণিজ্যমন্ত্রী

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
বামপন্থী
বাবু, মহির হোসেন
ব্যাংক ডিপোজিট
ব্যাংক
বাস্তবায়নযোগ্যতা
বাংলাদেশ ব্যাংক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
ব্যাংক রসিদ
ব্ল্যাক হোলে (কালো গহ্বর)
বুদ্ধিজীবী
ব্রেটটন উডস্
বেনামি ব্রিফিং
বেইজিং
বেগম, সাহেরা
বিশ্লেষণ
বিশ্বব্যাংক
বিশাল
বিবিসি বাংলা
বিদ্যুৎ-মেকানিক্যাল প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ-জ্বালানি-কৃষি
ব্রিজের স্থাপত্য
বিএনপি
বিলাসবহুল গাড়ি
বিকল্প পরিচালক
বিডিনিউজ২৪.কম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বৈদেশিক মুদ্রা
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
বৈষম্য বৃদ্ধি
বৈশ্বিক আধিপত্য
‘বহুমুখী’
‘বাজার দাসত্ব’
‘বাজার অন্ধত্ব’
‘বুদ্ধিজীবীদের’

ভ

ভটভটি
ভট্টাচার্য, ড. দেবপ্রিয়
ভদ্রলোকের ক্লাব
ভয়াবহ পরিণতি
ভাইরাসের মহাবিপর্যয়
ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা
ভাইস চেয়ারম্যান
ভাইস চ্যান্সেলর
ভাষান্তর
ভাবমূর্তি
ভাবমূর্তি উজ্জ্বল
ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন
ভাঁওতাবাজি
ভিয়েতনাম যুদ্ধ
ভিআইপি সুবিধা
ভিক্ষুক মানসিকতা
ভিত্তিপ্রস্তর
ভূমিকম্পকেন্দ্রিক
‘ভিলেজ পলিটিক্স’

ম

মঈনউদ্দীন, ফারুক
মজহার, ফরহাদ
মজিদ, ড. মোহাম্মদ আব্দুল
মতাদর্শ
মনসুর, ড. আহসান এইচ
মস্তকাবনত

মহা আশীর্বাদ
মহাদুর্যোগ
মহাঅনুদার তত্ত্ব
মহাআগ্রাসী
মহাআধিপত্যবাদী
মহাপরাক্রমশালী
মহা-উপনিবেশবাদ
মহামন্দার পূর্বাভাস
মহাকাশ
মহাসাগরসহ
মহাসাগরকেন্দ্রিক
মন্ডল, ড. কে. এ. এম, শাহাদত হোসেন
মারাত্মকভাবে
মিয়া, প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান
মিয়া, মো. আরিফ
মানবসম্পদ
মালিক, অধ্যাপক ড. শাহ্‌দীন
মাশুল
মালয়েশিয়া
মালয়েশিয়া-ভারত কনসর্টিয়াম
মালোয়েশিয়ার অর্থায়নে
মার্শাল প্ল্যানের
মার্কিন উদ্বৃত্ত পুঁজি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
মার্কিন রাষ্ট্রদূত মজিনা
মার্কিন ডলার
মাহমুদ, প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন
মহিষের গাড়ি
মেগা প্রকল্প
মেগা-অবকাঠামো
মেধা সম্পদ
মোতালেব, আব্দুল
মোবাইল কলরেট
মোবুতো
ম্যাক্রোইকনোমিক
মুক্তবাজার অর্থনীতি
মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা
মুন্না, এস এম তারিকুল ইসলাম
মুবীন, এ বি এ
মিডিয়া সৃষ্ট
‘মানসকাঠামোর দারিদ্র্য’

য

যানবাহনের টোলবাবদ দৈনিক আয়

র

রক্ষাকবচ
রহমান, মোঃ জাকিউর
রহমান, অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর
রহমান, সিরাজুর
রহমান, মোঃ মাহ্‌ফুজুর
রাজস্ব
রাজি
রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার সূত্র
রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি
রাজনৈতিক ভাবনাজগত
রাজনৈতিক ও নৈতিক
রাজনীতিবিদ
রাব্বানী, আরিফ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন
রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত ডলার
রাষ্ট্রচিন্তক

রাষ্ট্রদূত
রেমিট্যান্স
রেল
রেট অব রিটার্ন
রেজা, সেলিম
রুলস অব বিজনেস
রিচার্ড নিক্সন

ল

লতিফ, আব্দুল
লস লস
লজিস্টিক
লবিস্ট ফার্ম
লাভজনক
লেনদেনের ভারসাম্য
লোকসান
লেভি
লেজেগোবরে অবস্থা
লিবিয়ায়
ল্যাতিন আমেরিকায় নয়া-
উপনিবেশবাদ

শ

শহরে-উপশহরে
শাস্তি
শান্তির নোবেল
শাহীনুর, মো.
শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে
শিকদার, মোঃ দাউদ আহমদ
শিক্ষা
শিক্ষামন্ত্রী
শিট পাইলিং
শ্রমশক্তি

স

সমঝোতায়
সরকারি আমলা
সরকারি-বেসরকারি
সন্দেহ-সংশয়ী-বিরোধিতাকারী
সমন্বয়হীন
সমাপ্তিকথন
সমালোচক
সমাজবিদ
সমাজবিশ্লেষক
সমীকরণ
সরকারপ্রধান
সংযোগ সড়ক
সংশয়
সারচার্জ
সরকারপ্রধান
সারকথা
সংযোগ সড়ক
সংশয়-সন্দেহবাদী
সাবেক নির্বাহী পরিচালক
সামষ্টিক অর্থনীতি
সাহায্যপুষ্ট
সাপ্তাহিক সোনার বাংলা
সাম্রাজ্যবাদ
সামষ্টিক অর্থনৈতিক
সোনালী ব্যাংক
সুবিধাবাদী চরিত্রের ব্যাক্তি

সার্বভৌমত্ব
সেন, ড. বিনায়ক
সোভিয়েত ইউনিয়ন
সেতু বিভাগ
সেতু নির্মাণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি
সেতু-রাস্তা নির্মাণপ্রকৌশলী
সুহার্তো
সুপারভিশন
স্টিল ফরমিং
সিএনজি
সিগারেট
সিটু পাইল
সিপিডি
সিরিয়ায়
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ
কমিশন
সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ
সারচার্জ
স্ট্যাম্প
সোভিয়েত ইউনিয়ন
সুদবিহীন উৎস
স্বৈরাচারী
স্বপ্ন জলাঞ্জলি
স্বয়ংক্রিয় দালাল
স্নায়ুযুদ্ধ
স্থাপত্য-ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা
প্রণয়নবিদ
স্থায়ীত্বশীল
স্থিতিশীল
স্মরণযোগ্য-সমাপ্তিকথন
'সরকার পরিবর্তন'
'সার্বভৌম বন্ড'
'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার'

হ

হক, মোজাম্মেল
হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন
হাইকোর্ট
হানিফ ফ্লাইওভার
হাজরা, সব্যসাচী
হারিয়ে যাওয়া
হোতা-দাতা
হোয়াংহো
হোসেন, অধ্যাপক ড. খন্দকার
মোশাররফ
হোসেন, ড. মাহবুব
হুন্ডির মাধ্যমে

A

ACC
Accountability
actors
Ahmed, Farashuddin
Ahmed, S. M. Rashed
Ahmed, Salehuddin
Allegations
alternative options
alternative sources
Anti-Corruption Commission
automatic agent
Awami League

B

Bakht, Dr. Zaid
Bangladesh Bridge Authority

Bangladesh Development Forum
biggest bridge
blessing in disguise
Bonafide benefits
BOOT

C
Canada
cash-flow
Central problem
Chimera
Chowdhury, Amir Khasru Mahmud
co-financiers
Comfortable
complete privatization
Concession period
consultant
Contractor
Controversial
controversy
Corruption
CRCC
credibility
critical infrastructure

D
Debate
debt servicing
deficit economies
deficit economy
Democratically
development partners
Disunity
Donor agencies
Donors
double standard

E
Economists
Economists fear negative impact
EIRR of the project
Excel-sheet

F
Feasible
financialized capital
Financing Committee
foreign currency
foreign currency reserves
free market economy
frequent industrial labour unrest
fresh annual commitment
Friends of Padma Bridge, Bangladesh
“for the 1%, of the 1%, by the 1%”

G
GATT
global image
global perspective
Good working relationship
Government’s response
Grameen Bank
Greece
Growth Rates

H
Hall-Mark scam
Heavy dependency

I
implementation plan
Inflation Soared
Integrity Committee
Internal borrowing
inventory
IRR

J
Jamuna Bridge

L
Lavalin
liberal
Loan cancellation
loan proposal
Local Fund

M
Made in Bangladesh
master of corruption
conspiracy
Mega Project
Melancholic reflections
mind set poverty
moral ground
most powerful financialized
capital
multiplier effect
Multipurpose Bridge Project

N
National unity
NBR
Negotiated settlement
neo-liberal philosophy
Neo-Liberal Stream
Neo-liberalism or Neo-
liberal Ideology
night watchman
Nishat, Ainun

O
own finance

P
Padma bridge
Padma Bridge controversy
Padma bridge project
Parliamentary election
positive vibes
Postscripts
Present gloom
Pressure
Private investors
Profitable
Projeect
proposal
public-private joint venture

Q
Quick rental power plants

R
Railway
regime change
Renegotiate

S
Self-financing
severe austerity
Snowball trap
Spain
stakeholders
surplus economy

T
Technico-Engineering
Committee
The Daily Star
The Economics of Tobacco
and Tobacco Taxation in
Bangladesh
The Guardian
The World Bank
Think Tank
timeframe
Trafic forecast
Transparency
turn-key
TV talk show

U
Unrealistic
Yunus, Professor

W
War of Liberation
weighted average cost of
capital
World Ban

আবুল বারকাত-এর নির্বাচিত গ্রন্থ

১. *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে।* ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, নভেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৮৩৬৪-৫।

২. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমিকা, প্রেক্ষাপট, পদ্ধতি ও সুপারিশ* (খণ্ড ১)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১।

৩. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– পরিত্যক্ত সম্পত্তি, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল* (খণ্ড ২)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত, এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।

৪. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশাসন* (খণ্ড ৩)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৩।

৫. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত* (খণ্ড ৪)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৪।

৬. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– বালুমহাল, চরের জমি, চিংড়িমহাল, পাথরমহাল ব্যবস্থাপনা, চা বাগানের ভূমি* (খণ্ড ৫)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৫।

৭. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– জলমহাল* (খণ্ড ৬)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৬।

৮. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– দেবোত্তর, ওয়াক্‌ফ* (খণ্ড ৭)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৭।

৯. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– আদিবাসীদের ভূমি* (খণ্ড ৮)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৮।

১০. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন* (খণ্ড ৯)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-৯।

১১. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি সংস্কার, রেজিস্ট্রেশন, কৃষি ভূমি ব্যবহার* (খণ্ড ১০)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১০।

১২. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ভূমি রেকর্ড ও জরিপ* (খণ্ড ১১)। মুখ্য লেখক: আবুল

বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১১।

১৩. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– ট্রাস্ট* (খণ্ড ১২)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১২।

১৪. *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ: প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী– অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* (খণ্ড ১৩)। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: কাজী এবাদুল হক, এ. কে. এম জহির আহমেদ, মো. রহমত উল্লাহ, এ. কে. এম হেলাল-উজ-জামান, টি. আই. এম নুরুন নবী চৌধুরী, কাওসার আহমেদ, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং আসমার ওসমান। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ডিসেম্বর ২০২০। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-১৩।

১৫. *Bangladesh Migration Governance Framework.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: Asmar Osman, Sk Ali Ahmed. Dhaka: International Organization for Migration (IOM), 2020.

১৬. *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ১, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৫০৩৯-৫।

১৭. *বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ ও চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: গাজী মোহাম্মদ

সোহ্‌রাওয়ার্দী। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৬৬২৯-৭।

১৮. *বাংলাদেশে মৌলবাদ: জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৩২৩৫-৩।

১৯. *অর্থনীতিশাস্ত্রে দর্শনের দারিদ্র্য,* দ্বিতীয় প্রকাশ। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০১৮। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-২৪৬৭-৯।

২০. *Agriculture Production Practices in Chittagong Hill Tracts.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman, M. A. Sobhan & R. B. Rafique. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and Human Development Research Centre (HDRC), 2017. ISBN: 978-84-34-2552-2.

২১. *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উৎস, বিকাশ ও প্রভাব।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এম তাহের উদ্দিন, রওশন আরা, ফরিদ এম. জাহিদ, এবং এম. বদিউজ্জামান। বাংলা অনুবাদ: সেলিম রেজা ও সাজেদা রেহানা, ২০১৭। ঢাকা: র‍্যামন পাবলিশার্স। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০৩৫০-০২৫১-৪।

২২. *Rural Land Market in Bangladesh: An Exploratory Study with Poor and Marginalized People*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: G. M. Suhrawardy, A. Osman & A (Aroni). Barkat. Dhaka: Manusher Jonno Foundation and HDRC, 2017. ISBN: 978-984-34-1450-2.

২৩. *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৬। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৯৪৯-২।

২৪. *Political Economy of Unpeopling of Indigenous Peoples: The Case of Bangladesh.* Dhaka: MuktoBuddhi Publishers, 2016. ISBN: 978-984-34-0891-4.

২৫. *বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছতো বাংলাদেশ? সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজবিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৩৭৬-০।

২৬. *বাংলাদেশে দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতার কারণ-পরিণাম ও উত্তরণ সম্ভাবনা: একীভূত রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে।* ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৯৭৯১-১।

২৭. *Local Governance and Decentralization in Bangladesh: Politics and Economics.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. H. Khan, S. Majumder, M. Badiuzzaman, N. Sabina, K. Ahamed & Md. Abdullah. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2015. ISBN: 978-984-8866-99-3.

২৮. *Economic Impacts of Inadequate Sanitation in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-author: Marc P. DE Francis. Dhaka: The World Bank, 2012.

২৯. *The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. U. Chowdhury, N. Nargis, M. Rahman, M. S. Khan, A. P. Kumar, S. Bashir & F. J. Chaloupka. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 2012.

৩০. *Political Economy of Madrassa Education in Bangladesh: Genesis, Growth, and Impact.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: R. Ara, M. Taher

Uddin, F. M. Zahid & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Ramon Publishers, 2011. ISBN: 984-70350-0080-0.

৩১. *Social Protection Measures in Bangladesh: As Means to Improve Child Well-being.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: A. Karim & A. A. Hussain. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2011. ISBN: 978-984-8866-38-2.

৩২. *Life and Land of Adibashis: Land Dispossession and Alienation of Adibashis in the Plain Districts of Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Hoque, S. Halim & A. Osman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2009. ISBN: 978-984-70212-0021-4.

৩৩. *বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. জামান, এম. এস. খান, এ. পোদ্দার, এস. হক এবং এম. তাহের উদ্দিন। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৭-৭।

৩৪. *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি ও জলায় দরিদ্রের অধিকার।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস জামান ও এস রায়হান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং ওবায়দুর রহমান। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০২১২-০০১৩-৯।

৩৫. *চেতনায়নেই উন্নয়ন: বাংলাদেশে নিজেরা করি'র অভিজ্ঞতা।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এস. হালিম, এ. পোদ্দার এবং এ. ওসমান। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, সুভাস কুমার সেনগুপ্ত এবং সেলিম রেজা। ঢাকা: নিজেরা করি, এইচডিআরসি ও পাঠক সমাবেশ, ২০০৯। আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৮৬৬-১৪-৬।

৩৬. *Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property.* Principal author: Abul Barkat, Co-

authors: S. Zaman, M. S. Khan, A. Poddar & M. Taheruddin. Justice Mohammad Gholam Rabbani. (Foreword). Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0017-7.

৩৭. *Development As Conscientization: The Case of Nijera Kori in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Halim, A. Poddar, A. Osman & Md. Badiuzzaman. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2008. ISBN: 984-70212-0005-4.

৩৮. *Charland in Bangladesh: Political Economy of Ignored Resource*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: P. K. Roy & M. S. Khan. Dhaka: Pathak Shamabesh, 2007. ISBN: 984-8120-67-X.

৩৯. *বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি: বিশাল এক জাতীয় অপচয়ের কথকতা।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: পি. কে. রায়। বাংলা অনুবাদ: আবুল বারকাত, ওবায়দুর রহমান ও সেলিম রেজা। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ ও নিজেরা করি, ২০০৭। আইএসবিএন: ৯৮৪-৮১২০-৬৬-১।

৪০. *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage.* Principal author: Abul Barkat, Co-author: P. K. Roy. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori, 2004. ISBN: 984-32-1577-X.

৪১. *বিশ্বায়ন ও নারী: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।* মুখ্য লেখক: আবুল বারকাত, সহ-লেখক: এ কে এম. মাকসুদ ও মাহ্‌বুব কবীর। ঢাকা: বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, ২০০২। আইএসবিএন: ৯৮৪-৩২-০১৭০-৬।

৪২. *Political Economy of Khas Land in Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, &

S. Raihan. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 2001. ISBN: 984-31-482-5.

৪৩. *An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act: Framework for a Realistic Solution*. Abul Barkat (Ed.). Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman, A. Poddar, M. Ullah, K. A. Hussain & S. K. Sengupta. Dhaka: PRIP Trust, 2000. ISBN: 984-31-0920-6.

৪৪. *Political Economy of Vested Property Act in Rural Bangladesh.* Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. Zaman, A. Rahman & A. Poddar. Dhaka: Association for Land Reform and Development, 1997. ISBN: 984-30-0251-4.

৪৫. *Family Planning Unmet Need in Bangladesh: Shaping of a Client-Oriented Strategy*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: S. R. Howlader, B. Khuda, J. Ross & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation Bangladesh, 1997. ISBN: 984-8175-17-2.

৪৬. *Transforming Human Deprivation into Human Development: DipShetu Experience of Integrated Socio-economic and Health Programs for the Destitute in Bangladesh*. Principal author: Abul Barkat, Co-authors: M. Ullah & M. L. Bose. Dhaka: University Research Corporation, Bangladesh, 1995. ISBN: 984-8175-00-8.

পরিবেশক

(জেলার নাম বর্ণানুক্রম অনুসারে; জেলার অধীন উপজেলার নামও বর্ণানুক্রম অনুসারে)

কক্সবাজার জেলা

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী
প্রধান সড়ক
কক্সবাজার
ফোন: ০১৫৫৪৩১৩৯৯৮

রক্ষিত পুস্তক
রক্ষিত মার্কেট
কক্সবাজার
ফোন: ০১৯৩২৫৪৯৮৬৯

কিশোরগঞ্জ জেলা

তরুণ লাইব্রেরী
ইশা খাঁ রোড
কিশোরগঞ্জ
ফোন: ০১৭১১৮০৮৩৫১

কিশোর বুক হাউজ
১৭৬ নিউ মার্কেট
কিশোরগঞ্জ
ফোন: ০১৯১৫০১৭৬৯৭

কুষ্টিয়া জেলা

বই মেলা
এন এস রোড
কুষ্টিয়া ৭০০০
ফোন: ০১৭১১৫৭৫৬০৬
০৭১-৭৩৫৫৩

বই সমাবেশ
আমিনুল হক বাদশা সড়ক
কুষ্টিয়া ৭০০০
ফোন: ০১৭৩৪৩৩৬৭৬১

ভেড়ামারা উপজেলা

বই ঘর
ভেড়ামারা
কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১২৩৮০৭৩৭

কুড়িগ্রাম জেলা

হাসান বুক ডিপো
কলেজ রোড
কুড়িগ্রাম
ফোন: ০১৭১২১৫১৯৭৬

কুমিল্লা জেলা

ইকরা বুক হাউস
কান্দিরপাড়
কুমিল্লা
ফোন: ০১৯২১০২৮৮৯৯

লেখাপড়া লাইব্রেরী
নিউ মার্কেট, কান্দিরপাড়
কুমিল্লা
ফোন: ০১৮৩৩৭৮৭৮৪২

খাগড়াছড়ি জেলা

গণি লাইব্রেরী
খাগড়াছড়ি
ফোন: ০১৫৫৫০৪৩৮৪৮

খুলনা জেলা

আতিয়া বুক হাউস
কমার্স কলেজের সামনে
খুলনা

কমার্স বুক ডিপো
কমার্স কলেজের সামনে
খুলনা
ফোন: ০১৭০২৮৫৮০৭৬

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী
কে ডি ঘোষ রোড
খুলনা
ফোন: ০১৭১৭২৩৩৭৪৫

ফেমাস লাইব্রেরী
কে.ডি. ঘোষ রোড, খুলনা
ফোন: ০১৭১১৪৬০৩৪৭
ই-মেইল:
famous.khulna@gmail.com

নূর লাইব্রেরী
২৪, ক্লে রোড
খুলনা
ফোন: ০১৯২১৭১৪০৭১

বুক সেন্টার
৮৬, কে ডি ঘোষ রোড
(থানার মোড়)
খুলনা
ফোন: ০১৭৫৭৫৬৬২৮৫

সাহিত্য সন্ধানী
জননী ট্রান্সপোর্ট
শেরে বাংলা রোড
খুলনা
ফোন: ০১৮৭০৭৬৩৬৮৮

সোহাগ বুক ডিপো
২১, কে ডি ঘোষ রোড
(থানার মোড়), খুলনা
ফোন: ০১৯১৭১১৫৬৫৮

দৌলতপুর উপজেলা

জাহাঙ্গীর লাইব্রেরী
দৌলতপুর, খুলনা
ফোন: ০৪১-৭৬০৭১৬

ফারুক লাইব্রেরী
৭৪৮, যশোর রোড
দৌলতপুর, খুলনা
ফোন: ০১৯১৫৪৫৬২৬৫

নিউ বুক কর্ণার
বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গেট
দৌলতপুর, খুলনা
ফোন: ০১৭১৬৬৭৮৬৯৯

স্নাতক বুক স্টল
বি.এল. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ গেট
দৌলতপুর
খুলনা
ফোন: ০১৭৬১৯৪৭৫১৫
ই-মেইল:
gbspublication@gmail.com

ফুলতলা উপজেলা

মেসার্স কবির বুক ডিপো
রফিক সড়ক
ফুলতলা বাজার
ফুলতলা, খুলনা
ফোন: ০১৯১৯০৭২২৬৪
০১৮৩৭৫০৪৬২১

মেসার্স বই বিচিত্রা
রফিক সড়ক
ফুলতলা বাজার
ফুলতলা, খুলনা
ফোন: ০১৭১০১১৮৯৫৯

গাজীপুর জেলা

এন আই ভূঁইয়া স্টোর
রাজবাড়ী রোড
জয়দেবপুর, গাজীপুর
ফোন: ০১৭১৫০২৫৮২৯

আলামিন লাইব্রেরি
জয়দেবপুর বাসস্ট্যান্ড, গাজীপুর
ফোন: ০১৮১৫০০৬৭১৩

কাপাসিয়া উপজেলা

শীতলক্ষা লাইব্রেরি
কাপাসিয়া বাজার
কাপাসিয়া, গাজীপুর
ফোন: ০১৭১২৫৯২৯০৬
০১৭২৪৬০৫৩৫০

গোপালগঞ্জ জেলা

নিউ বই বিচিত্রা
গোপালগঞ্জ
ফোন: ০১৭১২৭৩৩০৩২

গাইবান্ধা জেলা

সংকলন লাইব্রেরী
স্টেশন রোড, গাইবান্ধা
ফোন: ০১৭২৭৯৮৮৭৫৮

চট্টগ্রাম জেলা

প্রতিভা লাইব্রেরি
৭৩, শাহী জামে মসজিদ শপিং
কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৭১৬৫৮৮০৭৬

বই পত্র লাইব্রেরি
জিরোপয়েন্ট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৭২৭৬৫৮৫৯৯

বাতিঘর, চট্টগ্রাম
প্রেসক্লাব ভবন
১৪৬/১৫১ জামাল খান রোড
চট্টগ্রাম ৪০০০
ফোন: ০১৭৩৩ ০৬৭০০৫
ই-মেইল:
baatighar.ctg@gmail.com
www.baatighar.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

মিলন বুক কর্ণার
আব্দুল মান্নান সেন্টু মার্কেট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩৭৬৭৮৫১

চাঁদপুর জেলা

ন্যাশনাল লাইব্রেরী
চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর
ফোন: ০১৭১২০২০৫৩৭

চুয়াডাঙ্গা জেলা

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা
ফোন: ০১৯১৪৭৮০৩০৭
ই-মেইল: rk780307@email.com

জয়পুরহাট জেলা

বর্ণমালা বইঘর
পৌর মার্কেট, জয়পুরহাট
ফোন: ০১৭৭২৯০৪৩৪৪

জামালপুর জেলা

ত্রিনয়ন বইঘর
দূর্গাবাড়ী, বকুলতলা
জামালপুর
ফোন: ০১৭১২২০৪৪৮৫
ই-মেইল:arupkahali@gmail.com

পাক লাইব্রেরী
দয়াময়ী রোড
জামালপুর
ফোন: ০১৯১৪৯১৯৩১৩

ঝালকাঠি জেলা

মেসার্স বুক সেন্টার
ঝালকাঠি
ফোন: ০১৭১৮০২৫৩৩১

ঝিনাইদহ জেলা

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
ঝিনাইদহ
ফোন: ০১৭৪০৬১৬৮৫৩

মুক্তি বুক হাউস
ঝিনাইদহ
ফোন: ০১৮১৬৪১৪৫২৪

টাঙ্গাইল জেলা

সেতু লাইব্রেরী
টাঙ্গাইল সদর
ফোন: ০১৭১২৭০৬১৪৯

ঠাকুরগাঁও জেলা

নিউ বুক সেন্টার
ঠাকুরগাঁও সদর
ঠাকুরগাঁও
ফোন: ০১৭৫১৪৮০০১৬

ঢাকা জেলা

অঙ্কুর লাইব্রেরি
আলনূরী মসজিদ মার্কেট
মিরপুর ১, ঢাকা
ফোন: ০১৭২১১৯১১৮০

অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/4 মান্নান মার্কেট, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৭১১৬৬৪৯৭০
৭১৭২৯৬৬
ই-মেইল:
aninda.prokash@yahoo.com

অয়ন প্রকাশন
৬১ তনুগঞ্জ লেন, কাঠের পুল
সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৮১৮০০৫২১৯
ই-মেইল:
ayanprokashhan@gmail.com
www.rokomari.com/ayanprokashhan

আইডিয়াল লাইব্রেরি
খিলগাঁও, তালতলা
ঢাকা ১২১৯
ফোন: ০১৯১২০০৮১৭৭

আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৮১৯৯২৯০২৪
ই-মেইল:
agameebooks@gmail.com
www.agameeprokashani-bd.com

আদর্শ কলেজ লাইব্রেরি
২০/১ ইন্দ্রিরা রোড
ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন: ০১৯২৫৮৩৪০১০

আলম বুকস
হযরত শাহজালাল মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৮৪১২৯৭৫৬৪

আলীগড় লাইব্রেরী
১৫৮, ঢাকা নিউ মার্কেট
ঢাকা ১২০৫
ফোন: ৯৬৬২৯৪২
০১৭১৮০৪৪৪৪
ই-মেইল:
morshedalam1209@gmail.com

ইউসিসি লাইব্রেরি
৮৩ গ্রীণ রোড
ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন: ০১৮২৩০৭১৮৯৭

উত্তরা বুকস এন্ড স্টেশনারী
রাজলক্ষী কমপ্লেক্স, উত্তরা
ঢাকা
ফোন: ০১৭১০৬২৫৪২২

কস্তুরী লাইব্রেরি
বাবুপুরা মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৭১২৬৯৬৫৭৯

কলেজ লাইব্রেরি
৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা
ফোন: ০১৮৩৪৯৬৫২৫৪

কাজল বুল ডিপো
১৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৭১২০৯৮৬৪৪

গ্রামীণ লাইব্রেরি
রোড ৩, হোল্ডিং ১০
মিরপুর ১০, ঢাকা
ফোন: ০১৭২৫৫৮২৪৫২

চন্দ্রাবতী একাডেমি
২১ পুরানা পল্টন লাইন, ২য় তলা
ঢাকা ১০০
ফোন: ৯৫১৫৬৮৮, ৯৫৭০৭০৭
০১৭১৫২৮৫৬৪৪
ই-মেইল:
chandrabatiacdemy@yahoo.com
www.chandrabatiacdemy.com

জয় স্টোর
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: ০১৯১৫৭৮৬৬২১

জায়েদ লাইব্রেরী
তিতুমীর কলেজের সামনে
গ-১৮৩, মহাখালী, ঢাকা
ফোন: ০১৯১৯৮৫০৯৫৪

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ
ডক্টর কুদরত-ই-খোদা সড়ক
কাটাবন, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৭১৫০৪০৭৯৫
০১৯১৫৭৯৭৩৬০
ই-মেইল:
js.prakash0057@gmail.com

জ্ঞানের আলো
৩৭ বাংলাবাজার
ঢাকা
ফোন: ০১৯১১৫৮৭৫৯১

জাহিদ বুক
মহাখালি (তিতুমীর কলেজের বিপরীতে), ঢাকা
ফোন: ০১৯১৯৮৫০৯৫৪

জ্যোতিপ্রকাশ
৪২/১-ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৯৩৪৯৭২৫
০১৭১৫১৫০৩০৫

ই-মেইল:
jyotiprokash@gmail.com
mostafajahangir58@gmail.com

টাঙ্গাইল বুক সেন্টার
ইসলামীয়া মার্কেট নীলক্ষেত
ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৭৩৬৩৪১৪৬৫

তপন বুক হাউজ
হযরত শাহজালাল মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৭২৭৪৫৭৯৭১

তক্ষশীলা
৪১ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা
ফোন: ০১৯৩৭২৭৭২৯
ই-মেইল:mstaxila@yahoo.com

তাজ লাইব্রেরি
৪১ ইসলামীয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৭১৬৫৭৪৭৪২

তোফাজ্জল লাইব্রেরী
ফার্মগেট
ঢাকা
ফোন: ০১৭১৩০০২৭৭৯
ই-মেইল:salimtbh@gmail.com

দি বুক সেন্টার
৩৮ বাংলাবাজার
ঢাকা
ফোন: ০১৭১২০০৮৯২৪

দীপনপুর
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা ১২০৫
ফোন: +৮৮০১৯৯৬৫০২৮৮৭
ই-মেইল:
dipanpur.official@gmail.com
www.dipanpur.com

দ্যু প্রকাশন
প্রধান কার্যালয়: ২৭৪/২
এস. জে জাহানারা ইমাম সরণী
নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা ১২০৫
ফোন: +৮৮০ ৯৬০৬০৩৩৩৯৩
+৮৮০১৬১১০৩৩৩৯৩
ই-মেইল:dyupub@gmail.com

নিউ নাহার বুক হাউজ
১৮ নং গলি, ৩৩ বাবুপুরা মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৭৫৮৮৮৭১৬৮

নিউ বুক গার্ডেন
হযরত শাহজালাল মার্কেট
১/১ মিরপুর রোড, নীলক্ষেত
ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৯১৮৪৩১৭২১

নিউ বইঘর
১৪৯, নিউ মার্কেট

ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৭২১ ২০৩১২৯
ই-মেইল:
whiteboardkalam6@gmail.com

পলল প্রকাশনী
৪৭ শাহবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট
ঢাকা ১০০০
ফোন: ৫৮৬১৫৯৮৪
০১৭১১৩৬৩০৩০
ই-মেইল:
mahbub.sahana@gmail.com

পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র
শাহবাগ, বিল্ডিং ৪, ২য় তলা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
(আজিজ সুপার মার্কেটের
বিপরিতে)
শাহবাগ
ঢাকা ১০০০
ফোন: +৮৮০২ ৯৬৬৯৫৫৫
+৮৮ ০১৮৪১২৩৪৬১২
ই-মেইল:
service@pathakshamabesh.com,
info@pathakshamabesh.com,
pathak@bol-online.com

পাঠক সমাবেশ, শাহবাগ
১৭ আজিজ মার্কেট, নিচতলা
ঢাকা ১০০০
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬৬৮৭৬৬
+৮৮ ০১৮৪১২৩৪৬০৩
ই-মেইল:
salesps1@pathakshamabesh.com
info@pathakshamabesh.com
pathak@bol-online.com

পাঠক সমাবেশ, গুলশান
২০৪/বি, তেজগাও লিংক রোড
৩য় তলা, গুলশান
ঢাকা ১২০৮
ফোন: +৮৮ ০১৮৮৮৬৭০৪৬৯
+৮৮ ০১৮৪১২৩৪৬০৬
ফোন: +৮৮০ ২২২২২৬১০০৩
ই-মেইল:
sales_gulshan@pathakshamabesh.com
psltd.gulshan@pathakshamabesh.com
info@pathakshamabesh.com
pathak@bol-online.com

পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র, উত্তরা
প্লট ৬৭, ৪র্থ তলা (মিনা বাজার
বিল্ডিং)
গাউছুল আজম এভিনিউ, সেক্টর ১৪
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০
ফোন: +৮৮ ০১৮৪১২৩৪৬০৭
ই-মেইল:
psltd.uttara@pathakshamabesh.com
info@pathakshamabesh.com
pathak@bol-online.com

পাঠক সমাবেশ, কলকাতা
৩/১ কলেজ রোড, কলেজ স্ট্রিট
মার্কেটের বিপরীতে (সন্তোষ মিষ্টান্ন
ভাণ্ডার গলি) কলকাতা
ফোন: +৯১ ৮৬৯৭১২৭৯৮৮

+৯১ ৮৩৩৬০১৮২৭৮
ই-মেইল:
pathakshamabeshkolkata@gmail.com
info@pathakshamabesh.com
pathak@bol-online.com

বাতিঘর, ঢাকা
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবন, ৮ম তলা
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামোটর
ঢাকা ১০০০
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৬৩৫৩৩৯
+৮৮ ০১৯৭৩ ৩০৪৩৪৪
ই-মেইল:
baatighar.dhk@gmail.com
www.baatighar.com

বাতিঘর, বাংলাবাজার
রুমি মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন: +৮৮ ০১৭০৭ ৭৬৮৯৫৯
ই-মেইল:
baatighar.dhk@gmail.com
www.baatighar.com

বাংলা বইঘর
এস এন জিলানী সুপার মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭৭১১৬২০৯

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা ১০০০
ফোন: +৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
০১৭১৬৪১৮৫০০
ই-মেইল:bea.dhaka@gmail.com
www.bea-bd.org

বেঙ্গল বই
হাউজ ৪২, রোড ২৭
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ০২ ৯১২৩৮৭৪
০১৮৪৪০৫০৬৭৬
০১৮৪৪০৫০৭০০
ই-মেইল: info@bengalboi.com
www.bengalboi.com

বুক সিন্ডিকেট
১৫৭ ঢাকা নিউ মার্কেট
ঢাকা ১২০৫
ফোন: +৮৮০-২-৫৮৬১১০৭৪
০১৯২২০৩৩২২১
০১৭০৬৩০২০৭৫
ই-মেইল:
book_syndicate@yahoo.com
booksyndicateinbd@gmail.com
www.booksyndicatebd.com

প্রতীতি বই ঘর
৪৩ ইসলামীয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৮৪২০১৩৮৯৯

বিশ্ব বিচিত্রা
তাহের টাওয়ার, গুলশান ২
ঢাকা

ফোন: ০১৮৬৩৬৩২৫৬৫

ভাষাচিত্র
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ২য় তলা
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৬১১৩২৪৬৪৪
০১৯৬৭৪০৪০৪০
ই-মেইল:
bhashachitra@gmail.com
info@bhashachitra.com
www.bhashachitra.com

মাইশা বুকস
ইসলামীয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৮১৮২৬৬০৯১

মামুন বুক হাউজ
ইসলামীয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৮১৯৪৭২৯৯৫

মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৯৩৮২৬১৬৪৯
৫০০০৭৫৪
ই-মেইল:
mowlabrothers@gmail.com

মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা ১০০০
ফোন: ০১৭১১৬০১০৪৯

মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা
বাড়ি নম্বর ৫, রোড নম্বর ৮
মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ০১৯৭৭৯৯২২৬৮
০১৭৫৬১৪২৩১৫
০১৭১৯৭৩১৫৭০
৫৮১৫০৩৮১
ই-মেইল:
hdrc.bd@gmail.com,
barkatabul71@gmail.com
www.muktobuddhi.com

মূর্ধন্য
৪১, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
(বেসমেন্ট ২৫৩-২৫৪)
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫
ফোন: ০১৬৭৬৮০৭৩১৩
ই-মেইল: info@murdhonno.com

রাশেদ বুক এন্ড ষ্টেশনারী
২২ ইন্দ্রিরা রোড
ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন: ০১৭২১৮৩৩৬৪৯

র‍্যামন পাবলিশার্স
২৬, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০২৯ ৫১৫২২৮

০১৬৭০৫৫৯৭১১
ই-মেইলঃ
ramonpublishers@gmail.com
www.ramonpublishers.com

সুমন লাইব্রেরি
৭৯ গ্রীণ রোড
ফার্মগেট, ঢাকা
ফোন: ০১৮৬৯৫০৯২২৪

সূচীপত্র
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন: ০১৫৫২৪৫১৫৯২
৯৫৩৩৩১৮, ৯৫৩৩৩২২
ই-মেইল:
sucheepatra1989@gmail.com

সিঁড়ি প্রকাশন
কক্ষ নং ৬ ও ৭, সেগুনুরি আর্কেড
মগবাজার, ঢাকা ১২১৭
ফোন: ০১৯১১৬২৫৬৫৪
ই-মেইল:
shiri.prokashon@gmail.com

হক লাইব্রেরি
৩১ বাবুপুরা, ইসলামীয়া মার্কেট
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৭৪৩৫১৬৩৪৪

দিনাজপুর জেলা

ইত্যাদি লাইব্রেরি
মসজিদ মার্কেট
খানসামা, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৮৫৩৯৩৭৭৭
ই-মেইল:
mdfakrulislam12345@gmail.com

গ্রীণ লাইব্রেরী
মুন্সিপাড়া, সদর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৮৪৯৭২৭৪৭
ই-মেইল:
jewelasabuzzanan22@gmail.com

গ্রীন লাইব্রেরি
মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৭৮১৭৯৭৩,
০১৯৯৫৮৩৯৯৬৬
ই-মেইল:khaledr61@gmail.com

তূর্য্য বুক ডিপো
মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৫০৮৪৩৫২০,
০১৮৫৫৯২২৪০০
ই-মেইল:foridul@gmail.com

কাহারোল উপজেলা

নেহার লাইব্রেরি
কাহারোল ব্রিজ রোড
কাহারোল, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৫১১৫৯৫৬৫

ঘোড়াঘাট উপজেলা

মৌরিন লাইব্রেরী এন্ড খেলা ঘর
আর সি মার্কেট, পুরাতন বাজার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৩৭২৪৬৪৭,
০১৯৩৩৮৯২৪৯১
ই-মেইল:
mizanurprincipal@gmail.com

চিরিরবন্দর উপজেলা

আশরাফিয়া লাইব্রেরি
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৪৫৩৬৯৯৮
ই-মেইল:
asad14536998@gmail.com

নবাবগঞ্জ উপজেলা

কলেজ লাইব্রেরী
দাউদপুর বাজার
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৪৯২৫১২৭৭
ই-মেইল:
mamrul1991@gmail.com

পার্বতীপুর উপজেলা

তুষার লাইব্রেরি
নূতন বাজার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১১০৩৪৩৯৩

ফুলবাড়ী উপজেলা

কলেজ লাইব্রেরি
ফুলবাড়ী বাজার
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৯০২১৮০২

বিরামপুর উপজেলা

আইডিয়াল বুকস
সেন্ট্রাল মসজিদ মার্কেট
ঢাকা মোড়, বিরামপুর
দিনাজপুর ৫২৬৬
ফোন: ০১৭২৯০৩৬৩৬৪
ই-মেইল:
manik.birampur@gmail.com

বিরল উপজেলা

জামাল লাইব্রেরি
বিরল বাজার, বিরল, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭৭৪৮৮৮৬২৬

বীরগঞ্জ উপজেলা

প্রামানিক লাইব্রেরি
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৭৫২৫৭৬১

হাকিমপুর উপজেলা

বর্ণ পরিচয় লাইব্রেরি
বাংলা হিলি বাজার
হাকিমপুর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৯১৯৩৪৪৮৮৬
০১৭১৫৭৪৮৫১৪

নোয়াখালী জেলা

প্রমিস লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
মেইন রোড, মাইজদী কোর্ট
নোয়াখালী
ফোন: ০১৭২০৭৬১২৮১

রেখা প্রকাশনি
চৌমুহনী
নোয়াখালী
ফোন: ০১৭১২০৯৮৯৬৮

ভাই ভাই লাইব্রেরি
স্টেশন রোড
চৌমুহনী, নোয়াখালী
ফোন: ০১৮১৫১৬৪৬১৩

নেত্রকোনা জেলা

রূপক লাইব্রেরী
তেরীবাজার
নেত্রকোনা
ফোন: ০১৭১২০২২৪২৮

নড়াইল জেলা

বাংলাদেশ লাইব্রেরী
কলেজ রোড, রূপগঞ্জ
নড়াইল
ফোন: ০৪৮১-৬২৩১৮
০১৯৪৪৮৯৭৯৫৯

নরসিংদী জেলা

বই পুস্তক লাইব্রেরী
ব্রাহ্মনন্দী খালপাড়
নরসিংদী
ফোন: ০১৮১৮৫৩৪৮৯৩

মনহরদি উপজেলা

আল আমিন বুক ডিপো
মনহরদি বাজার
মনহরদি, নরসিংদী
ফোন: ০১৭২০৯৭১২৯৭

নওগাঁ জেলা

জনতা লাইব্রেরী
হোটেল পট্টি মোড়
নওগাঁ
ফোন: ০১৭২২৩২০০২০
ই-মেইল:
janatalibrary432@gmail.com

মেসার্স বই ঘর
কাচারী রোড
নওগাঁ
ফোন: ০১৭৪০৮৪৫১২১

বই বিচিত্রা
কাচারী রোড, নওগাঁ
ফোন: ০১৭২১৮৩৩৯৩০

নাটোর জেলা

মুক্তধারা লাইব্রেরী
বই পট্টি, আলাইপুর, নটোর
ফোন: ০১৯১২০৬০০৩১

নারায়ণগঞ্জ জেলা

আশা বইঘর
খাজা সুপার মার্কেট
চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৫১৫২৩৭৮

নীলফামারী জেলা

জ্ঞানাঙ্কুর লাইব্রেরী
পৌর মার্কেট, বাটার মোড়
নীলফামারী
ফোন: ০১৭১২৮১৮৯৬০

পাবনা জেলা

দিশারী বই বিতান
আতাইকুলা রোড
নিমতলা, পাবনা
ফোন: ০১৭১২৫৮৬২৮৪

বই আড্ডা
৬ নং এল এম বি মার্কেট
আব্দুল হামিদ রোড, পাবনা
ফোন: ০১৯৫৪৯৫৩৭১৬

মারুফ লাইব্রেরী
পাঁচমাথা মোড়, পাবনা
ফোন: ০১৭১৯৯১৪৫২৫৩

রাহমানিয়া লাইব্রেরী
পাঁচমাথা মোড়, পাবনা
ফোন: ০১৭১১ ৪৬৪৪২৮

পঞ্চগড় জেলা

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী
কদমতলা, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৭৮১৪৩৬৫৪৯

পটুয়াখালী জেলা

এমদাদীয়া লাইব্রেরী
পটুয়াখালী সদর
পটুয়াখালী
ফোন: ০১৭৭০৫৬৫৬৪৭
০১৭১২৮৭৯৪১২

পিরোজপুর জেলা

স্টুডেন্ট লাইব্রেরী
গ্রীন প্লাজা মার্কেট
পিরোজপুর
ফোন: ০১৭৪৪৪২৬৬৯৯

ফরিদপুর জেলা

আলম বুক সেন্টার
মসজিদ সড়ক
ফরিদপুর
ফোন: ০১৭১১৯৫৯১৮৯

কলেজ লাইব্রেরী
বোয়ালমারী
ফরিদপুর
ফোন: ০১৯১১৫৩৯৬৭০

বই বিজ্ঞান
চকবাজার
ফরিদপুর
ফোন: ০১৭১২৪৩৪০৫৫

শাহীন বুক হাউজ
বোয়ালমারী
ফরিদপুর
ফোন: ০১৭২১৫৫৩৯৯

ফেনী জেলা

শিক্ষা বিপনী
কলেজ রোড, ফেনী
ফোন: ০১৭৭১১৯৫৯৭৪৭

বগুড়া জেলা

কাজল ব্রাদার্স
২নং রেলগেট
বগুড়া
ফোন: ০১৭১৫৫৪৬০৪৪

পড়ুয়া
এমএ খান লেন
টিএনটি-এর পশ্চিম পাশে
বগুড়া
ফোন: ০১৭২৬৮৪২০৪০

বই একাডেমি
থানা মোড়
বগুড়া
ফোন: ০১৯১১৪০২৭৮২

বরিশাল জেলা

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
বরিশাল সদর, বরিশাল
ফোন: ০১৭১১২৬৪৯৬৩
ই-মেইল:
ab.siddikbls@gmail.com

বুক প্যালেস
৫৫ সদর রোড
বরিশাল
ফোন: ০১৮৩২৮৯০৮৮৮

মাহবুব লাইব্রেরী
সদর রোড
বরিশাল
ফোন: ০১৭৩৩১০৭৭২০

বান্দরবন জেলা

আল আমীন লাইব্রেরী
রাজার মাঠ, বান্দরবন
ফোন: ০১৭৪৫২৮৭১৬৩

বাগেরহাট জেলা

মোল্লা লাইব্রেরী
সাধনার মোড়
খান জাহান আলী রোড
বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট
ফোন: ০১৭১৬৫০০৮৯৯

বরগুনা জেলা

কথামালা লাইব্রেরী
বাজার রোড
বরগুনা
ফোন: ০১৭১৬০৪৪৮৪৫

নূরজাহান লাইব্রেরি
বরগুনা সদর
বরগুনা
ফোন: ০১৯২০০৫৪৯৭২

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
মসজিদ রোড
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
ফোন: ০১৭১২৬০৩৫০৯

ভোলা জেলা

পাঠশালা বুক সেন্টার
বাংলা স্কুল মোড়
সদর রোড, ভোলা
ফোন: ০১৭১১০২১১৫৬

প্যারাডাইস বুক ডিপো
সদর রোড, ভোলা
ফোন: ০১৭২১০৪৮৬৭১

ময়মনসিংহ জেলা

আজাদ অঙ্গন
৮৮/ই, সি.কে.ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ সদর
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১১৯৫৮২৮৭
ই-মেইল:
armosharof@gmail.com

কবির লাইব্রেরী
গাঙ্গিনার পাড়
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১১৬৪০৩৮৮

গুড বুকস
পি কে ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭৬৮৫৯২৪২১

বাংলাদেশ বই বাজার
৯ সি.কে. ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ সদর
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৫৯৫৫৪৮০

সংকলন
৯০ সি.কে. ঘোষ রোড
ময়মনসিংহ সদর
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১১৬৬২৫৫১
০১৮৩৭০৬৩১৯১

ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা

কবির লাইব্রেরি
ঈশ্বরগঞ্জ বাজার
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৭৩৬৭২০৭

গৌরীপুর উপজেলা

বিপ্লব লাইব্রেরি
গৌরীপুর মধ্য বাজার
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১২০০৩৪৯৬

তারাকান্দা উপজেলা

চৈতি বইঘর
স্কুল রোড, তারাকান্দা
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৯১৮২০৭৩৮১

জাহান লাইব্রেরি
স্কুল রোড, তারাকান্দা
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭৩৩২৭৪৯৫০

ভেনাস লাইব্রেরি
তারাকান্দা বাজার
তারাকান্দা
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭৯০৯৭৯৬৭৯

সুজা লাইব্রেরি
স্কুল রোড, তারাকান্দা
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৩৫১৭৩৮২

হক লাইব্রেরি
স্কুল রোড, তারাকান্দা
ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৪৬১৯৬৬৯৮

ত্রিশাল উপজেলা

নাদিম লাইব্রেরি
সানকিভাঙ্গা
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭২১১৭৭৮৯৫

ধোবাউড়া উপজেলা

হাজী লাইব্রেরি
ধোবাউড়া বাজার, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৮৬৬৯০২০

ফুলবাড়িয়া উপজেলা

কবির লাইব্রেরি
ফুলবাড়িয়া মেইন রোড
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৮০৪৪৩১৬

সুফিয়া লাইব্রেরি
ফুলবাড়িয়া বাজার
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৫৬২৯০৯০

ভালুকা উপজেলা

আমিন লাইব্রেরি
১নং রায় মার্কেট, পাঁচ রাস্তা মোড়
ভালুকা, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৯১৭০১১৬৮০

মুক্তাগাছা উপজেলা

রকি লাইব্রেরী
বড় মসজিদ রোড
মুক্তাগাছা বাজার, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৯১২৫০৫৫১৪

হালুয়াঘাট উপজেলা

ইরা লাইব্রেরি
পাবরাখালি বাজার
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
ফোন: ০১৭১৭৮২৬৩০৯

মাদারীপুর জেলা

কাজল এন্ড ব্রাদার্স
পুরানবাজার, মাদারীপুর
ফোন: ০১৭১২৬২৮৩৬৩
ই-মেইল:
kazalbroghers1@gmail.com

ব্রাদার্স লাইব্রেরি
কলেজ ক্যাম্পাস
কলেজ রোড, মাদারীপুর
ফোন: ০১৯১৬২২২০০১
ই-মেইল:
mscomputer2020@gmail.com

মাগুরা জেলা

ডা আবুল কাশেম ফাউন্ডেশন
আমুরিয়া, মাগুরা
ফোন: ০১৭১৮৬৮৬২৫৭

নিউ রাজন বুকস এন্ড পেপারস
মাগুরা
ফোন: ০১৭২৩১২২৪৬৪

বুক সেন্টার
এম আর রোড
মাগুরা
ফোন: ০১৭১২০৯৬০২৪

মানিকগঞ্জ জেলা

আজাদ লাইব্রেরী
মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৭১১১০২৩৩৭
ই-মেইল:
azadmotorsmk@gmail.com

বইঘর লাইব্রেরি
মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৯৩৪২০৯৫৫০

মেহেরপুর জেলা

দোয়েল বুক হাউস
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর
ফোন: ০১৯১২৫৩৯৩১২
ই-মেইল:
shawoki2009@gmail.com

পপি লাইব্রেরী
মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর
ফোন: ০১৯৭৩৮১৩০৮০
ই-মেইল:
mehediemam.2k@gmail.com

মুজিবনগর উপজেলা

ফারুক লাইব্রেরী
কেদারগঞ্জ বাজার
মুজিবনগর, মেহেরপুর
ফোন: ০১৭১১৩৭৫৮০

গাংনী উপজেলা

শ্যামলী লাইব্রেরী
গাংনী পাইলট হাইস্কুল গেইট সংলগ্ন
গাংনী, মেহেরপুর
ফোন: ০১৭১২৩৭৭০৬০

মুন্সীগঞ্জ জেলা

নলেজ লাইব্রেরী
স্টেডিয়াম মার্কেট, মুন্সীগঞ্জ
ফোন: ০১৯১৩১৪৪৯৩৭
ই-মেইল:
knowledgelibrary51@gmail.com

মৌলভীবাজার জেলা

ঢাকা লাইব্রেরী
এম এ সাইফুর রহমান রোড
মৌলভীবাজার
ফোন: ০১৭১৮১০৮৫৬২

যশোর জেলা

জনতা লাইব্রেরি
গরীব শাহসড়ক
কোতোয়ালী, যশোর
ফোন: ০১৭১৩৯২৩৮৩০

মোর্শেদা বুক সেন্টার
মুসলিম একাডেমি মার্কেট
যশোর
ফোন: ০১৯২৮৫২০৬১০

রানা বুক ডিপো
মুসলিম একাডেমি সুপার মার্কেট
যশোর
ফোন: ০১৭১৯০১৮৮৬৮

রাজবাড়ী জেলা

সোনালী স্টোর এন্ড লাইব্রেরী
পৌর মিলিনিয়াম সুপার মার্কেট
প্রধান সড়ক, রাজবাড়ী
ফোন: ০১৭১৭১৯৫৯৬৬

নিজাম বুক ডিপো
কলেজ রোড, রাজবাড়ী
ফোন: ০১৭১১২১৮৭৬৯

রাজশাহী জেলা

আলীগড় লাইব্রেরী
সিটি সেন্টার
রাজশাহী
ফোন: ০১৯২০১৮৫৬০৬

আশিক লাইব্রেরী
সিটি সেন্টর
রাজশাহী
ফোন: ০১৯২০১৮৫৬০৬
০১৭৭৮৮১৩২০৩

নিউজ হোম
সোনাদিঘীর মোড়, সাহেব বাজার
রাজশাহী
ফোন: ০১৫৫৮৪২৭৯২৫

ফাহিম বুকস
৫ নং সিটি সেন্টার
সোনাদিঘীর মোড়
রাজশাহী
ফোন: ০১৮১৮৭৭৫৯৩০

বিদ্যাসাগর
সোনাদিঘীর মোড়, সাহেব বাজার
রাজশাহী
ফোন: ০১৫২১৩০১০১০
০১৭৪৯৮৪৫৮৪৫

বুক পয়েন্ট
রাজশাহী
ফোন: ০১৫৫৮৮৬০৭৭০

সবুজ লাইব্রেরী
সোনাদিঘীর মোড়
সাহেব বাজার
রাজশাহী
ফোন: ০১৭২৬৬৪২৮২৮

রংপুর জেলা

বই তরঙ্গ
কলেজ গেট, রংপুর
ফোন: ০১৭৪০৮৩৭৩১১
ই-
মেইল:boitorongo@gmail.com

বিপণী বিচিত্রা
প্রেস ক্লাবের পাশে
রংপুর
ফোন: ০১৭১৫৫০৭০৭৭

মনি লাইব্রেরী
স্টেশন রোড
রংপুর
ফোন: ০১৯১১৯৫৯৩০২

রাঙ্গামাটি জেলা

গাজী লাইব্রেরী
নিউ মার্কেট, রাঙ্গামাটি
ফোন: ০১৯২৫২৬৬১৯৪

লক্ষীপুর জেলা

টাউন লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর
ফোন: ০১৭১৫৩০৮১৫১

লালমনিরহাট জেলা

ইসলামীয়া লাইব্রেরী
রেল বাজার, লালমনিরহাট

ফোন: ০১৭১৬৫৮৬০৩২

শরীয়তপুর জেলা

খান বই বিতান
শরীয়তপুর
ফোন: ০১৭১২৬০১৯৪০

শেরপুর জেলা

আহম্মদীয়া লাইব্রেরী
শহীদ বুলবুল সড়ক, শেরপুর
ফোন: ০১৭১১১৩২৫৩৬
ই-মেইল:
salimcomputer95@gmail.com

এমদাদীয়া লাইব্রেরী
শহীদ বুলবুল সড়ক
মুন্সীবাজার, শেরপুর ২১০০
ফোন: ০১৭১৬৮০৯৮১৪

সিলেট জেলা

বই মেলা
রাজা ম্যানশন
জিন্দাবাজার, সিলেট
ফোন: ০১৭১১৯৪৬৩০৮

বাতিঘর, সিলেট
গোল্ডেন সিটি কমপ্লেক্স
৬৮২ পূর্ব জিন্দাবাজার
সিলেট ৩১০০
ফোন: ০১৮৪২৩০৪৩৪৪
ই-মেইল:
baatighar.syl@gmail.com
www.baatighar.com

সাতক্ষীরা জেলা

পপুলার লাইব্রেরী
শহীদ নাজমুল সরণি
সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭৩৬৭৫৭৫৮৫

সিরাজগঞ্জ জেলা

ব্রিলিয়ান্ট লাইব্রেরী
সিরাজগঞ্জ সদর
সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭১২০৬৮৫৩৩

ব্রিলিয়ান্ট লাইব্রেরি
সিরাজগঞ্জ সদর
সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৬৭৪০০৪৪৪৩

সুনামগঞ্জ জেলা

আইডিয়াল লাইব্রেরী
সুনামগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৮৩৪৫৫৯৭৫
ই-মেইল:ponkojdey@gmail.com

হবিগঞ্জ জেলা

রহমানীয়া লাইব্রেরী
নতুন বাস টার্মিনাল
হবিগঞ্জ
ফোন: ০১৭৩২৩৭১১৬৭

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম

www.rokomari.com/muktobuddhi
ফোন: ১৬২৯৭
০১৫১৯৫২১৯৭১

পাঠক সমাবেশ

www.pathakshamabesh.com
ফোন: ০১৮১৯২১৯০৮১

বইমেলা.কম

www.boimelaa.com
www.dyu.com.bd
ফোন: ০৯৬০৬০৩৩৩৯৩

বাতিঘর

www.baatighar.com
ফোন: ০১৭১৩৩০৪৩৪৪